প্রয়াগ-তীর্থ

(হিন্দুদিগের প্রাচীন প্রথামত তীর্থধর্ম্মে আস্থা স্থাপনকারী
"নাম"-মাহাত্ম্য প্রকাশক নাট্যাভিনয়)

প্রণীত—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিশ্বভাণ্ডার প্রেস—২১৬ নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী এম্,এ, দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

মূল্য [redacted]

প্রকাশ কাল — ১৩৪৭

প্রয়াগ-তীর্থ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শিব, দুর্গা আসীন, শিবের পশ্চাতে গঙ্গা দণ্ডায়মানা, দ্বারদেশে নন্দী দণ্ডায়মান)।

বন্দনা গীত।

পূত গঙ্গাবারি, বহে শিরোপরি, জটাপরি ফণী গরজে।
চন্দ্রমার ভাতি, কপালের জ্যোতিঃ, হৈমবতী বামে বিরাজে

ভূতগণ সঙ্গে, হাসে মৃদুরঙ্গে,
ছাইমেখে অঙ্গে, মনোহর সাজে।
গলে হাড়মালা, পরা বাঘছালা,
জপে অক্ষমালা, চড়ি বৃষরাজে॥
যোগেতে আসীন, মুদি দুনয়ন,
ললাট লোচন, দহে মনসিজে ;
করেতে ত্রিশূল, করিতে নির্ম্মূল,
দানবেরকুল, ডমরু ঐ বাজে।
হে ভূতভাবন, করুণানিদান
যেন রহে মন, চরণ সরোজে॥

শিব। গিরিরাজ সুতে!
কর পূজার আয়োজন,
মহেশ পূজিবে আজি
ব্রহ্মসনাতনে।

(দুর্গার প্রস্থান)

(স্বগতঃ)

হরিবোল, হরিবোল।
দ্বাপর যুগ অবসান প্রায়,
গোলক বিহারী হরি
এবে ভূলোক নিবাসী
কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ
হরিতে ক্ষত্রতেজ
ধরা'পর হ'তে।
হরি অবনীরভার
অচিরে যাবেন ফিরি
স্বধামে শ্রীহরি।
ত্রৈলক্যতারিণী গঙ্গা
অবস্থিতা মর্ত্তধামে
নদীরূপে ভারতে
বহুদিন ধরি ;
ভারতের কাহিনী কিছু
কিবা মনোভাব তার
শুনি তার মুখে।

(প্রকাশ্যে)

সুরধনি ! কহ শুনি
কি ভাবে যাপিছ কাল
ভারত মাঝে, এ দ্বাপর যুগে।

গঙ্গা। পশুপতি ! জান'ত সকলি
বড় বিষাদিনী আমি
মর্ত্তধামে, এ যুগে।
শুন তবে বলি—
বশিষ্ঠের শাপ হ'তে
দিতে ত্রাণ বসুগণে
ধরিলাম উদরে তাদের
মানবীরূপে, হয়ে মহিষী
নরোত্তম শান্তনুরাজার।
জাতমাত্র সাতটী শিশুরে
ডুবালাম সলিলে আমার,
গেল চলি স্বধামে তারা
শাপ মুক্ত হয়ে।
নৃপ সনে ছিল পণ,
যেদিন কার্য্যে মোর
দিবে বাধা নৃমণি,
ত্যজিব তাহারে।
অষ্টম শিশুরে রাজা
বারিল বধিতে ;

শিশু লয়ে হ'লাম অন্তর্হিত
ফেলিয়া রাজারে
পূর্ব্বপণ মতে।
অষ্টাদশ বর্ষ ধরি
পালিনু শিশুরে যতনে,
ধনুর্ব্বিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা নানা
শিখালাম তারে
পরশুরাম কাছে,
শেষ করিনু অর্পণ
পিতৃকরে তার।
ছিল তার দেবব্রত নাম
কালে হ'লো ভীষ্ম মহারথী।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে, কুরুক্ষেত্র রণে
পাড়িল তারে অর্জ্জুন তৃতীয় পাণ্ডব
কপট সংগ্রামে, শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে।
মানবীভাব মোর
এখনো জাগিছে হৃদে,
পুত্র শোকে দহিছে হৃদয়;
করিল শোকভার দ্বিগুণ
নীলধ্বজ রাজ মহিষী, জনা
ত্যজি প্রাণ সলিলে আমার
পুত্র প্রবীরের শোক জ্বালা
জুড়াবার তরে।

বধি বহু আত্মীয় স্বজনে
পাণ্ডবগণ লভিয়াছে
হস্তিনার রাজসিংহাসন।
জ্ঞাতি বধ হ'তে মুক্তির আশায়
যুধিষ্ঠির হইয়াছে ব্রতী
অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে,
মহামুনি ব্যাসের বচনে।
ফিরিতেছে নানা দেশে
যজ্ঞের তুরঙ্গম,
অর্জ্জুন রক্ষক তার ;
বাধিল যুদ্ধ, অশ্বহেতু,
প্রবীরের সনে,
বধিল অর্জ্জুন তারে
তীক্ষ্ণ শরাঘাতে।
নাহি কি রথীন্দ্র কেহ
ভারত ভিতরে
চূর্ণিবারে পাণ্ডব গর্ব্ব
সংহারি অর্জ্জুনে ?
তুষিয়া তোমারে লভিয়াছে সে
অস্ত্র পাশুপত—
তাই বুঝি তার, এত অহঙ্কার ?

শিব। পাণ্ডব অজেয় জগতে
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে ;

কিন্তু হবে পরাভব স্থানে স্থানে,
যবে কৃষ্ণ না র'বেন সাথে।
শুনিয়াছি নন্দীমুখে,
ভীষ্ম বধ অপরাধ হেতু
বসুগণ দিয়াছে অভিশাপ—
"অর্জ্জুন হারাবে প্রাণ
নিজ পুত্রকরে"।
অভিমত দিয়াছ তুমি তাতে।
পুনঃ চাহ অর্জ্জুনে প্রতিবিধিৎসিতে ?
একপাপে দুই দণ্ড
না হয় বিধান।

গঙ্গা। বিষাদের হেতু আছে
আরও আমার।
পূর্ব্বকল্পে ভারতে
সৃজেছিলে পুরী এক
কাশী নাম যার,
সতিনীরে অধিশ্বরী
করেছিলে তার।
স্বেচ্ছায় সাজিয়া ভিখারী
মেগেছিলে অন্ন তাহার নিকটে।
বিতরি অন্ন তোমা
লভেছে সে নাম
অন্নপূর্ণা।

শুনেছি মুনিগণ মুখে,
দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারী
এলে কাশীধামে,
পাবে অন্ন বরেতে তোমার ;
গরিমা সেই হেতু সতিনীর
বাড়িবে কলি যুগে।
র'বে কি গঙ্গা ধরা'পরে
শুধু কলির কলুষরাশি
বহিবার তরে ?
ধূর্জ্জটি !
করমুক্ত মোরে জটাপাশ হ'তে
যাব চলি শূন্য পথে
পিতৃসন্নিধানে,
আর না রব মর্ত্তধামে।
পুরীষ, গলিত শব
বক্ষে ভেসে যাবে,
সতিনী রবে গরবিনী
হৃদে নাহি স'বে।

শিব। বাড়াতে মাহাত্ম্য তোমার
কলিযুগে,
স্বয়ং শ্রীহরি
ফেলা'বেন তাঁর ভক্তের শিরোদেশ
তব নীরে,

যথায় মিলিত তুমি যমুনার সাথে।
যজ্ঞাশ্বহেতু হবে যুদ্ধ
ভদ্রাবতীপুরে,
অর্জ্জুনের হবে পরাভব
বিষ্ণুভক্ত বীর সুধন্বার হাতে;
শেষ, বিষ্ণু মায়াবলে
হবে ছিন্ন মস্তক তার
অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত ভূপাতিত শরে।
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে রণভূমি হ'তে
গরুড় আনি ছিন্নমুণ্ড তা'র
ফেলিবে তব সলিলে।
প্রয়াগ হবে মহা তীর্থ
সুধন্বার অঙ্গ পরশে,
কাশীর গরিমা হবে মলিন
প্রয়াগের কাছে।

(দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা। শুনিলাম সব কথা
শঙ্কর,
থাকি অন্তরালে।
আমা হতে প্রিয়তরা
সলিলময়ী গঙ্গা তব কাছে ?

কোথাছিল গঙ্গা তব
যেদিন হারালে প্রাণ
তীব্র বিষপাণ করি ?
তেজোহীন করি বিষে
স্থাপিলাম উদর হতে
কণ্ঠদেশে তব ;
পেলে প্রাণ, হল'নাম
নীলকণ্ঠ সেই হতে।
শুন গঙ্গা, বলি তোমায়—
স্বামীশিরে করিছ বিহার,
পার না ছাড়িতে তবু
হিংসার ভার ?
আসমুদ্র হিমাচল
গতি আছে তোমার,
মমপুরী কাশীর বাহিরে
কীর্ত্তিতব হবে লোপ
অর্দ্ধপথে ;
দুকুল ভাঙ্গিয়া থাকিবে বহিতে,
ঘটাবে অকাল মৃত্যু
তীরবাসী জীবে ;
মহিমা তোমার রবে
মাত্র সাগর সঙ্গমে।
দুর্গানামে তরে যাবে নর ;

অতঃপর—
হবেনা প্রয়োজন গঙ্গার নীর।

(গঙ্গার প্রস্থান)

শিব। দিগম্বরি !
যা বলিলে শুনিনু সকল,
রসাতলে যাইত পৃথিবী
যদি না ধরিতাম শিরে
গঙ্গার পতন ভার।
ভুলেছ কি—
তাণ্ডব নৃত্যের কথা তোমার
অসুর নিধন কালে ?
সহিতে চরণ ভর
রক্ষিতে মেদিনী
দিই নাই কি পাতি
এই বিশাল বক্ষঃ মম ?
পূর্ব্ব কথায় বাড়িবে কোন্দল
দিগ্বসনা হবে বিবসনা
উপজিলে ক্রোধ।
স্বামীবাক্য ধর
রাখ, সতি, শিবমান ;
বাক্য তব কর প্রতিহার,—
গঙ্গার মাহাত্ম্য হবে না লোপ
যাবৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রবে ভারতে।

জানে পাগল ত্রিশূলী
পুরুষ প্রকৃতি ভেদে,
তুমি কভু কৃষ্ণ—কভু কালী,
তাই, সতত প্রয়াসী শিব
তুষিতে তোমারে।
কাশীর গৌরব, রক্ষিতে ভারতে
বিচিত্র লীলা এক করিব প্রকাশ
সুধন্বার মুণ্ড আনি
দিবতব করে।

দুর্গা। বিহিত পূজা হবে না আমার
বিনা গঙ্গাজলে,
গঙ্গার মাহাত্ম্য রবে অক্ষুণ্ণ,
শিববাক্য না হবে অন্যথা।

(দুর্গার প্রস্থান)

শিব। বীর নন্দিকেশর !—
ধর হস্তে ত্রিশূল আমার,
ভৈরবী মায়াবলে সৃজি কুজ্ঝটিকা
যমুনাসঙ্গম স্থলে
করগিয়া অবরোধ গরুড়ের শূন্যপথ ;
আন কাড়ি মুখ হতে তার
সুধন্বার ছিন্নশির,
যেন না পারে ফেলিতে গঙ্গাজলে।

না ডরিও গরুড়ে, বিষ্ণু অনুচরবলি,
শিব শক্তি নহে উন
বিষ্ণুতেজ হ'তে।

নন্দী। না ডরি নারায়ণে
ও পদ প্রসাদে।

(নন্দীর গীত)

লীলাময়! লীলাতব বুঝাভার
বিরিঞ্চি, নারায়ণ, শঙ্কর নাম তোমার।
আদিনামে কর সৃষ্টি, মধ্যনামে জীব পুষ্টি,
অন্তনামে কর অন্ত জীবন সবার॥
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তুমি, নানামতে নানামুনি
গাহিছে তোমার মহিমা অপার।
বেদে নারে দিতে অন্ত, বলে তুমি যে অনন্ত
সর্ব্বজীবে আছ প্রভু, জানি এই সার॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যানগরী।

ধনপতি সদাগরের বাটীর অন্দরমহল।

(ধনপতি ও সুমতি)

ধনপতি। (স্বগতঃ)
ভাবি মনে—
অর্থই সংসারে মানবের সুখের কারণ,

অগণন ধনরাশি করিনু অর্জ্জন
হলোনাতো তাতে তৃপ্তি সাধন।
ভাবিনু আরবার—
দারাসুত মিলিত গার্হস্থ্য জীবন
দানিবে বুঝি সুখ নিরুপম,
তাই সৌধাদি করায়ে নির্ম্মাণ
রূপবতী গুণবতী সুমতিরে
ভার্য্যারূপে করিনু গ্রহণ।
গেল কেটে আমোদে প্রমোদে
যৌবনকাল,
প্রৌঢ়কাল উপনীত এবে ;
কই-গৃহীর যে সুখ
পরিণয়ের কৌতুক
ঐশ্বরিক যৌতুক তো
মিলিল না কপালে।
নিশ্চয় বিধাতা বাম—
অপত্যমুখ দরশন আশে
করিনু কত যাগ যজ্ঞ দান
আরও কত ব্রতানুষ্ঠান
ফলিল না কোন ফল
শ্রম মাত্র হলো।
লোকমুখে শুনি—
জগজন বিমোহিত যার রূপের ছটায়

সেই বাল কৃষ্ণরূপী ভগবান
আজিও যমুনাতটে ঘুরিয়া বেড়ায়,
কভু নিজ মনে নাচে গায়,
কভু বা বাঁশরী বাজায়
দাঁড়ায়ে কদম্ব মূলে।
কি জানি কেন প্রাণ মোর
চাহে তারে
লভিতে পুত্ররূপে।
যাব অন্বেষণে তার—
কিন্তু, কে লবে সুমতির ভার ?
বুঝিতে নারি কি মায়া ডোরে
বাঁধিয়াছে সে আমারে।
মনের আবেগে, কভু যদি বলি
যাবচলি কোন দূরস্থানে,
অমনি ছল ছল আঁখি তার
বাঁধে মোরে গাঢ়তর সংসার বন্ধনে,
লতিকা কোমল যথা, বায়ুভরে হয়ে আন্দোলিতা
দৃঢ়তর রূপে বেড়ে আশ্রিত তরুবরে।
কিন্তু সুমতির চিন্তায় মগ্ন থাকিলে অনুক্ষণ,
সংসারের সারবস্তু হবেনা করা অন্বেষণ ;
যাব চলি ছেড়ে তারে যে কোন প্রকারে,
মুখ পানে তার আর চা'ব নাকো ফিরে।

সুমতি। হ্যাঁগা! তোমার কি হয়েচে ? আজ ক' দিন

তোমাকে কেমন উন্মনা দেখ্‌চি। যেন কি একটা বিষয় নিয়ে দিন রাত্রি ভাবচো। কাল সারা রাতের মধ্যে একবারতো চ'কে পাতায় কর্‌লে না। আজ আবার ভোর না হতে হতেই দেখ্‌চি যেন কোন একটা গুরুতর কাজ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েচো। তোমার মনের ভেতর কি হচ্চে খুলেই বল না কেন? তোমার এত ভাবনা চিন্তার কারণ তো কিছুই দেখি না। ভগবান তো তোমার কোন অভাবই রাখেননি—ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট দিয়েচেন—দাস দাসী, কোন কিছুরই অভাব নেই; তবে কিসের জন্যে তোমার প্রাণে এত অশান্তি এলো?

ধনপতি। হায়! সুমতি তুমি নারী, কি করে বুঝ্‌বে তুমি, আমার হৃদয়ে কিসের এত অশান্তি। ধন, ঐশ্বর্য্য, অট্টালিকা, দাস দাসী, আমার এসব্‌ কোন কিছুরই অভাব নেই বটে। কিন্তু প্রাণের ভিতর একটা বিশেষ অভাব এসে আমাকে বড়ই চিন্তিত করে তুলেচে। বহুকষ্টে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত এই ধনরাশি যার হাতে দিয়ে শান্তিসুখে চিরনিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন কর্‌রতে পার্‌বো, ভগবান আমাকে সেই অপত্য রত্ন হতে বঞ্চিত করেছেন। জানিনা, কোন মহাপাপে তিনি আমাদের অপত্য রত্ন হতে চির

বঞ্চিত করলেন। দেখ্‌লেতো, কত যাগ যজ্ঞ করলুম, সবই নিষ্ফল হলো।

সুমতি। এই ভাবনা? এই তুচ্ছ চিন্তায় মন খারাপ করে দেহটাকে পাত করতে বসেচো? তুমি জ্ঞানী তোমাকে আমি ও বিষয়ে কি আর বোঝাবো বলো? তুমি যে বিষয়টা নিয়ে এত ভাব্‌চো ওটা তো স্ত্রীলোকের ভাবনার বিষয়। ছেলে পিলে না হলে, মেয়ে মানুষেরাই মনের কষ্টে থাকে তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার, ঐ তুচ্ছ চিন্তার একটা ধুয়ো ধ'রে মাথা খারাপ করবার, দেহ পাত করবার কোন কারণই দেখি না। একটু স্থির হয়ে মনে বুঝে দেখনা কেন, ছেলে কি মেয়ের হাতে পড়লেই যে ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার হবে তার কিছুই ঠিক নেই। কত বড় লোক না খেয়ে দেয়ে, না পরে না মেখে, রাশি রাশি অর্থ রেখে যায়, আর সেই সব ছেলে মেয়েরা অপাত্রে, কত অকাজে, সে সব নষ্ট করে। যখন ভোগ করবার লোক ভগবান দিলেনই না, তখন নিজের জীবদ্দশায়, নিজের হাতে সৎকাজে খরচ করে মনের শান্তি কিনে ফেল না কেন? সেই ভাল নয় কি? দেখ, আর একটা কথা বল্‌ছিনু—তোমায় আগে আর বলেছিনু কিনা মনে পড়ে না—একদিন মাকে সঙ্গে ক'রে আমার বাপের বাড়ী থেকে ক'জন মেয়েছেলে এসেছিল;

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

শিব	... ...	...
কৃষ্ণ	... ...	...
গরুড়	... ...	বিষ্ণুর অনুচর।
অর্জ্জুন	... ...	তৃতীয় পাণ্ডব।
বৃষকেতু, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, যুবনাশ্ব, সুবেগ, অনুশাল্ব।		অর্জ্জুনের অধীনস্থ সেনাপতিগণ।
হংসধ্বজ	... ...	ভদ্রাবতীপুরের রাজা।
শঙ্খ	... ...	ঐ রাজপুরোহিত।
সুধন্বা ও সুরথ	... ...	ঐ রাজকুমারদ্বয়।
কোটাল	... ...	জনৈক নগররক্ষী।
ধনপতি	...	অযোধ্যানগরীর জনৈক বণিক।
লুব্ধক	... ...	জনৈক ব্যাধ।

মন্ত্রী, সভাসদগণ, মদগাল্য ঋষি, ভিক্ষুক বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ, সৈন্যগণ, তাপস বালকগণ ও নাগরিকগণ।

স্ত্রী।

দুর্গা	... ...	...
গঙ্গা	... ...	...
রুক্মিনী	... ...	...
ভদ্রাবতীপুরের রাজমহিষী	...	...
কুবলয়া	... ...	ভদ্রাবতীপুরের রাজকুমারী।
প্রভাবতী	... ...	সুধন্বার স্ত্রী।
ব্রাহ্মণী	... ...	শঙ্খ পুরোহিতের পত্নী।
সুমতি	... ...	বণিক ধনপতির স্ত্রী।
মালিনী	... ...	সুমতির পরিচারিকা।
কোটালিনী	...	ভদ্রাবতীপুরের নগর রক্ষীর স্ত্রী।

গন্ধর্ব্ববালাগণ।

প্রয়াগ-তীর্থ।



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শিব, দুর্গা আসীন, শিবের পশ্চাতে গঙ্গা দণ্ডায়মানা, দ্বারদেশে নন্দী দণ্ডায়মান)।

বন্দনা গীত।

পূত গঙ্গাবারি, বহে শিরোপরি, জটা'পরি ফনী গরজে।
চন্দ্রমার ভাতি, কপালের জ্যোতিঃ, হৈমবতী বামে বিরাজে

ভূতগণ সঙ্গে, হাসে মৃদুরঙ্গে,
ছাইমেখে অঙ্গে, মনোহর সাজে।
গলে হাড়মালা, পরা বাঘছালা,
জপে অক্ষমালা, চড়ি বৃষরাজে॥
যোগেতে আসীন, মুদি দুনয়ন,
ললাট লোচন, দহে মনসিজে ;
করেতে ত্রিশূল, করিতে নির্ম্মূল,
দানবেরকুল, ডমরু ঐ রাজে।
হে ভূতভাবন, করুণানিদান
যেন রহে মন, চরণ সরোজে॥

শিব। গিরিরাজ সুতে !
করু পূজার আয়োজন,
মহেশ পূজিবে আজি
ব্রহ্মসনাতনে।

(দুর্গার প্রস্থান)

(স্বগতঃ)

হরিবোল, হরিবোল।
দ্বাপর যুগ অবসান প্রায়,
গোলক বিহারী হরি
এবে ভূলোক নিবাসী
কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ
হরিতে ক্ষত্রতেজ
ধরা'পর হ'তে।
হরি অবনীরভার
অচিরে যাবেন ফিরি
স্বধামে শ্রীহরি।
ত্রৈলক্যতারিণী গঙ্গা
অবস্থিতা মর্ত্তধামে
নদীরূপে ভারতে
বহুদিন ধরি ;
ভারতের কাহিনী কিছু
কিবা মনোভাব তার
শুনি তার মুখে।

(প্রকাশ্যে)

সুরধনি ! কহশুনি
কি ভাবে যাপিছকাল
ভারত মাঝে, এ দ্বাপর যুগে

গঙ্গা। পশুপতি ! জান'ত সকলি
বড় বিষাদিনী আমি
মর্ত্তধামে, এ যুগে।
শুন তবে বলি—
বশিষ্ঠের শাপ হ'তে
দিতে ত্রাণ বসুগণে
ধরিলাম উদরে তাদের
মানবীরূপে, হয়ে মহিষী
নরোত্তম শান্তনুরাজার।
জাতমাত্র সাতটী শিশুরে
ডুবালাম সলিলে আমার,
গেল চলি স্বধামে তারা
শাপ মুক্ত হয়ে।
নৃপ সনে ছিল পণ,
যেদিন কার্য্যে মোর
দিবে বাধা নৃমণি,
ত্যজিব তাহারে।
অষ্টম শিশুরে রাজা
বারিল বধিতে ;

শিশু লয়ে হ'লাম অন্তর্হিত
ফেলিয়া রাজারে
পূর্ব্বপণ মতে।
অষ্টাদশ বর্ষ ধরি
পালিনু শিশুরে যতনে,
ধনুর্বিবদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা নানা
শিখালাম তারে
পরশুরাম কাছে,
শেষ করিনু অর্পণ
পিতৃকরে তার।
ছিল তার দেবব্রত নাম
কালে হ'লো ভীষ্ম মহারথী।
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে, কুরুক্ষেত্র রণে
পাড়িল তারে অর্জ্জুন তৃতীয় পাণ্ডব
কপট সংগ্রামে, শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে।
মানবীভাব মোর
এখনো জাগিছে হৃদে,
পুত্র শোকে দহিছে হৃদয় ;
করিল শোকভার দ্বিগুণ
নীলধ্বজ রাজ মহিষী, জনা
ত্যজি প্রাণ সলিলে আমার
পুত্র প্রবীরের শোক জ্বালা
জুড়াবার তরে।

বধি বহু আত্মীয় স্বজনে
পাণ্ডবগণ লভিয়াছে
হস্তিনার রাজসিংহাসন।
জ্ঞাতি বধ হ'তে মুক্তির আশায়
যুধিষ্ঠির হইয়াছে ব্রতী
অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে,
মহামুনি ব্যাসের বচনে।
ফিরিতেছে নানা দেশে
যজ্ঞের তুরঙ্গম,
অর্জ্জুন রক্ষক তার ;
বাধিল যুদ্ধ, অশ্বহেতু,
প্রবীরের সনে,
বধিল অর্জ্জুন তারে
তীক্ষ্ণ শরাঘাতে।
নাহি কি রথীন্দ্র কেহ
ভারত ভিতরে
চূর্ণিবারে পাণ্ডব গর্ব্ব
সংহারি অর্জ্জুনে ?
তুষিয়া তোমারে লভিয়াছে সে
অস্ত্র পাশুপত—
তাই বুঝি তার, এত অহঙ্কার ?

শিব। পাণ্ডব অজেয় জগতে
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে ;

কিন্তু হবে পরাভব স্থানে স্থানে,
যবে কৃষ্ণ না র'বেন সাথে।
শুনিয়াছি নন্দীমুখে,
ভীষ্ম বধ অপরাধ হেতু
বসুগণ দিয়াছে অভিশাপ—
"অর্জ্জুন হারাবে প্রাণ
নিজ পুত্রকরে"।
অভিমত দিয়াছ তুমি তাতে।
পুনঃ চাহ অর্জ্জুনে প্রতিবিধিৎসিতে ?
একপাপে দুই দণ্ড
না হয় বিধান;

গঙ্গা। বিষাদের হেতু আছে
আরও আমার।
পূর্ব্বকল্পে ভারতে
সৃজেছিলে পুরী এক
কাশী নাম যার,
সতিনীরে অধিশ্বরী
করেছিলে তার।
স্বেচ্ছায় সাজিয়া ভিখারী
মেগেছিলে অন্ন তাহার নিকটে।
বিতরি অন্ন তোমা
লভেছে সে নাম
অন্নপূর্ণা।

শুনেছি মুনিগণ মুখে,
দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারী
এলে কাশীধামে,
পাবে অন্ন বরেতে তোমার ;
গরিমা সেই হেতু সতিনীর
বাড়িবে কলি যুগে।
র'বে কি গঙ্গা ধরা'পরে
শুধু কলির কলুষরাশি
বহিবার তরে ?
ধূর্জ্জটি !
করমুক্ত মোরে জটাপাশ হ'তে
যাব চলি শূন্য পথে
পিতৃসন্নিধানে,
আর না রব মর্ত্তধামে।
পুরীষ, গলিত শব
বক্ষে ভেসে যাবে,
সতিনী রবে গরবিনী
হৃদে নাহি স'বে।
শিব। বাড়াতে মাহাত্ম্য তোমার
কলিযুগে,
স্বয়ং শ্রীহরি
ফেলা'বেন তাঁর ভক্তের শিরোদেশ
তব নীরে,

যথায় মিলিত তুমি যমুনার সাথে।
যজ্ঞাশ্বহেতু হবে যুদ্ধ
ভদ্রাবতীপুরে,
অর্জ্জুনের হবে পরাভব
বিষ্ণুভক্ত বীর সুধন্বার হাতে ;
শেষ, বিষ্ণু মায়াবলে
হবে ছিন্ন মস্তক তার
অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত ভূপাতিত শরে।
শ্রীকৃষ্ণের আদেশে রণভূমি হ'তে
গরুড় আনি ছিন্নমুণ্ড তা'র
ফেলিবে তব সলিলে।
প্রয়াগ হবে মহা তীর্থ
সুধন্বার অঙ্গ পরশে,
কাশীর গরিমা হবে মলিন
প্রয়াগের কাছে।

(দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা। শুনিলাম সব কথা
শঙ্কর,
থাকি অন্তরালে।
আমা হতে প্রিয়তরা
সলিলময়ী গঙ্গা তব কাছে ?

কোথাছিল গঙ্গা তব
যেদিন হারালে প্রাণ
তীব্র বিষপাণ করি ?
তেজোহীন করি বিষে
স্থাপিলাম উদর হতে
কণ্ঠদেশে তব ;
পেলে প্রাণ, হল'নাম
নীলকণ্ঠ সেই হতে।
শুন গঙ্গা, বলি তোমায়—
স্বামীশিরে করিছ বিহার,
পার না ছাড়িতে তবু
হিংসার ভার ?
আসমুদ্র হিমাচল
গতি আছে তোমার,
মমপুরী কাশীর বাহিরে
কীর্ত্তিতব হবে লোপ
অর্দ্ধপথে ;
দুকুল ভাঙ্গিয়া থাকিবে বহিতে,
ঘটাবে অকাল মৃত্যু
তীরবাসী জীবে ;
মহিমা তোমার রবে
মাত্র সাগর সঙ্গমে।
দুর্গানামে তরে যাবে নর ;

অতঃপর—
হবেনা প্রয়োজন গঙ্গার নীর।

(গঙ্গার প্রস্থান)

শিব। দিগম্বরি!
যা বলিলে শুনিনু সকল,
রসাতলে যাইত পৃথিবী
যদি না ধরিতাম শিরে
গঙ্গার পতন ভার।
ভুলেছ কি—
তাণ্ডব নৃত্যের কথা তোমার
অসুর নিধন কালে ?
সহিতে চরণ ভর
রক্ষিতে মেদিনী
দিই নাই কি পাতি
এই বিশাল বক্ষঃ মম ?
পূর্ব্ব কথায় বাড়িবে কোন্দল
দিগ্বসনা হবে বিবসনা
উপজিলে ক্রোধ।
স্বামীবাক্য ধর
রাখ, সতি, শিবমান ;
বাক্য তব কর প্রতিহার,—
গঙ্গার মাহাত্ম্য হবে না লোপ
যাবৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রবে ভারতে।

জানে পাগল ত্রিশূলী
পুরুষ প্রকৃতি ভেদে,
তুমি কভু কৃষ্ণ—কভু কালী,
তাই, সতত প্রয়াসী শিব
তুষিতে তোমারে।
কাশীর গৌরব, রক্ষিতে ভারতে
বিচিত্র লীলা এক করিব প্রকাশ
সুধন্বার মুণ্ড আনি
দিবতব করে।

দুর্গা। বিহিত পূজা হবে না আমার
বিনা গঙ্গাজলে,
গঙ্গার মাহাত্ম্য রবে অক্ষুণ্ণ,
শিববাক্য না হবে অন্যথা।

(দুর্গার প্রস্থান)

শিব। বীর নন্দিকেশর!—
ধর হস্তে ত্রিশূল আমার,
ভৈরবী মায়াবলে সৃজি কুজ্মটিকা
যমুনাসঙ্গম স্থলে
করগিয়া অবরোধ গরুড়ের শূন্যপথ;
আন কাড়ি মুখ হতে তার
সুধন্বার ছিন্নশির,
যেন না পারে ফেলিতে গঙ্গাজলে।

না ডরিও গরুড়ে, বিষ্ণু অনুচরবলি,
শিব শক্তি নহে উন
বিষ্ণুতেজ হ'তে।

নন্দী। না ডরি নারায়ণে
ও পদ প্রসাদে।

(নন্দীর গীত)

লীলাময়! লীলাতব বুঝাভার
বিরিঞ্চি, নারায়ণ, শঙ্কর নাম তোমার।
আদিনামে কর সৃষ্টি, মধ্যনামে জীব পুষ্টি,
অন্তনামে কর অন্ত জীবন সবার॥
সত্ব, রজঃ, তমঃ, তুমি, নানামতে নানামুনি
গাহিছে তোমার মহিমা অপার।
বেদে নারে দিতে অন্ত, বলে তুমি যে অনন্ত
সর্ব্বজীবে আছ প্রভু, জানি এই সার॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যানগরী।

ধনপতি সদাগরের বাটীর অন্দরমহল।

(ধনপতি ও সুমতি)

ধনপতি। (স্বগতঃ)
ভাবি মনে—
অর্থই সংসারে মানবের সুখের কারণ,

অগণন ধনরাশি করিনু অর্জ্জন
হলোনাতো তাতে তৃপ্তি সাধন।
ভাবিনু আরবার—
দারাসুত মিলিত গার্হস্থ্য জীবন
দানিবে বুঝি সুখ নিরুপম,
তাই সৌধাদি করায়ে নির্ম্মাণ
রূপবতী গুণবতী সুমতিরে
ভার্য্যারূপে করিনু গ্রহণ।
গেল কেটে আমোদে প্রমোদে
যৌবনকাল,
প্রৌঢ়কাল উপনীত এবে ;
কই-গৃহীর যে সুখ
পরিণয়ের কৌতুক
ঐশ্বরিক যৌতুক তো
মিলিল না কপালে।
নিশ্চয় বিধাতা বাম—
অপত্যমুখ দরশন আশে
করিনু কত যাগ যজ্ঞ দান
আরও কত ব্রতানুষ্ঠান
ফলিল না কোন ফল
শ্রম মাত্র হলো।
লোকমুখে শুনি—
জগজন বিমোহিত যার রূপের ছটায়

সেই বাল কৃষ্ণরূপী ভগবান
আজিও যমুনাতটে ঘুরিয়া বেড়ায়,
কভু নিজ মনে নাচে গায়,
কভু বা বাঁশরী বাজায়
দাঁড়ায়ে কদম্ব মূলে।
কি জানি কেন প্রাণ মোর
চাহে তারে
লভিতে পুত্ররূপে।
যাব অন্বেষণে তার—
কিন্তু, কে লবে সুমতির ভার ?
বুঝিতে নারি কি মায়া ডোরে
বাঁধিয়াছে সে আমারে।
মনের আবেগে, কভু যদি বলি
যাবচলি কোন দূরস্থানে,
অমনি ছল ছল আঁখি তার
বাঁধে মোরে গাঢ়তর সংসার বন্ধনে,
লতিকা কোমল যথা, বায়ুভরে হয়ে আন্দোলিতা
দৃঢ়তর রূপে বেড়ে আশ্রিত তরুবরে।
কিন্তু সুমতির চিন্তায় মগ্ন থাকিলে অনুক্ষণ,
সংসারের সারবস্তু হবেনা করা অন্বেষণ;
যাব চলি ছেড়ে তারে যে কোন প্রকারে,
মুখ পানে তার আর চা'ব নাকো ফিরে।

সুমতি। হ্যাঁগা! তোমার কি হয়েছে? আজ ক' দিন

তোমাকে কেমন উন্মনা দেখ্‌চি। যেন কি একটা বিষয় নিয়ে দিন রাত্রি ভাবচো। কাল সারা রাতের মধ্যে একবারতো চ'কে পাতায় কর্‌লে না। আজ আবার ভোর না হতে হতেই দেখ্‌চি যেন কোন একটা গুরুতর কাজ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েচো। তোমার মনের ভেতর কি হচ্চে খুলেই বল না কেন ? তোমার এত ভাবনা চিন্তার কারণ তো কিছুই দেখি না। ভগবান তো তোমার কোন অভাবই রাখেননি—ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট দিয়েচেন—দাস দাসী, কোন কিছুরই অভাব নেই ; তবে কিসের জন্যে তোমার প্রাণে এত অশান্তি এলো ?

ধনপতি। হায়! সুমতি তুমি নারী, কি করে বুঝ্‌বে তুমি, আমার হৃদয়ে কিসের এত অশান্তি। ধন, ঐশ্বর্য্য, অট্টালিকা, দাস দাসী, আমার এসব কোন কিছুরই অভাব নেই বটে। কিন্তু প্রাণের ভিতর একটা বিশেষ অভাব এসে আমাকে বড়ই চিন্তিত করে তুলেচে। বহুকষ্টে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত এই ধনরাশি যার হাতে দিয়ে শান্তিসুখে চিরনিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন কর্‌তে পার্‌বো, ভগবান আমাকে সেই অপত্য রত্ন হতে বঞ্চিত করেছেন। জানিনা, কোন মহাপাপে তিনি আমাদের অপত্য রত্ন হ'তে চির

বঞ্চিত করলেন। দেখ্লেতো, কত যাগ যজ্ঞ করলুম, সবই নিষ্ফল হলো।

স্থমতি। এই ভাবনা? এই তুচ্ছ চিন্তায় মন খারাপ করে দেহটাকে পাত করতে বসেচো? তুমি জ্ঞানী, তোমাকে আমি ও বিষয়ে কি আর বোঝাবো বলো? তুমি যে বিয়ষটা নিয়ে এত ভাব্চো ওটা তো স্ত্রীলোকের ভাবনার বিষয়। ছেলে পিলে না হলে, মেয়ে মানুষেরাই মনের কষ্টে থাকে। তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার, ঐ তুচ্ছ চিন্তার একটা ধুয়ো ধ'রে মাথা খারাপ করবার, দেহ পাত করবার কোন কারণই দেখি না। একটু স্থির হয়ে মনে বুঝে দেখনা কেন, ছেলে কি মেয়ের হাতে পড়লেই যে ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার হবে তার কিছুই ঠিক নেই। কত বড় লোক না খেয়ে দেয়ে, না পরে না মেখে, রাশি রাশি অর্থ রেখে যায়, আর সেই সব ছেলে মেয়েরা অপাত্রে, কত অকাজে, সে সব নষ্ট করে। যখন ভোগ করবার লোক ভগবান দিলেনই না, তখন নিজের জীবদ্দশায়, নিজের হাতে সৎকাজে খরচ করে মনের শান্তি কিনে ফেল না কেন? সেই ভাল নয় কি? দেখ, আর একটা কথা বল্ছিনু—তোমায় আগে আর বলেছিনু কিনা মনে পড়ে না—একদিন মাকে সঙ্গে ক'রে আমার বাপের বাড়ী থেকে ক'জন মেয়েছেলে এসেছিল;

তারা সব কাশী গয়া তীর্থি করতে গেল। মা আমাকে যাবার জন্যে অনেক জেদাজিদি কর্‌লেন। তা, তোমার সঙ্গে না গেলে মনটায় তৃপ্তি হবে না ব'লে যাবার মন কর্‌লুম না। তারা একটু চটে গেল; মা বল্লেন "সুমীর ওসব ভাল লাগ্‌বে না, আমাদের আসা ভুল হয়েছে।" তা, যখন তোমার মনটা এত খারাপ দেখ্‌চি, তখন চল্ল না কেন একবার দুজনে তীর্থি টির্থি ক'রে আসি। তাতে যদি তোমার মনটা সুস্থ বোধ কর, বাড়ী ফিরে এসে যদি ইচ্ছে কর দেবালয় স্থাপন ক'রো, না হয় দান ছত্তর, অন্নছত্তর খুলে দিও, যাতে গরীব দুঃখী অনাথারা, কানা খোঁড়ারা ক্ষিদেয় অন্ন খেতে পায়, তার বন্দোবস্ত ক'রো। এই রকম কোন কিছু ভাল কাজ কর্‌লে অর্থের সদ্ব্যয় হবে আর তোমার মনের অশান্তির কোন কারণ থাক্‌বে না; কেমন সেই ভাল হবে না কি? আর তা যদি না মন কর তাহ'লে পুষ্যিপুত্তুর নেয়া যাবে,—কেমন ?

ধনপতি। তা যা হয় একটা কিছু করা যাবে। আগে দিন-কতকের জন্যে একবার দেশ ভ্রমণ করে আসা যাক্‌।

সুমতি। দেশ ভ্রমণ মানে কি? যদি বাণিজ্যি করতে যাও, সে আলাদা কথা। আর যদি তীর্থি করতে যাও,

আমাকে সঙ্গে নিতে হবে; আমি কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

(মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। ওগো বৌদিদি ঠাক্‌রুণ! কেমন একটী ছোট টুক্‌টুকে ছেলে ভিক্ষে করতে এসেচে দেখ্‌বে এস।

সুমতি। যদি তীথি কর্‌তে যাও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। আমি এখুনি ভিক্ষে দিয়ে এসে তোমার স্নান আহ্নিকের যোগাড় করে দিচ্চি।

ধনপতি। (স্বগতঃ)

শাস্ত্র করে বারণ
নারী সহ পথে করিতে ভ্রমণ।

(প্রকাশ্যে) তা বেশ।

মালিনী। ও বৌদিদি, একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির এস না। দেরি কর্‌লে ছেলেটি হয়তো চলে যাবে। যা কিছু ভিক্ষে দেবে, সঙ্গে নিয়ে এস। আমি চল্লুম।

(মালিনীর প্রস্থান)

সুমতি। ওগো, তোমাকে বড্ড যেন বেভাব দেখ্‌চি। যেন এখুনি কোথাও সরে যেও না। আমি এখুনি আস্‌চি। (স্বগতঃ) ছোট ছেলে ভিক্ষে করে বেড়াচ্চে বোধহয় তার মা বাপ কেউ নেই। ছেলেটী যদি মনের মত হয় আর যদি তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ীতে রেখে দিতে পারি, তা হলে ছেলের মত থাক্‌বে; আর ছেলে ছেলে ক'রে মনটা একেবারে

উতলা করে ফেলেচে, হয়তো ছেলেটীকে পেলে মনটা অনেকটা শান্ত হবে, আমারও প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে, দেখি ভগবান কি করেন। (প্রকাশ্যে) ওগো আমি এখুনি আস্‌চি। যুক্তি করে একটা কিছু করা যাবে। (প্রস্থান)

ধনপতি। (স্বগতঃ)
ভিক্ষুক বালকের নামে যেন প্রাণে একটা কেমন ভাব আস্‌চে, বুঝে উঠ্‌তে পার্‌চি না। যা হ'ক, এই উত্তম সুযোগ, এই সময় সরে পড়ি। ফিরে এলে ছাড়ান্ পাওয়া ভার হবে। যদি সম্ভব হয়, ছেলেটীকে একবার আড়াল থেকে দেখে যাব।
(প্রস্থান)

(বহির্বাটী)

মালিনী, বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ।

(সুমতির প্রবেশ)

বালক। ভবতি! ভিক্ষাং দেহি।

সুমতি। তাই তো রে মালিনী! সত্যিইতো চাঁদের মত ছেলে। (বালকের প্রতি) বাবা তুমি কাদের ছেলে? তোমার কি মা বাপ কেউ নেই, তাই এত কচি বয়সে ভিক্ষে কর্‌তে বেরিয়েচো। তা যদি হয়, বাবা, আমার একটি কথা রাখ্‌বে কি? বাবা, আমরা নিঃসন্তান; বিষয় আশয়ও যথেষ্ট আছে।

বাবা, যদি দয়া করে আমাদের বাড়ীতে ছেলের মত থাক, তাহলে আমরা কৃতার্থ হই। খুব আদর যত্নে রেখে দেবো আর আমরা মরে গেলে এসব বিষয় আশয় তোমারই হবে। দেখ্‌চি তুমি তো দুখের ছেলে, তোমাকেও আর কষ্ট করে মুষ্টি ভিক্ষের জন্যে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হবে না। তোমার বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে আস্‌বো। বাবা, আমার কথাটা রাখ্‌বে কি? কই বাবা, কোন উত্তর দিচ্চনা কেন?

(বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের গীত)

মায়ার বন্ধন, করিয়ে ছেদন, এসেছি জনক জননী ফেলি।
পাইতে শান্তি, ঘুচাতে ভ্রান্তি, যেতেছি বৈরাগ্য পথেতে চলি॥
যে পথ হতে এসেছি ভবে, সে পথ খুঁজে নিতে যে হবে,
যাপিতেছি দিন সেই ভাবে, সুখ-আশায় দিয়ে জলাঞ্জলি।
মায়ার বন্ধন নিয়ে গলে, ডাকিব পুনঃ জননী বলে,
জায়া আনি দিবে কুতূহলে, মায়াময়ি, যাও সে আশাভুলি॥
নিত্যনিরঞ্জন জাগে হৃদে, আঁধারে আলোকে কি বিষাদে,
বিভু-প্রেমালোক-আহ্লাদে, গেছে খসে মোর নয়ন ঠুলি।
ঘুরি পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, একমুষ্টি চাল ভিক্ষা তরে,
শ্রীগুরুর আশীষের জোরে, ভারনা গণি এই ভিক্ষাঝুলি॥

মালিনী। বৌদিদি যেমন ক্ষেপা, পরের ছেলে—বিশেষ রাস্তার ছেলে, কখন কি পোষ মানে? যদি পুষ্যিপুত্তুর

নিতে চাও, আমি একটি বামুনের ছেলে এনে দেবো এখন।

সুমতি। বামুনের ছেলে পুষ্যিপুত্তুর হবে কেন?

মালিনী। না, না, ভিক্ষেপুত্তুর বল্‌তে গিয়ে পুষ্যিপুত্তুর বলে ফেলেচি গো। তা আমি সে সব ঠিক ক'রে দেবো এখন। ছেলেটি ঝুলি পেতে দাঁড়িয়ে রয়েচে, ওকে যা দেবার হয়, দাও।

(সুমতির বালককে ভিক্ষা দান ও বালকের প্রস্থান)

(কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে)

সুমতি। হা, আমার পোড়া কপাল! যা মনে করা যায়, তাও কি হয়! আহা, কি সুন্দর ছেলে! ওকে যে দেখ্‌বে তারই মনে হবে কোলে তুলে ঘরে নিয়ে যাই। মুখখানিতে যেন পূর্ণিমার চাঁদ ফুটে পড়্‌চে। আহা, তুমি যদি একবার বেরিয়ে দেখ্‌তে গো! যেন ঋষিকুমার গো ঋষিকুমার! আর নয়ই বা কিসে? তা না হলে কি এত অল্প বয়সে সব ছেড়ে ছুড়ে বাইরে আস্‌তে পারে? একবার দেখ্‌লে তুমি হয়তো তার পেছু পেছু ছুটতে। (শূন্য ঘর দেখিয়া) ওমা, কাকে কি বলচি—মানুষ কোথা? হ্যাঁগা, কোথা গেলে গো? ও মালিনী! তোর দাদাবাবু কোথা গেল, একবার দেখ্‌তো।

(মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। সে আবার কি কথা? এই তো তোমরা দুজনে

কথাবার্ত্তা কইছিলে, এরই মধ্যে দাদাবাবু আবার কোথা যাবে? একবার সদরে গেচো, একটু দাঁড়িয়ে গান শুনেচো, আর ছেলেটীকে ভিক্ষে দিয়ে ফিরেচো, কত আর দেরি হয়েচে?

সুমতি। ছেলে পিলে নেই বলে, ঘর দোর ভাল লাগ্চে না, এই কথাই বল্ছিলো। এমন সময় তুই ডাক্লি। সদরে গেলুম; ঘরে ফিরে এসে আর তাকে দেখ্তে পাচ্চিনি।

মালিনী। বোধহয় দাদাবাবু ছেলেটিকে দেখেছিল, আর তুমি তাকে ছেলে করে ঘরে রাখবার কথা বল্ছিলে তাও বোধ হয় শুনেছিল। আমার মনে হয় ছেলেটিকে খুঁজে ধ'রে নিয়ে আসবার জন্যে বাইরে গেচে, এখনই ফিরে আস্বে। এর জন্যে আর এত ভাবনা কি? এখনই আসবে।

সুমতি। কি হবে ভেবে ঠিক কর্তে পার্চি না। ছেলেটীকে পাব মনে করেছিলুম তা ভাগ্যে ঘটলো না, মনটা বড় খারাপ হয়ে উঠ্লো। চল্, সরযূতে চান ক'রে রামসীতার মূর্ত্তি একবার দেখে আসি।

মালিনী। তা যাবে বল্চো, চল। বেলাটা অতিরিক্ত হয়েচে, পথ ঘাট তত ভাল নয়। চাকর বাকর আর কেউ সঙ্গে যাবে না?

সুমতি। নে, মিছে বকাস্নে। চান্ করতে যাব, আবার চাকর বাকর কি? ঐ শুক পাখীটাকে সঙ্গে করে নিয়ে চ'

মালিনী। তুমি তবে সব গোচ্ গাচ্ করে নাও, আমি একবার মাকে বলে আস্‌চি, তোমার সঙ্গে নদীতে নাইতে যাচ্চি, ফির্‌তে দেরি হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরয়ু নদীর তীর।

(লুব্ধক ব্যাধ)

(লুব্ধকের নৃত্য ও গীত)

আরেতু চিড়িয়া, কাঁহারে ভায়ি।
বন্‌মে আনে যানা, হাম্ তুহারা বোহিনায়ী॥
দৌলতে তুনিয়া হ্যায়তো ভরা, কুচ্‌খানে নেহি মিলে হামারা,
বিকে মাস তুহারা, তব রোটি মিলায়ি।
আও তাগ্ লাগায়ি, বদন্‌সে লোহু ছোটায়ি,
মাটিমে লোটায়ি, থলি ভর্‌কে লে যায়ি।
বহুৎ হুঁসিয়ার রহি, মেরা কুচ্ কসুর নেহি,
দিনমে পাথ্ মারয়ি, আদ্‌মি ভি নেহি ছোড়য়ি,
রাত কাম্‌কা কুচ্ ঠিকানা নেহি।

লুব্ধক। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম্। একটা পাখীকেও আজ তীর্ বিঁধ্‌তে পারলুম্ না। কতগুনোকে তাগ্ করলুম। কোনটার গা ঘেঁসিয়ে গেল, কোনটার ডানায় লাগ্‌লো, কোনটার লাগ্‌লো পায়ে কিন্তু

কোনটাই মাটিতে পড়্লো না। আঃ, শালারা যখন তীর্ খেয়ে মাটিতে প'ড়ে ছট্ফট্ করে আর কুঁই কুঁই ক'রে ডাক্ ছাড়্তে থাকে, তখন কি মজাই হয়! এই পাখী মেরে মেরে বুকটা এমন বোলে গেচে, একলা দোক্লা পেলে মানুষটা জনটা মারতেও আর বড় একটা মায়া হয় না। আজ দেখ্চি দিনটা বের্থাই গেল। পাখীও পেলুম্ না আর কোন বেটা বেটিকেও এ পথে আস্তে দেখ্লুম না। গাঁজার পয়সাটা তো করে নোয়া চাই; আর রাতের জন্যে ভাটি-ওয়ালার পাওনাটারও যোগাড়টা রাখা চাই, নইলে তো প্রাণটা সুস্থির হবে না। বেলাটা হয়েচে, না হতে আছে, আর একটু ওৎ ক'রে থাকা যাক্। এই গাছটার আড়ালে বসে থাকা যাক্।

(সুমতি ও পক্ষী হস্তে মালিনীর প্রবেশ)

(শুক পক্ষীর রব "হরে কৃষ্ণ' হরে রাম" পড়বাবা আত্মারাম)

বাঃ, এই যে দুইই মিলে গেল দেখ্চি। ধৈর্য্যি না ধর্লে কোন কাজ কি সিদ্ধি হয়? আর একটু এগিয়ে আসুক, সামনে পড়ুক আরও একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকি। (সুমতিকে দেখিয়া) বাঃ রে বাঃ! এমন রূপতো কখনও চখে পড়েনি যেন স্বর্গের অপ্সরী, অনেক সুন্দরী দেখিচি কিন্তু এমন

নিটোল গড়নের সুন্দুরীতো কখনও দেখিনি। একে মারা হবে না, তবে ছাড়াও হবে না, যেমন ক'রে হ'ক একে বাগাতে হবে।

(সম্মুখে লম্ফ দিয়া)

কে যায়? তোরা কে? সঠিক বল্, নচেৎ আজ আর আমার হাত থেকে নিস্তার নেই। দাঁড়া তোরা, এখনই সবার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া কর্‌চি। কে তোরা, কোথায় এই দুপুর রোদে চুপি চুপি যাচ্চিস্। শীগ্‌গির ব'লে ফেল্।

মালিনী। যা ভয় করেছিনু তাই হলো। বাবা! তোমার দোঁহাই, আমাদিগে কিছু ব'লো না। তোমার কি চাই—গয়না টয়না চাই—তা আমরা খুলে দিচ্চি, তার জন্যে আর কি হয়েচে। আমাদিগে প্রাণে মেরো না, বাবা।

লুব্ধক। না গয়না টয়না আমার কিছুরই দরকার নেই। এই বনে আমার রাজ্যি, আমার মনঃতুষ্টি না ক'রে কারোই যাবার ক্ষেমতা নেই। তোমার প্রাণের ভয় নেই। আমি আর কিছু চাই না, কেবল তোমার সঙ্গের সুন্দরীটিকে চাই। এমন রূপ কখনও আমার নজরে আসেনি। যদি সহজে বশে আসে ভাল, নচেৎ জোরে বশে আন্‌বো। এখানে কে আছে আমার হাত থেকে তোমাদের রক্ষে কর্‌বে? আমি রূপে মোহিত হয়েচি। তোমার

সঙ্গিনী আমার কথায় রাজি কি না, জিজ্ঞাসা কর।

সুমতি। (স্বগতঃ) এখনও রূপ! রূপই অনেক সময় নারী-জাতির বিপদের হেতু হয়। দেখ্‌চি দস্যুর রূপের মোহ লেগেচে, প্রাণে মার্‌বার বোধ হয় চেষ্টা কর্‌বে না। পাপীর মন সদাই ভীত। দেখ্‌চি ছেলেটিকে না পাওয়াতে যেন ভাগ্যের একটা বিড়ম্বনা, ভগবানের পরীক্ষে চলেচে। এখন প্রাণের চেয়ে নিজের মান রক্ষা কর্‌তে হবে। ভগবান সহায় হও। (রাস্তা থেকে একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড তুলিয়া) (প্রকাশ্যে) কি, দুর্বৃত্ত পাষণ্ড? চণ্ডাল? তোর্ এতদূর স্পর্দ্ধা আমার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌বি। সম্মুখ হতে দূর্ হ, নইলে এখনই তোর মাথা চূর্ণ করে দেবো।

(লুব্ধকের কিয়দ্দূরে প্রস্থান)

নারায়ণ? মধুসূদন? রক্ষে কর। চল্ মালিনি, আমরা ঝট্‌ক'রে নদীর জলে নেবে পড়ি। যদি তেমন বেগতিক কিছু বুঝি, জলে ডুবে ম'রে নিজেদের মান রক্ষে কর্‌বো।

(জলে অবতরণ)

লুব্ধক। (তীর হইতে) সুন্দরি? এখনি ছাড়াতে পারি সব জারি জুরি। যদি প্রাণের আশা থাকে, আমার কথায় সম্মত হও। তোমার রূপ আমার মনকে

আকুল ক'রে তুলেচে, তাই এখনও প্রাণে বেঁচে আছ, নইলে এখনই এই তীরের জোরে মাটিতে লুটিয়ে ফেল্‌তুম। আমি তোমাকে চাই, নাম ধাম বলে ফেল, প্রাণে মারবোনা, অভয় দিনু।

মালিনী। আমার নাম "মালিনী" আর ওর নাম "সুমতি" অযুধ্যের ধনপতি সদা—

সুমতি। মালিনী থাম্। আমি জবাব দিচ্চি। "ওরে নীচ পাপাত্মা দস্যু" শোন্ তবে বলি "সতীনারী প্রাণের মমতা রাখে না, এই আমি মাথা পেতে দিলুম্ তুই স্বচ্ছন্দে তীর্ মার, স্বপ্নেও ভাবিস্ না, প্রাণের ভয়ে কাতর হয়ে তোর বশ্যতা স্বীকার করবো। সতী নারী জানে, কি ক'রে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে হয়। এখনি এই নদীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌তে পারি" ওরে চণ্ডাল! আরও বলি শোন "তোরে স্পর্শ কর্‌লে স্নান কর্‌তে হয়! ওরে ঘৃণীত কুক্কুর দেখ্‌চি তোর যজ্ঞের ঘৃতে আশ। বামন হ'য়ে চাঁদ ধর্‌বার সাধ! তোর যদি সুন্দরী নারীলাভের বাসনা এত প্রবল হ'য়ে থাকে, চান্দ্রায়ণ ব্রত কর, গঙ্গাতীরে বাস ক'রে দিবা রাত্রি ভগবানের নাম জপ কর, সঞ্চিত পাপরাশি দূর হ'ক। পরজন্মে উচ্চকুলে জন্মলাভ ক'রে আমার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রী লাভ কর্‌তে পার্‌বি, যা সম্মুখ হতে দূর হ। নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্ আমি এখনই তোর সম্মুখে

এই নদীর জলে দেহ বিসর্জ্জন করি। স্থির জানিস্ আমার দেহে প্রাণ থাক্‌তে তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে পার্‌বি না।”

লুব্ধক। সুন্দরি! তোমার চেয়ে বেশী সুন্দরী কেউ পৃথিবীতে জন্মেছে কি জন্মাতে পারে, আমি ধারণা কর্‌তে পারি না। আর যদি কেউ থাকে আমি তাকে চাই না। আমার প্রাণ তোমাকেই চায়। দেখ্‌চি, তোমার কণ্ঠস্বর তোমার রূপের চেয়ে আরও মনোহর। তোমার কথামত আজ হ'তে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বো। প্রাণত্যাগ ক'রো না, স্বচ্ছন্দে গৃহে চলে যাও। আমি প্রাণের সহিত এই অভয় দিলাম্। আজ হ'তে এই জঘন্য ব্যাধ বৃত্তি ত্যাগ কর্‌লাম। গঙ্গা যমুনা সঙ্গম স্থানে গিয়ে ব'সে ভগবানের নাম জপ করবো। নামের তেজে শক্তি সঞ্চয় করে, ইহজন্মেই তোমাকে লাভ কর্‌বো। জেনে রাখো এই আমার কামনা-সাধনা-আর অটল প্রতিজ্ঞা। ইহ জন্মেই আমি তোমাকে চাই—পরজন্মে আমার বিশ্বাস কম। স্বচ্ছন্দে গৃহে চ'লে যাও, এই আমি চল্লুম্। সাধনাই সিদ্ধি।

(বেগে প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মৌদ্গল্য ঋষির আশ্রম।

(মৌদ্গল্য ঋষি ও তৎপুত্র ও শিষ্যগণ)

মৌদ্গল্য। হে প্রিয়পুত্র ও শিষ্যগণ! বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর কৃপায় আমার সাধ্যমত তোমাদিগকে বেদের গূঢ়তত্ত্ব বুঝায়ে দিয়েছি। বেদের মূল মন্ত্র "ওঙ্কার" এই শব্দটী ব্রহ্মময়, তা তোমাদিকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছি। ঐ প্রণব শব্দটী ঋষিগণ নানা প্রকার ছন্দে বন্দে গান করেছেন। ব্রহ্মপদ লাভের "ওঙ্কার" প্রধান সহায়, এ কথা সকল ঋষি মুনি একবাক্যে স্বীকার করেন। ঐ ব্রহ্মময় প্রণবো-চ্চারণে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার, বর্ণেতরের নাই। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কৃপাপরতন্ত্র হ'য়ে সকল মানবের হিতকামনায় ঐ প্রণব শব্দের একটি গুহ্য তত্ত্ব তাঁহার প্রিয় শিষ্য সূতকে বলে দেছেন। কথা প্রসঙ্গে আমি সূতের নিকট হ'তে উহা শুনেছি। গীতাসূত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই উপদেশটী দিয়েছিলেন, তাও আমি সূতের নিকট শুনেছি। "শরণ" শব্দের তাৎপর্য্য সর্ব্বদা "কৃষ্ণের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন ও তাঁর রূপ নিদিধ্যাসন অর্থাৎ

মনে অঙ্কিত করে রাখা। ইহা অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে ওঙ্কারের স্বরূপ মূর্ত্তি আপনা হ'তে হৃদয়ে উদয় হয়, তখন সংসার বহ্নি-বিদগ্ধ মানব শীতলতা লাভ করে। মহর্ষি ব্যসের ইচ্ছা—প্রণব শব্দের সারতত্ত্ব, নাম গান মন্ত্ররূপে সকল নরনারীতে জাগরিত হ'ক। সেই জন্য আমি ইচ্ছা করি তোমরা, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকল বর্ণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ কর। তোমরা আমার এই প্রস্তাবে সম্মত আছ কি?

শিষ্যগণ। গুরুদেবের মনোভিলাষ মত কার্য্য কর্‌তে আমরা সকলে সকল সময়েই অকুণ্ঠিত।

মৌদ্গল্য। তোমাদের কথায় আমি পরিতুষ্ট হ'লাম। মনে কর্‌চি তোমাদের উপর একটি কার্য্যভার দিব। সম্পন্ন করতে পার্‌বে কি?

সকলে। আজ্ঞা করুন।

মৌদ্গল্য। আমি যোগবলে দেখ্‌লাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগামী কল্য বিষ্ণুভক্ত রাজা হংসধ্বজের রাজ্যে ভদ্রাবতী-পুরে আগমন করবেন। ভদ্রাবতীপুর এখান হ'তে বহুদূর। তোমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজাকে এই সংবাদটী দিয়ে আস্‌তে পার্‌বে কি?

সকলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভে আমরা সকলেই উৎসুক।

মৌদ্গল্য। খালি "উৎসুক" বল্‌লে চল্‌বে না। রাজাকে ছুটী

মন্ত্র দান ক'রে আস্‌তে হবে। শ্রুত মাত্র এই দীর্ঘ মন্ত্র যারা আয়ত্ত কর্‌তে পার্‌বে মনে কর, আমার কাছে এগিয়ে এস। (তিনটী শিষ্যের ও মৌদ্গল্য ঋষির পুত্রের অগ্রসর) বেশ, শিখে নাও।

"জয় গোবিন্দ" "জয় গোবিন্দ" কত আনন্দ নামে উথলয়।
বেদ বেদান্ত, তন্ত্র বা মন্ত্র "নাম-মাহাত্ম্য" সম কভু নয়॥
কেহ বলে নিরাকার, কেহ বলে নাম সাকার,
নিরাকারে প্রণব ঝঙ্কার, সাকারে 'নাম, প্রতিমাময়॥
না থাকিলে স্মৃতিবল, শ্রুতিফল চঞ্চল,
অচল "নামের" বল, দেয় বল, এলে অসময়॥
হারালে দেহের শক্তি, পালিবে কত কে শাস্ত্র যুক্তি,
'নামই' অশক্তের শক্তি, যুক্তি মত কর সাধন তায়॥
যৌবনের সুখ প্রীতি, যুবযুনীর রূপ জ্যোতিঃ
"নামই" পরমা প্রীতি, দিব্য জ্যোতিঃ, বিশ্বকরে সুখময়॥
গাও বীরগণ সবে, "কৃষ্ণ" নাম উচ্চরবে,
ডাক সাধনাহবে, বাঁধ তাঁকে, বশে আনি রিপুচয়॥
এইটী 'নাম' গান মন্ত্র, আবৃত্তি কর। (চারিটী বালকের তথা করণ)

মৌদ্গল্য। আমি সন্তুষ্ট হ'লাম। আর একটি শিখে নাও। এটী রূপধ্যান মন্ত্র।

"স্নিগ্ধ প্রাবৃড়্ ঘনশ্যামং সর্ব্বসৌন্দর্য্য সংগ্রহম্
চার্ব্বায়ত চতুর্ব্বাহু সুজাতরুচিরাননম্।

পদ্মকোশ পলাশাক্ষং সুন্দরভ্রু সুনাসিকম্
সুদ্বিজং সুকপোলাস্যং সমকর্ণ বিভূষণম্।
প্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গমলকৈরুপশোভিতম্
লসৎ পঙ্কজ কিঞ্জল্ক-দুকূল মৃষ্টকুণ্ডলম্
স্ফুরৎ কিরীট বলয় হারনূপূরমেখলম্
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম-মালামণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ।
সিংহস্কন্ধত্বিষো বিভ্রৎ-সৌভগ গ্রীবকৌস্তুভম্
শ্রিয়ানপায়িন্যাক্ষিপ্ত-নিকষাশ্মোরসোল্লসৎ।
পূররেচকসংবিগ্ন-বলিবল্গুদলোদরম্
প্রতিসংক্রাময়দ্বিশ্বং নাভ্যাবর্ত্তগভীরয়া।
শ্যাম শ্রোণ্যাধিরোচিষ্ণু-দুকুল স্বর্ণমেখলম্
সমচার্ব্বঙ্ঘ্রি জঙ্ঘোরু-নিম্নজানু সুদর্শনম্।
পদা শরৎপদ্ম পলাশরোচিষা
নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্ত সাধ্বসং
পদং গুরোমার্গ গুরুস্তমোজুষাম্।
গীতং ময়েদং, নরনাথ নরদেব,
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ রূপম্।
এতদ্রূপমনুধ্যেয়ম স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্
ততোঽচিরাৎ আপ্স্যথেপ্সিতম্।
আবৃত্তি কর। (চারিটী বালকের তথা করণ)

মৌদগল্য। তোমাদের স্মৃতিশক্তি দেখে আমি বড়ই পরিতুষ্ট হ'লাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

দর্শন লাভ কর, আর সুখে প্রত্যাগমন কর চার্‌জনে।

শিষ্য তিনটী। গুরুদেব, প্রণমি শ্রীচরণে।

মৌদ্গল্যের পুত্র। পিতঃ। প্রণমি চরণে।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রাবতীপুরী।

সুধন্বার কক্ষ।

(সুধন্বা ও প্রভাবতী)

সুধন্বা। পিতার সুশাসনে প্রজারা সকলেই সুখী। কৃষকেরা শ্রমলব্ধ শস্য দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন কর্‌চে। পূর্ব্বেকার মত রাজ্যে আর চোর ডাকাতের উৎপাত নেই। গৃহস্থেরা নিশ্চিন্ত মনে রাতে ঘুমুতে পার্‌চে। রাজার পুণ্য বলে রাজ্যের সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ কর্‌চে। রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন, তাই মন্ত্রি-মহাশয় যুক্তি দেছেন আমাকে শীঘ্রই যৌবরাজ্যে অভিষেক করা হবে। সুরথ বিয়ে করে সংসারে জড়িত হতে নারাজ। সে বলেচে চিরকুমার থাক্‌বে। তাই রাজা স্থির করেচেন—সুরথ প্রধান সেনানায়ক হবে আর মন্ত্রী মহাশয় মন্ত্রীত্ব ছেড়ে

দিলে সুরথ মন্ত্রীর কাজও করবে। এখন থেকেই রাজ্যের সমুদায় বিষয়ের তল্লাসের ভার রাজা ও মন্ত্রী মহাশয় সুরথের স্কন্ধে চাপিয়ে দেছেন। সুরথের আর অবকাশ নেই, সেই জন্যে সে আর আমাদের কাছে বসে গল্প টল্প কর্‌বার্ বড় একটা সময় কর্‌তে পারে না।

প্রভাবতী। বটে, তা আমি মার সঙ্গে যুক্তি যাক্তা ক'রে দেবরের বিয়ে দেবার ঠিক ক'রে ফেল্‌বো। সে আমাকে খুব ভাল বাসে ও ভক্তি করে। খুব সম্ভব, আমি জেদাজেদি করে ধর্‌লে, সে আমার কথা কাটাতে পার্‌বে না, বিয়ে কর্‌তে রাজী হবে। তাকে বল্‌বো, একাটি আছি, তার একটি বৌ হ'লে দুজনে বেশ দুটী বোনের মত থাক্‌বো, হেসেখেলে বেড়াব আর তোমরা দুভায়ে রাজ্যের ভার কাঁধে নিয়ে চারদিক ছুটোছুটি করে বেড়াবে। কেমন ?

সুধন্বা। তা না হয় হলো। আমার যৌবরাজ্যের অভিষেকের কথার তো কোন কিছু উত্তর দিলে না। আমার যৌবরাজ্যের অভিষেকের কথা শুনে তো তোমার মুখেও কোন প্রকার আহ্লাদের চিহ্ন দেখ্‌তে পেলুম না।

প্রভাবতী। কথাটা খুব আনন্দের বটে। কিন্তু যৌবরাজ্যের অভিষেকের কথা শুনে, প্রাণে যেন কেমন একটা ত্রাস এলো। হটাৎ রামায়ণ গাথা মনে উদয়

হলো আর মনে হলো যেন বিধাতা নারীজাতিকে সুখভোগ কর্‌তে সৃষ্টি করেন্ নি।

"আহা ? জনক দুহিতা, সীতা !
অভাগিনি ? হয়েছিল বড় হরষিতা
শুনি রামের রাজ্যাভিষেক কথা।
কিন্তু বিধাতা—
হায় ? স্মরিলে সে কথা
মর্ম্মে আসে ব্যথা,
পতিসনে হলো নির্ব্বাসিতা
শেষ, হলো অপহৃতা নিপতিতা
দুষ্ট রাক্ষস দশানন করে।
অবরুদ্ধা, অশোক কাননে,
ভাগ্যের নির্য্যাতন,
দুরন্ত চেড়ীপীড়ন,
কতই সহিলা সতী ;
যুক্ত করে ঊর্দ্ধ নেত্রে কাঁদিলা নিতুই
"হা নাথ" "কোথা রাম রঘুমণি"
বলি উচ্চ রবে,
প্রমত্তা শৃঙ্খলাবদ্ধা করিণী যথা
ঊর্দ্ধকরে ছাড়ে বৃংহিত ধ্বনি
ভীষণ অঙ্কুশ আঘাতে।"

তাই ভাবছিনু না হয় বলি, রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন সত্য। তবে তিনি যতদিন জীবিত আছেন,

তোমরা দুভায়ে পর্ব্বতের আড়ালে আছ। বিশেষ তুমি, জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমিও তোমার নিত্য দর্শন পাচ্চি। রাজ্যের ভার ঘাড়ে পড়লে তোমার দেখা পাওয়াই ভার হয়ে উঠ্‌বে। দু চার দণ্ড হেসে খেলে বেড়ানতো দূরের কথা। আর তোমার প্রাণেও এ সরস হাসিটুকু থাক্‌বে না। আমি স্ত্রীলোক তোমাদের চেয়ে বেশী কিছু বুঝি সুজি না বটে, তবে রাজা নামটী শুন্‌তে বড়ই গৌরবের, সিংহাসনে পারিষদবর্গ ঘেরা হ'য়ে বস্‌লে বেশ জমকাল দেখায়, কিন্তু রাজারা বোধ হয় নিদ্রাসুখ খুব কমই পায়। আমার যুক্তি যদি শোন, তাহ'লে আমি বলি, আমোদে আহ্লাদে যদ্দিন কেটে যায় তদ্দিনই ভাল। তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্যের ভার তোমার কাঁধে পড়বেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা "রাজা সুস্থ দেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন আর তোমরা দুভায়ে যেমন রাজ্যের কাজে সহায়তা করে আস্‌চো কর"। রাজার অবর্ত্তমানে সিংহাসন তো তোমারই। আর দেবরতো দেখ্‌ছি লক্ষ্মণের মত তোমার অনুগত। তবে যৌবরাজ্যের প্রয়োজনটা কি?

(সুরথের প্রবেশ)

(সুরথেরপ্রতি) এই একটু আগে, তোমার অগ্রজের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা কইছিলুম্। তোমায়

বিয়ে করতে হবে, বৌআনতে হবে। সারা দিনটা একলাটি থাকি—কেমন যেন ভাল লাগেনা, তোমার বৌ এলে আমার বেশ একটি সঙ্গী হবে, বেড়িয়ে চেড়িয়ে হেসে খেলে বেড়াব। মাকে ব'লে একটা ঘটকালি আমি শিগ্গির ক'রে ফেল্‌চি; হাস্‌লে হবেনা।

সুধন্বা। ভাই সুরথ! এমন অপরাহ্ন সময়ে হটাৎ এলে যে? তোমার মুখেও যেন একটু চিন্তার ভাব রয়েচে দেখ্‌ছি। রাজ্যের কি কোন নূতন খবর আছে?

সুরথ। বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাজসভায় এখনই যেতে হবে। পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব রাজ্যের মধ্যে এসে কয়দিন নানা স্থানের কৃষকগণকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলেছিলো। বড় বলবান বেগবান অশ্ব। ছুটাছুটি ক'রে অনেক শস্যক্ষেত্র নষ্ট ক'রে ফেলেচে। অশ্বের গায়ে বহুমূল্য সাজগোজ থাকায় কৃষকেরা মার্‌তে ধর্‌তে ভয় করেছিল। নগর রক্ষী একজন আমাকে খবর দেয়। আমি নগর রক্ষীর সাহায্যে উহাকে ধ'রে তার সঙ্গে রাজ সভায় পাঠিয়ে দিয়েচি আর তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছি। অশ্ব ফিরে দিয়ে পাণ্ডবের অধীনতা স্বীকার আমরা না করলে অর্জ্জুন সসৈন্যে নগর আক্রমণ করবে। চল এখন রাজসভায় গিয়ে দেখা যাক্, রাজা মন্ত্রী সভাসদ্-

গণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অশ্বের বিষয় কিরূপ নিষ্পত্তি করেন। বিশেষ কথা সভায় গিয়ে হবে। চল সভায় যাই, বিলম্ব করা হবেনা।

প্রভাবতী। হা অদৃষ্ট! মনে যে কুচিন্তা জেগেছিলো তার যে হাতাহাতি ফল ফলবার উদ্যোগ এসে উপস্থিত হলো দেখ্‌চি। ভগবান! এ বিপদ্ থেকে রক্ষা কর। ওগো তোমাদের দুজনেরই কাছে আমার অনুরোধ যেন অশ্বটা ফিরে দেবার চেষ্টা করা হয়। যেন কোন রকমে বিবাদ না বাধে॥

সুধন্বা। বহুকষ্টে অর্জ্জিত শস্ত্র বিদ্যা—
এসেছে পরীক্ষার উত্তম সুযোগ,
কোন শূর না হয় সুখী
পেলে হেন যুদ্ধ সংযোগ।
কহ সুরথ কিবা অভিমত তোমার?

সুরথ। নাই অন্যমত আমার।
পাণ্ডব কি ভেবেছে মনে
বীরশূন্য হয়েছে ভারত?
কিম্বা হয়েছে গর্ব্বমনে
কৌরব জয়ী পাণ্ডবের নাম শুনি
হবে অবনত মস্তক সবে কুক্কুরের মত।
দেখিব কত বল ধরে ধনঞ্জয়
নিশ্চয় তারে পরাজিব রণে।
চল আর বিলম্ব করা উচিত নয়। পাণ্ডবের গর্ব্ব

খর্ব্ব কর্‌বার বন্দোবস্ত করা যাক। পাণ্ডবের বড়ই স্পর্দ্ধা বেড়ে উঠেছে।

সুধন্বা। উত্তমকথা। মাতাকে কি এ সংবাদ দিবেনা এখন ?

সুরথ। রাজার কি আদেশ হয় জেনে মাকে সমুদয় বিষয় বলা যাবে ; মা এতক্ষণ বোধহয় নৃসিংহদেবের মন্দিরে গেছেন। সভা থেকে ফিরে এসে মার কাছে যাওয়া যাবে।

প্রভাবতী। ওগো তোমাদের দুজনার কাছে আমার মিনতি, বিশেষ চেষ্টা করো, যাতে যুদ্ধ না বাধে! আমি বড়ই শঙ্কিত হয়েচি। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে হারান কখনই সম্ভব হবে না। কত বড় বড় বীর তার হাতে প্রাণ হারিয়েচে। তোমাদের কথা বার্ত্তা শুনে প্রাণ আমার কাতর হ'য়ে উঠলো, আমি যেন চোখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্চিনা। আমার প্রাণটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে।

সুধন্বা। ভাবি জনক নন্দিনীর দুঃখ গাথা
প্রাণে তোমার এসেছে কাতরতা ;
ক্ষত্রিয় নন্দিনী তুমি ক্ষত্রিয় বনিতা,
ত্যজ সামান্যা স্ত্রীসুলভ ভীরুতা।
ভাব মনে মনে একবার
রক্ষবধু বীরাঙ্গনা প্রমীলার কথা।
ধ'রে অসি মৃণাল সদৃশ ভুজে,

পতি মেঘনাদের দর্শন আশে,
রণরঙ্গিণী চামুণ্ডার বেশে,
চেড়ীদল ল'য়ে ধাইলা সুন্দরী যবে
প্রবেশিতে ঋক্ষচমূবেষ্টিত লঙ্কাপুরী,
ত্রাস্ত বীরকুল চুড়ামণি,
রামরূপী স্বয়ং দেব চক্রপাণি
দিল ছাড়ি পথ
বামার সেই বিক্রম নেহারি।
পড়িলে মেঘনাদবলী লক্ষ্মণের রণে,
স্বামী সনে হ'ল মৃতা পুলকিত মনে।
জয় পরাজয় ভাগ্যের লিখন।
সম্মুখ সমরে যদি যায় এই প্রাণ,
লভিব ক্ষত্রিয় বাঞ্ছিত মরণ,
যাব চলি স্বর্গধামে।
মরণে যদি না হও ভীতা,
চিরন্তন প্রথা, জ্বলন্ত চিতা
করিবে আশ্রয় আমাসনে।
বিচ্ছেদ যাতনা কেহ না ভুগিবে
চিরসুখে হ'ব সুখী সেই নিত্যধামে।
তবে বিচলিতা কি হেতু, প্রভাবতি?
বীরাঙ্গনা তুমি, হেন কাতরতা শোভেনা তোমায়।

প্রভাবতী। ওগো বুঝি সব। মনকে কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারৃচি না। যদি একান্ত যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধে

যাবার অগে, অভাগিনী, যেন একবার দর্শন পায়, আমার এই শেষ অনুরোধ।

সুধন্বা। আমরা যে পর্য্যন্ত ফিরে না আসি, মাকে কোন সংবাদ দিওনা। তিনি বড় কাতর হ'য়ে পড়বেন। আমার কথাটা রক্ষা ক'রো। চল সুরথ, বড় বিলম্ব হয়ে গেল।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব শিবির।

(অর্জ্জুন, বৃষকেতু, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, অনুশাল্ব, যুবনাশ্ব ও সুবেগ)

অর্জ্জুন। শুন সাত্যকি সুমতি,
নারিনু পালিতে রাজার আদেশ।
যজ্ঞাশ্ব রক্ষাহেতু আসিবার কালে,
সদয় হৃদয় রাজা যুধিষ্ঠির
বলেছিলেন মোরে,
"অশ্বের কারণ বাধিলে বিরোধ,
বিরোধী রাজন্যগণে করিও পরাভব রণে
কারেও না বধিও প্রাণে।"
প্রবীর, নীলধ্বজ রাজপুত্র
মানিল না পরাজয় কোনমতে,

শেষ, ত্যজিল প্রাণ মম শরাঘাতে।
হৃদয় বড় ব্যথিত সেই হেতু।
ভদ্রাবতীপুরে অশ্ব পশিয়াছে এবে,
জানিনা কি ঘটিবে এস্থলে।
শুনেছি—
রাজা রাণী দুজনাই, বিষ্ণুভক্ত অতি
অনুমান—
পাব ফিরে অশ্ব কালই প্রভাতে,
রাজা হংসধ্বজ করিবে প্রীতি
রাজা যুধিষ্ঠির সনে।

সাত্যকি। দেখিনু-চারিটি সুদৃঢ় দুর্গে
বেষ্টিতা এই ভদ্রাবতী পুরী,
শুনিলাম, সুধন্বা, সুরথ, নামে
আছে দুই মহাবল পুত্র রাজার,
বিনা যুদ্ধে দিবে ফিরি হয়,
বড়ই সংশয়,
নিশ্চয় বাধিবে যুদ্ধ
প্রভাত হ'তে।
যুক্তিতে আমার—
আজি সন্ধ্যা হ'তে
কর্ত্তব্য দুর্গদ্বার অবরোধ।

অর্জ্জুন। বীরেন্দ্র সেনানীগণ!
কহ কিবা মত কাহার।

কৃতবর্ম্মা। কর্ত্তব্য, অবরোধ সমুদয় নগরী।

আর সকলে। সাত্যকির যুক্তি
করি অনুমোদন আমরা সকলে।

অর্জ্জুন। সেনাগণ তবে করুক অবরোধ
দুর্গপথ সব, সন্ধ্যার প্রাক্কালে।
কর বিভক্ত সেনাদলে চারিভাগে,
দুই দুই নায়ক থাকুক্ প্রতি ভাগে।
বৃষকেতু সহ আমি
রহিব উত্তর দ্বারে,
সাত্যকি সুবেগে লয়ে রহ পূর্ব্ব দ্বারে,
দক্ষিণ দিকে করুন স্থিতি
প্রদ্যুম্ন আর যুবনাশ্ব ভূপতি,
অনুশাল্ব সহ কৃতবর্ম্মা বীর
করুণ অবরোধ পশ্চিম দুয়ার।
কর সাজনা সৈন্য অশ্ব খুরাকারে
রাখিও লক্ষ্য যেন রাজপুত্রদ্বয়
একসঙ্গে মিলিতে না পারে।
(স্বগতঃ) অহো, কি নিষ্ঠুর এই ক্ষত্রজীবন
দয়াধর্ম্ম করে দূরে পলায়ন,
মানবের মানবত্ব করে বিসর্জ্জন,
হিংস্রক পশুসম সদা আচরণ।
করিনু কত আত্মীয় স্বজনে নিধন,
নরহত্যা হ'তে এখনও নাহি ত্রাণ,

ওঃ, নিয়তির কি কঠোর শাসন,
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব হউক পূরণ।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রাবতীপুর।

রাজসভা।

রাজাহংসধ্বজ, মন্ত্রী, পুরোহিত শঙ্খ ও সভাসদগণ আসীন।

(চারিটী তাপস বালকের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

"জয়গোবিন্দ" "জয়গোবিন্দ" কত আনন্দ নামে উথলয়।
বেদবেদান্ত, তন্ত্র বা মন্ত্র, "নাম মাহাত্ম্য" সব কভু নয়॥
কেহবলে নিরাকার, কেহ বলে নাম সাকার,
নিরাকারে প্রণব ঝঙ্কার, সাকারে প্রতিমাময়॥
না থাকিলে স্মৃতিবল, শ্রুতিফল চঞ্চল,
অচল নামের বল, দেয় বল এলে অসময়॥
হারালে দেহের শক্তি পালিবে কত কে শাস্ত্র যুক্তি,
"নামই" "অশক্তের শক্তি. যুক্তিমত কর সাধন তাঁর॥
যৌবনের সুখ প্রীতি, যুবযুনীর রূপ জ্যোতিঃ,
"নামই" পরমা প্রীতি, দিব্যজ্যোতিঃ, বিশ্ব করে সুখময়॥
গাও বীরগণ সবে, "কৃষ্ণ"নাম উচ্চ রবে,
ডাক' সাধনাহবে, বাঁধ তাকে, বশে আনি রিপুচয়॥

তাপসবালকগণ। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। তাপসবালকগণ! আপনারা কোথা হ'তে আসচেন? প্রণাম হই। আপনারা এ সুমধুর সঙ্গীত কোথায় শিক্ষা করেচেন? মৎসকাশে আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন কর্‌লে কৃতার্থ হই।

তাপসবালকগণ। আমরা মৌদ্গল্য ঋষির শিষ্য। মুনিবর শাস্ত্রবলে জেনেছেন "আগামী কল্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রাবতীপুরে আগমন করবেন।" এই সংবাদ মহারাজকে জ্ঞাপন কর্‌বার জন্য আমাদিগকে পাঠিয়েছেন আর শ্রীভগবানের রূপধ্যানের এই মন্ত্রটী মহারাজকে অভ্যাস ক'রতে ব'লে দে'ছেন "স্নিগ্ধপ্রাবৃড় ঘনশ্যামং ইত্যাদি" (পৃষ্ঠা ৩১-৩২)

রাজা। মহর্ষির অপার করুণা। মহর্ষিকে আপনারা আমার অভিবাদন জানাবেন। আজ আপনারা আতিথ্য গ্রহণে কৃতার্থ করুন। দৌবারিক! এঁদের সঙ্গে ল'য়ে দেবমন্দিরে থাকবার সুবন্দোবস্ত ক'রে মহিষীকে এঁদের সেবার বিষয় জানিয়ে এস। মহিষীকে সম্ভব, মন্দিরে দেখ্‌তে পাবে; আরতির উদ্যোগ কর্‌চেন।

তাপসবালকগণ। মহারাজের জয় হ'ক।

(দৌবারিকের তাপসবালকগণ সহ প্রস্থান)

(দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ)

দৌবারিক। মহারাজ ? কুমার দুজন আর একজন নগর রক্ষী
একটা অশ্ব ল'য়ে দ্বারে উপস্থিত।

রাজা। কুমারদিগকে সাদরে নিয়ে এস।

(দৌবারিকে প্রস্থান)

(সুধন্বা ও সুরথের প্রবেশ, পুরোহিত অন্যান্য সকলকে অভিবাদন
পূর্ব্বক রাজার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে যথাক্রমে উপবেশন,
দ্বারদেশে অশ্বসহ কোটাল দণ্ডায়মান)

সভাস্থ সকলে। কুমারগণ দীর্ঘজীবি হউন।
রাজ্যের কল্যাণ সাধনে রত থাকুন!
ভগবানের নিকট আমাদের সতত এই প্রার্থনা।

(সুরথের রাজার কাণে কাণে কথন)

রাজা। মন্ত্রি সভাসদগণ ?
দেখ চেয়ে সবে
পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব ঐ
পশেছে ভদ্রাবতীপুরে।
অশ্বভালে আছে লিখন—
"তিনদিন পরে অশ্ব না পেলে ফিরে
অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ী আক্রমিবে পুরী।"
কর বিচার সকলে
"সন্ধি কিংবা যুদ্ধ"
কর্ত্তব্য এস্থলে।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ)
শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পূর্ব্বেই পাণ্ডবাগমন,
লক্ষণ বড় সুলক্ষণ নয়।
(প্রকাশ্যে) চরমুখে পেয়েছি সংবাদ,—
পাণ্ডব আর যাদব মিলিত সৈন্যদল
করিছে অবরোধ দুর্গপথ সব ;
আটজনা নায়ক তাদের—
বৃষকেতু, কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি,
আরও কয়েকজন ভূপতি,
প্রধান নায়ক অর্জ্জুন কিরীটি।
মম মতে সদ্‌যুক্তি এই—
মুষ্টিমেয় ভদ্রাবতী সেনা
হবে না সক্ষম রক্ষিতে নগরী
পাণ্ডব যাদব মিলিত চমূমুখে।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিরসহায় পাণ্ডবের,
পাণ্ডবের সহ করিলে মিলন,
হবেন প্রীত নারায়ণ
পূজিয়া আসিছ, যাঁরে রাজা,
সারাজীবন ধরি ?
হবেনা লোক্‌ক্ষয় অনর্থক
হবে রক্ষা সকল দিক।

সভাসদগণ। মন্ত্রীর বাক্য
সদযুক্তি বলি লয় আমাদের মনে।

রাজা। নারায়ণ কিন্তু না হন তুষ্ট
বিনা স্বধর্ম্ম পালনে।
যুদ্ধ প্রধান ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ;
আছে দুই মহারথ পুত্র মোর,
সুধন্বা সুরথ,
বিনাযুদ্ধে অশ্ব দিলে ফিরে
হাসিবে পৃথিবীর রাজন্যবর্গ
হাসিবেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্।
(স্বগতঃ) চিরদিনের আকিঞ্চন—
নর-নারায়ণ দরশন
এ সাধ মোর হবেনা পূরণ।
(প্রকাশ্যে) দেখ ভাবি সবে
পাণ্ডব চাহে যুদ্ধ,
ছিল প্রভুত সময়,
না হ'তে প্রভাত
করিছে সৈন্য সমাবেশ।
নিশ্চয় করিব সংগ্রাম
অশ্ব নাহি দিব ফিরে।
শুন, বীর কেশরী পুত্র যুগল !
বলেছিল মহিষী মোরে—
নৃসিংহদেবের কৃপায়
লভেছ জনম তোমরা দুজনা
উদরে তাহার।

রজনী প্রভাতে,
উদ্‌ঘাটিত তোরণ দ্বার
কর গিয়া রণ, সিংহ বিক্রমে,
আন বাঁধি কৃষ্ণার্জ্জুনে।
দিবনা হতে কাতর প্রজাগণে,
শত্রু সৈন্য পীড়নে,
স্বয়ম্ রক্ষিব নগরী,
যাবৎ রবে প্রাণ দেহের ভিতর।
লহ বাছি মনোমত অস্ত্রশস্ত্র
অস্ত্রাগার হতে,
কর উৎসাহিত ভদ্রাবতী সেনাগণে ;
বাজুক দামামা দগড়া
ঘোর ঘন গভীর নিনাদে,
মিশায়ে অস্ত্রের ঝনঝনা তাতে,
কাঁপুক বিপক্ষ হৃদয়
সে শব্দ শুনি।
মন্ত্রিবর !
দাও ঘোষণা নগর মধ্যে—
"যোদ্ধৃবৃন্দ সবে, নানা অস্ত্র লয়ে
হবে সমবেত দুর্গ প্রাঙ্গনে,
রজনী প্রভাতে, সূর্য্যোদয়ে,
করিলে বিলম্ব, পাবে সমুচিত দণ্ড,
হারাবে প্রাণ উত্তপ্ত তৈল কটাহে।"

মন্ত্রী। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু—
রাজা। কিন্তু কি আবার, আছে কি কিছু বলিবার ?
মন্ত্রী। মন্ত্রীর যদি থাকে অধিকার—
রাজাজ্ঞা কঠোর শাসন বলি
হতেছে অনুমান।
যদি কোন সেনানী প্রধান
রাত্রি জাগরণ হেতু
না পারে জুটিতে প্রভাতে,
সেও কি হারাবে প্রাণ এই মতে ?
অকারণ হবে বলক্ষয়
শত্রুদল হ'বে প্রবল
সৈন্য হ্রাসে।
কর বিধান অন্য শাস্তি, রাজা,
বিচারি আপন মনে।
রাজা। আদেশ আমার
রহিবে অটল—
"হইলে পুত্র কোন মোর
পাবে এই দণ্ড।"
অবশিষ্ট রজনী মত আজিকার,
লভহ বিশ্রাম সবে।
(রাজা ও কোটাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান)
"কোটাল ? রাখ বাঁধি অশ্ব সুদৃঢ় বন্ধনে,
সাবধান যেন না পারে পালাতে কোন মতে,

জেনো স্থির যাবে শির
যদি না দেখি প্রভাতে।"
অশ্ব হ'তে দেখিব হৃষিকেশে সবে,
সংসার বন্ধন জ্বালা প্রশমিত হবে।

কোটাল। রাজরাজ্যেশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

কোটালের গৃহ ও তৎসংলগ্ন বৃক্ষলতাদিপূর্ণ প্রাঙ্গন।

(কোটাল ও কোটালিনী)

কোটাল। এলো ছুটে ঘোঁড়া হতে কোন দেশ,
তাকে রাখ্‌তে হবে বেঁধে, রাজার আদেশ,
নইলে, বাবা, দফা শেষ।
ঝক্‌মারি চাকুরি, বিশেষ কোটালগিরি,
পেটের দায়ে কি করি,
জানিনাতো কারিগরি,
হরি, হরি, হৃহরি।
যাক্ রাত্‌টা প্রায় হয়ে এল ফাঁক্,
ঘোঁড়াটা এই খানে বাঁধা থাক্

(অশ্বকে একটা গাছে বন্ধন)

এইবার গিন্নির খোঁজটা নেওয়া যাক্।

(গৃহদ্বারে ধাক্কা দিয়া)

বলি—লম্বা চওড়া ঘুম দিচ্চ যে,
একা—না দোকা ?

কোটালিনী। আজ, এ আবার কে ?

(দ্বার খুলিয়া)

ওমা, রাত রয়েচে আসচো ছুটে,
সন্দবুঝি বসেচে ঘটে,
কেউ যদি থাকে জুটেপেটে,
তা, সে কালটা গেচে কেটে,
রাতে যদি খুট্‌খাট্‌ শব্দ ওঠে
মরি খিল খুলে আর দিয়ে এঁটে।
বয়েসটা যদি যায় গো কেটে
কেউ কি আর ঘেঁসদেয় মোটে ?

কোটাল। তা বটে, তা বটে।
তবে কি জান, কাণাবেগুণেরওতো
খদ্দের জোটে।

কোটালিনী। বটে, এতদ্দিন তেতদ্দিন গেল, এখন বুঝি কাণা ঠেক্‌লো। বলি, আমার কোনখানটা দেখ্‌লে কাণা, রাতকাণা হয়েচো দেখ্‌চি।

কোটাল। যাক্‌, ওকথা এখন থাক্‌।
শোন্‌ তবে বলি—
এই রাজ্যে এসেচে পাণ্ডবের ঘোঁড়া,
রাজার আমাদের হুকুম কড়া,
হাতে নিয়ে ঢাল খাঁড়া,

সকালে যে না হবে খাড়া,
তাকে করে ফেল্‌বে তেলে ভাজা বড়া
আগুণে আছে চড়ান মস্তো তেলের কড়া।

কোটালিনী। ঘোঁড়া—আর কড়া,
বুঝ্‌লুম্ নাতো এক কড়া,
কি বলে গো হতচ্ছাড়া ?

কোটাল। বুঝ্‌তে পার্‌লিনি ? ওই যে উঠোনে ঘোঁড়াটা বাঁধা রয়েচে দেখচিস্। ওটা পক্ষীরাজ ঘোড়া। ঐ ঘোড়াটা চেপে রাজা আর রাণী কাল সকালে ঋষিকেশ দেখ্‌তে যাবে আর একেবারে সকায়ে সগ্‌গ পাবে। তা বলছিলুম্ কি, এই তোকে সামনে বসিয়ে নিয়ে একবার ঘোড়াটায় চ'ড়ে দেখ্‌লে হতো, তা হলে বুঝে নিতে পার্‌তুম স্বগ্‌গ পাওয়া যায় কি না। রাতটা তো এখনও রয়েচে, চল্‌না একবার দুজনে ঘোড়াটায় চেপে দেখি।

কোটালিনী। আমি ঘোঁড়ায় টোঁড়ায় চাপ্‌তে পার্‌বো না।

কোটাল। একবার দুজনে চেপে দেখ্‌লে হতো না ?

(কোটালিনীর হস্ত ধারণ)

কোটালিনী। এ আবার কোন দিশি বাঁয়না ? আমি গেরো-স্তোর মেয়ে, ঘরকন্নার কাজ কম্মই জানি। আমার বাপ খুড়ো যদি রাজা রাজড়া হ'তো, আমায় নাচিয়ে গাইয়ে ঘোঁড়সওয়ার মেয়ে

তৈয়িরি করে দিয়ে তোমার চেয়ে কোন গুনধর থুব্ড়ো পাত্রে অর্পণ কর্‌তো। আমিও তাহলে তার খেয়াল মত মন যুগিয়ে চল্‌তে পার্‌তুম। বলি তুমিওতো গেরোস্থোর ছেলে এমন বেয়াড়া সখ কোথাথেকে শিখে এলে ? নাও, হাতছাড়। মড়ার কাণ্ডখানা দেখ দেখি ?

(উভয়ের হাত টানাটানি)

কোটাল। আঃ রাখ্ তোর হাতকাড়া বেগড়া
সকাল বেলা পড়্‌বে তাডা,
এখন পেলে ভাত এক-হাঁড়া,
গোঁপটায় রাখতুম দিয়ে চাড়া,
দেখতুম তারপর, কোন্ শালা নেয় মোয়াড়া।

কোটালিনী। আঃ মরি, দেখ্‌চি তোমার সবই ছিষ্টি ছাড়া।

কোটাল। রেখেদে তোর হাত নাড়া আর নৎনাড়া,
এখন ভালোয় ভালোয় ভাত চড়া।

কোটালিনী। আঃ মর্ মড়া।

(গীত ও নৃত্য)

হাতনাড়া নৎনাড়া এখন বুঝি ভাল লাগেনা।
হাতানাড়া, হাঁড়িপাড়া, গুঁতোটি জাননা।
হত্তেচো ঘাটের মড়া, একটুতেই সদাচড়া
ছিল যখন ভাল আড়া, মুখে সাড়া ছিলনা।

কোটাল । কাঁকে নে জলের ঘড়া, ফের কেন পাড়া পাড়া
বুঝি আমি আগা গোড়া, ছাড় ন্যাকাপণা।

কাটালিনী। আমি না হয় হনু হ্যাকা, তুমিতো কচি খোকা,
ঘরে পরে গেছে দেখা, তোমার গুণপণা ;
কাটাল। (আহা) বিধাতার এমনি ধারা, যেমন হাঁড়ি তার তেমনি সরা,
বল্লেই মুখ তোলো পারা, দেখে বাঁচি না।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রাবতী পুরীর রাজ-অন্তপুর।

(মহিষী ও কুবলয়া,)

মহিষী। রজনী বিগতা প্রায়,
চক্ষে নিদ্রা নাহি এলো,
চিত মোর বড়ই চঞ্চল
যেন কোন অমঙ্গল
ঘটিবে অচিরে।
কুবলয়ে ?
চল যাই দেব মন্দিরে।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

(কক্ষ হতে নিস্কাষণ)

রণভেরি সহসা উঠিল বাজিয়া
কি হেতু ?

(প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্রভাবতী। বৃত্তান্ত কিছু কি মাতঃ
নহ অবগত তুমি ?
পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব
এসেছে মোদের রাজ্যে।
সন্ধ্যাহ'তে আজ
তব পুত্রগণে ল'য়ে,
মন্ত্রি সভাসদ্ সহ
রাজা করিছেন মন্ত্রণা ;
ভেরি শব্দে বুঝিতেছি—
বাধিবে যুদ্ধ প্রভাত হ'তে
অশ্বহেতু—
তাই বাজিছে বাজ্না।
জ্যেষ্ঠপুত্র তব, সন্ধ্যা হ'তে
আসে নাই ফিরে অন্তঃপুরে,
অনুমানি, আসিবে হেথা
লইতে পদধূলি তব,
যেতেছিলাম কক্ষেতে তোমার
আছে প্রয়োজন বিশেষ।

(কুবলয়ার কাণে কাণে কথন)

(রণসাজে সুধন্বা ও সুরথের প্রবেশ)

সুধন্বা। জননি! এসেছি সুরথসনে
লইতে অশীষ্ তব।
রাজার আদেশ
হবে করিতে সংগ্রাম প্রভাতে
পাণ্ডবের সনে।
দেহ পদধূলি মাতঃ
যাব ত্বরা করি',
আরও আদেশ রাজার,
শুন মাগো,
সর্ব্ব যোদ্ধা প্রতি—
"না হ'লে সমবেত দুর্গপ্রাঙ্গনে, সূর্য্যোদয়ে
হারাতে হবে প্রাণ উত্তপ্ত তৈল কটাহে"।

মহীষি। মাতার আশীর্ব্বাদ, বৎস,
অযাচিত সন্তান'পরে
রহে চিরদিন ধরি,
কিন্তু কালের কুটিলচক্রে
স্ফুরে না সর্ব্বস্থলে।
রাজার আদেশ—বারিব কেমনে আমি
অবশ্য করিবে রণ।
করি আশীর্ব্বাদ
"হও রণজয়ী"—।
কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন সনে রণ
জয় আশা কভু কি সম্ভবে।

রাজা কি হইল বাতুল !
চাহে কি হারাতে
নয়নের পুতলী দুটী
তুচ্ছ অশ্বহেতু !
কুবলয়ে !
চল, যাই রাজসভা মাঝে,
নারীর সম্বল,
ঢালি অশ্রুজল, দুজনা মিলে,
করিগে যতন নিবারিতে ভূপে।
সুরথ।
চল সাথেতে আমার,
সুধন্বা !
বধু সনে করি' আলাপন
এস পশ্চাতে সবার।

(মহিষী, কুবলয়া ও সুরথের প্রস্থান)

প্রভাবতী। গুণমণি! ধরি পায়
চল,যাই কক্ষেতে আপন,
ত্যজ রণবেশ ক্ষণেকের তরে
আছে প্রয়োজন বিশেষ।

সুধন্বা। শুনিলেতো রাজার আদেশ।
নিশা অবসান প্রায়,
অবিলম্বে হবে সূর্য্যোদয় ;
হ'লে বিলম্ব ঘটিবে বিষম দায়.

হবে অপমৃত্যু,
রণ-সাধ মিটিবে না মোর।

প্রভাবতী। প্রকৃতির বশে
নারী চাহে পতি আপনার,
পরিহার ক'রোনা আমারে।

সুধন্বা। গর্জ্জে অরি দুর্গদ্বারে,
তারে না তাড়াইয়া দূরে,
কেমনে হব আবদ্ধ প্রমোদাগারে।
বীরাঙ্গনা তুমি,
হেন সময়ানুচিত বাণী
শোভে না তোমারে।
শুন ঐ তূর্য্যধ্বনি,
ঘন ঘন ভেরীর নিনাদ,
ডাকি বলে যোধগণে—
"ভদ্রাবতীর বীরগণ
জাগ, সাজ শীঘ্র সব"।
প্রধান সেনানী আমি—
কোন্ লাজে ত্যজি রণ সাজ
যাব এবে সাধিতে প্রমদার কাজ
বলিবে কি মোরে ক্ষত্রিয় সমাজ।
কুলকামিনী তুমি, কুলাচার মত
দিও পূজা কুল দেবতায়
প্রভাতে, ষোড়শোপচারে,

রণ জিনি আসি ফিরি
তুষিব তোমারে।

প্রভাবতী। শুনি সর্ব্বজন মুখে,—
কৃষ্ণার্জ্জুনে জিনে রণে
হেন বীর নাহি ত্রিভুবনে,
জয় আশা অতীব সংশয়,
বুঝি মম অশুভ ভাগ্যোদয়
বাঁধিল তাই এই অভাবিত রণ।
জানাই জগদীশে কায় মনে
উদ্দেশে প্রণমি নরহরির চরণে
এস ঘরে ফিরি রণ জিনে।
কিন্তু পুত্রার্থিনী প্রভাবতী
এবে চাহে তার পতিধনে।

সুধন্বা। (স্বগত) রমণীর রণসাজ কুসুমের দাম,
অপাঙ্গ দৃষ্টি তার বাণ খরসান,
তুরী সে রণের কোকিলের তান,
মলয় সমীর তাহে করিলে যোগদান,
কোথা আছে হেন বীর নিবারে সে টান!
(প্রকাশ্যে) বুঝিনু অনঙ্গ মানে না কাল দেশ।

প্রভাবতী। পুত্রদান, বীর, শাস্ত্রের নিদেশ।

(গীত)

নারীধর্ম্ম ব্রত পাশে, পুত্রমুখ দেখবার আশে বাধা ছিলাম কয়দিন।
হলো প্রভাত সুদিন, অদূরে দাঁড়ায়ে দুরদিন, ত্যজিলে আমারে হবে ধর্ম্মহীন।

রণবেশে নেহারি তোমারে, পড়িনু আমি বিষম ফাঁপরে,
বলিব কি, বাক্য নাহি সরে, নানা শাস্ত্রজ্ঞানে তুমি সুপ্রবীণ।
ভাগ্যদোষে পড়িলে সমরে, কিসে আমি বুঝাব মনেরে,
আশা পুত্রমুখ চাঁদে হেরে, শোকভাব করিব ক্ষীণ॥
রিপুসহ দ্বন্দ্বে বীরের খ্যাতি, পতিসহ দ্বন্দ্বে সতীর প্রীতি,
পুত্রদান শাস্ত্রের নীতি, পুন্নাম নরকে হবেনা লীন॥

(সুধম্বার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রাবতীপুরীর দুর্গপ্রাঙ্গন।

রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, শঙ্খ আসীন, সৈন্যগণ দণ্ডায়মান।

(মহিষী, কুবলয়া ও সুরথের প্রবেশ)

মহিষী। মহারাজ!
ক্ষম অপরাধ নিজগুণে,
দাসী তব এসেছে সভামাঝে
বিনা আদেশে তোমার।
মিনতি আমার,
ক্ষমা দাও এ ভীষণ রণে;
সাধ—দেখিতে কৃষ্ণার্জ্জুনে,
নরনারায়ণ তাঁরা,
কর তুষ্ট দুজনারে
বাঁধি ভক্তিডোরে,
পুত্রহারা ক'রোনা আমারে।

রাজা। মহিষি!
কেন আসিলে হেথা
বাড়াতে জঞ্জাল, ফেলি আঁখিজল,
যাও ফিরে অন্তঃপুরে।
যুদ্ধ সমাগমে,
ক্ষত্রিয় হৃদয়, হয় কঠিনতর,
বজ্রসার হ'তে।
শিশুর ক্রন্দনের রোল,
রমণীর বিলাপধ্বনি,
কিছু নাহি পশে তখন হৃদে।
যুদ্ধ—ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম,
স্বধর্ম্ম ত্যাগী জনে
নারায়ণ দর্শন নাহি মিলে।
আছে মোর দুই পুত্র মহারথ
সুধন্বা-সুরথ—
নহি হীনবল আমি,
কেন ডরিব পাণ্ডবে!
কই? সুধন্বাকে না দেখি কেন
সুরথের সাথে?
কোথা সে—পীড়িত কি
কিম্বা রাজাদেশ হয়ে বিস্মরণ
নিদ্রাসুখে আছে নিমগন?

(সুধন্বার প্রবেশ)

আরে কুলাঙ্গার পুত্র!
কি হেতু বিলম্ব এত ?
নাহি কি স্মরণ
হারাবে প্রাণ উত্তপ্ত তৈলেতে ?

সুধন্বা। রাজাজ্ঞা হউক পালন,
সম্ভব, জননী জানেন বিলম্ব কারণ—
আসিবার কালে
পুত্রবধূ তাঁর, ধরিল চরণ,
এড়াতে নারিনু কোনমতে।

রাজা। মহিষি!
হেন কাপুরুষ পুত্র, ধরেছিলে জঠরে
নারীতে আসক্ত, যুদ্ধের প্রাক্কালে ?

মহিষি। বৃথা নাহি গঞ্জ কুমারে
স্বেচ্ছায় নহে অপরাধী সে।
নারীর সম্মান রক্ষা
ধর্ম্ম বীরেরই—নহে কাপুরুষের,
কর জিজ্ঞাসা পুরোহিতে তোমার
কি দেন বিধান।
জল গণ্ডূষের আশে, পিতৃপুরুষের,
মুনিগণ করেন দারপরিগ্রহ।

শঙ্খ। নির্ব্বাক কি হেতু রাজা ?
দারাপুত্রের মুখ চাহি
করিলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,

হবে নরকে গমন
অপযশ ঘুষিবে ত্রিভূবন।
কর কার্য্য, স্বেচ্ছামত তব,
বারিব না আমি,
হেন রাজসংসারে
পৌরহিত্য করিবনা আর,
অন্যরাজ্যে করিব গমন। (শঙ্খের প্রস্থান)

রাজা। মহিষি!
বৃথা কেন আর করিছ রোদন।
বিধিলিপি, ভাগ্যলিপি
না হয় খণ্ডন,
অন্তঃপুরে কর প্রস্থান।
পাত্র!
কর'না বিলম্ব
কর নিক্ষেপ সুধন্বারে
ঐ তৈল কটাহে।
যাই আমি—
সাধি আনি পুরোহিতে।

(রাজার প্রস্থান)

মহিষি। হায়! কি সর্ব্বনাশ হলো!
অভাগিনি প্রভাবতি!
দেখ এসে
তোমাহেতু কি ঘটিল প্রমাদ।

রাজা ক্ষমিল না সুধন্বারে,
পিতা হ'য়ে হলো পুত্রের অরি !
সুধন্বার সহিত আমিও ত্যজিব প্রাণ
তৈল কটাহে।

কুবলয়া। (করে ধরিয়া) বুদ্ধিমতি তুমি মাতা !
হইওনা এত উতলা চঞ্চলা,
এসেছে আকস্মিক বিপদ
হও ধৈর্য্যশীলা।
পিতা করিলেন বারণ,
আমিও করি মা নিষেধ তোমায়
থাকিতে এ বিষম স্থানে।
মা হ'য়ে দেখিবে কেমনে
পুত্রের মৃত্যু অঘটন।
ফেল মুছে আঁখিজল,
যাও ফিরে অন্তঃপুরে,
লওগে শরণ, বিপদ বারণ
নৃসিংহদেবের চরণে।
অঙ্গজা মা আমি তোমার,
করিব যতন
রক্ষিতে অঙ্গজে তোমার।
দাও পদধূলি,
শক্তিময়ি মা আমার,
লইনু সুধন্বার রক্ষার ভার।

মহিষী। যাই—যাই চলি—
দিব বলি এ ছার প্রাণ
নৃসিংহদেবের চরণে।

(মহিষীর প্রস্থান)

কুবলয়া। ভাই সুধন্বা—স্নেহের সুধন্বা!
অনল সদৃশ তৈলে
করোনা কোন ভয়,
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমাঝে প্রহ্লাদ
করেছিল যাঁর পদাশ্রয়,
একমনে কর স্মরণ
সেই জলশায়ী শ্রীহরির
রাজিব চরণ।
অনল হারাবে দাহিকাশক্তি,
উত্তপ্ত তৈল হবে সুশীতল
রক্ষামন্ত্র দিতেছি তোমায়,
বল ভাই—
"'হরেকৃষ্ণ,' 'হরেকৃষ্ণ,' 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ,' 'হরে' 'হরে,"
"'হরেরাম,' 'হরেরাম,' 'রাম' 'রাম,' 'হরে' 'হরে।"
আরও বল ভাই—
"হরে মুরারে," "মধুকৈটভারে,"
"গোপাল" "গোবিন্দ" "মুকুন্দ" শৌরে"।

সুধন্বা। (তথাকরণ)

কুবলয়া। ওগো সভাসদগণ, মন্ত্রী মহাশয়,

রাজা অনুপস্থিত—
আপনারা করুন আজ্ঞা দান
সুধন্বার প্রতি রাজার দণ্ডাদেশ
সুরথে ল'য়ে আমি করি সমাধান।

সভাস্থ সকলে। পাত্র!
করোনা স্পর্শ অঙ্গ সুধন্বার।
মা কুবলয়ে!
সুধন্বারে আমরা করিনু অর্পণ করেতে তোমার,
সুধন্বা হ'তে হবে বুঝি "নাম মাহাত্ম্য" প্রচার।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শঙ্খ পুরোহিতের বাটী।

(শঙ্খ ও তদীয় পত্নী)

ব্রাহ্মণী। বলি হ্যাঁগা? আজ এক্ষুনি রাজবাড়ী থেকে এলে যে? এসেই সব পুঁথি টুঁথি হাঁটকাতে বস্‌লে? ব্যাপারখানা কি?

শঙ্খ। হুঁ। হুঁ।

ব্রাহ্মণী হুঁ, আবার কি? বলনা হয়েচে কি? শুনলুম আমাদের রাজার নাকি বড়ই বিপদ। রাজ্যি কেড়ে নেবার জন্যে পাণ্ডবরা নাকি শত্তুরতা

করচে ? অনেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে নগর ঘেরোয়া করেচে ?

শঙ্খ। হুঁ। উৎপাত করোনা।

ব্রাহ্মণী। শান্তি স্বস্ত্যেন ক'রে শত্তুরের উৎপাত থেকে রাজাকে বাঁচাতে হবে, তাই বুঝি পাঁজি পুঁথি সব দেখে নিচ্চ ?

শঙ্খ। কি বল্লুম্ আর কি শুনলে। বল্লুম এসময় মেলাই কথা বাড়িয়ে উৎপাত ক'রোনা। বুঝলে ?

ব্রাহ্মণী। এইবার বুঝতে পারলুম, মনে হচ্চে। রাজসভায় বিচারে হেরে গেছ বুঝি, তাই মুখখানায় রাগ রাগ ভাব।

শঙ্খ। আঃ, বড়ই উৎপাত।

ব্রাহ্মণী। সদাই উল্কাপাত্। আমার কথায় তো গায়ে আমবাত্ ছড়িয়ে দেয়। বাবা একটি কথা জিজ্ঞেস করবার যো নেই!

শঙ্খ। হ্যাঁ, এই তোমাদের কাছে। এইবার হয়েচে তো ?

ব্রাহ্মণী। আমাদের কাছে ? আমরা তো ঘরে রয়েচি।

শঙ্খ। এই স্ত্রীলোকের কাছে। এইবার খুসি হয়েচো তো ?

ব্রাহ্মণী। রাজসভায় আবার মেয়ে মানুষ কে এল। আসল কথা বল, তবে তো সব বুঝবো।

শঙ্খ। কথাটা এই—নারী ধর্ম্ম রক্ষা করা বড়, কি রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা বড়। রাণী এই কথাটার মীমাংসা ক'রে বিধান দিতে বল্লে। এ গুরুতর

বিষয়ের বিধান কি তৎক্ষণাৎ দেওয়া সম্ভব। তাই রেগে চলে এলাম আর এই শাস্ত্র সব দেখছি।

ব্রাহ্মণী। এতবড় কথা? এর জন্যে এত মাথা ব্যথা? এই আমি বলে দিচ্চি, শোন। এই বংশ রক্ষে করবার জন্যে, বাপ পিতেমোর নামটা বজায় রাখবার জন্যে, এই তোমরা আমাদের আন আর গেরোস্থ ধর্ম্ম কর। আর তোমরাই বল "গেরোস্থ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তা যদি হলো, গেরোস্থ ধর্ম্মে, তা হলে আমাদের বিষয়টাই আগে। এই তো মীমাংসা হ'য়ে গেল। এইবার রাজবাড়ীতে গিয়ে বিধেন দিয়ে ফেলোগে, আর রাণীমাকে বলে—রাজা আর রাজ্যির মঙ্গলের জন্যে শান্তি স্বস্তে'্যনের বন্দোবস্ত করগে। এই লোকে বলে "নেয় থোয় করে হিত তাকেই বলে পুরোহিত"। অতো উল্কাপাত হ'লে কি পুরুতগিরি চলে?

শঙ্খ। আঃ সব যে গুলিয়ে দিলে। একবারটী থাম, আমি একবার বিচার করে দেখি।

(পুঁথি খুলিয়া, রামায়ণ দেখিয়া)

"কালস্য কুটিলাগতিঃ"—ত্রেতাযুগ আর দ্বাপরযুগ-ত্রেতাযুগে রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে সত্য পালনের জন্য চৌদ্দবৎসরের জন্য বনে বিদায় দিয়াছিলেন, আর এই দ্বাপরযুগে হংসধ্বজের মত ধার্ম্মিক রাজা—

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। আর এই হতভাগ্য নির্ম্মম হংসধ্বজ—হে ব্রাহ্মণ সত্তম? চলুন একবার স্বচক্ষে দেখে আসবেন চলুন—প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য আজ তার প্রাণ-প্রিয়তম পুত্র, স্নেহের সুধন্বাকে চিরবিদায়ের ব্যবস্থা ক'রে এসে এখনও জীবিত আছে (বক্ষে করাঘাত)। হে দ্বিজোত্তম, চলুন একবার দেখবেন চলুন—উত্তপ্ত তৈল কটাহে প্রাণের পুতলিকে বিসর্জ্জন দিয়েছি। (ক্রন্দন)

শঙ্খ। সাধু, সাধু, নরনাথ!
চাই রক্ষা শাস্ত্র মর্য্যাদা।

ব্রাহ্মণী। হায়, হায়, হায়—একি সর্ব্বনেশে কথা?
পিতা হয়ে নেয় পুত্তুরের মাথা?
এ শাস্তোর পেলে কোথা?
চুলোয় দিই তোমার শাস্তোর আর শাস্তোর কথা।

(পুঁথি কাড়িয়া লওন)

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দুর্গপ্রাঙ্গনে উত্তপ্ত তৈল কটাহ।

(সুধন্বা, সুরথ, কুবলয়া ও সভাসদ্গণ)

সুধন্বা। ভাইরে সুরথ--
ক'রো যতন পুরাতে পিতৃ মনোরথ।

ভেবেছিনু মনে—
অর্জ্জুনে জিনি রণে
আনিব বাঁধি তারে
সারথী গোবিন্দের সনে।
বিধি প্রতিবাদী
ঘটিছে অকাল মরণ।
অরাতি দলনে একা হও অগ্রসর
বড় দুঃখ, পেনু না অবসর
মাতৃভূমির রণভূমে হইতে সোদর।
একবৃন্তে দুটী ফুল
ছিনু দুটী ভায়ে মিলে,
সহসা প্রভাবতী ঝঞ্ঝা বায়ু হ'য়ে
একে ফেলিল ভূতলে।
অহো, অভাগিনী সে—দেখো তারে,
কেহ যদি বলে তারে কুবচন,
মোরনামে সবে ক'রো নিবারণ।
পিতার পড়িলে রোষ,
যদি করেন ক্রন্দন,
সান্ত্বনা করিবে তাঁরে
বলি সুমিষ্ট বচন।
মাতা যদি শোকেতে আমার
যান ত্যজিতে জীবন,
শোকাবেগ করো দূর

ধরি তাঁর দুটী চরণ।
সময় আগত প্রায়
দাওরে বিদায়।

(সুরথকে আলিঙ্গন)

সুরথ। দাদা—দাদা—ভাই—ভাই (ক্রন্দন)।

কুবলয়া। প্রাণের মাঝে কে যেন বলিছে "ভয় নাই""ভয় নাই'
(স্বগতঃ)
সম্মুখে ঐ জ্বলন্ত তৈল চিতা
নিশ্চয় লভিবে শীতলতা
কৃষ্ণ লীলা করিলে স্মরণ।
(প্রকাশ্যে)

শিশুকালে গোকুলে ননী ক'রে চুরি
হাসালে কাঁদালে গোপিনীকুলে খেলে কত চাতুরী।
কিশোরে দেখায়ে ত্রিভঙ্গিম রূপ মাধুরী
মজালে কিশোরী সবে, বধূ আর ঝিয়ারী।
বিবসনা অঙ্গনা সবার রূপ ভঙ্গিমা নেহারি
করিলে ছলনা, তাদের বসন গুলি হরি।
নামি যমুনার জলে, নাচিলে কালীয় শিরোপরি,
সব কালীয়ের নারী, ভুজগী বিষধরী, কাঁদিল ফুকারি।
গোকুল ভাসাল শক্র ঢালি মুষল বৃষ্টি বারি
বাঁচালে সকলে, করে ধরি ছত্র গোবর্দ্ধন গিরি।
আবার গুপ্ত পিরীতির কথা রাখিতে লুপ্ত করি
রাধা তরে কাননে, পুরুষ হয়ে, হ'লে অনুপমা নারী।

গোপী সনে খেলা, বৃন্দাবন লীলা সাঙ্গ করি
কুব্জা লয়ে হ'লে রাজা, গিয়ে মথুরা নগরী।
ভাসালে যশের তরি, গড়িলে দ্বারকাপুরী,
অবস্থিতি তথা শুনি, ল'য়ে ষোড়শ শত সুন্দরী।
দুর্ব্বাসা পারণ ভয়ে, কাঁদিলে দ্রুপদ কুমারী,
কৃষ্ণারে তারিলে, ঋষির উদরে বায়ু ভরি।
কাননে কাঁদিলা কৃষ্ণা, শুনিলে হতে দ্বারকা,
কোথা থাক, জানি নাকো, আমি যে বালিকা।
ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করিছ তুমি একা ;
জগৎ দেখিছে তোমায় পাণ্ডবের সখা।
ক্ষম পাপ শম তাপ প্রার্থনা আমারই,
সুধন্বার প্রাণ রক্ষা, ভরসা নামের তোমারই।

(কুবলয়া ধ্যানোপবিষ্টা)

(সুধন্বার গীত)

হে কাল ভয়বারণ, হয় অকাল মরণ, তুমি হে পরম রতন, শেষের দিনে।
কোথা কেশব, ক্ষণেক পরে হব শব, ঘুচে যাবে সব, দেখা দাও অভাজনে।
ছিল বড় সাধ মনে, অরি বিজয়ে জিনি রণে
আনিব বাঁধি পুলকিত মনে, তারে তোমারই সনে।
চাঁদিমা রাতি হ'ল অমানিশি, নীলাকাশ হাসিল বিজলী হাসি,
কোথা কাল শশী, উদয় হওহে আসি, এই হৃদয়াসনে।
স্মরি তব পদ কোকোনদে, ধরি ঐ মোহন মূরতি হৃদে,
ঝাঁপ দিলাম এ বিপদে, বুঝি চিরতরে মুদিতে দুনয়নে।

রাখিলাম শেষ আকিঞ্চন, করে ল'য়ে এই অসি শরাসন
রণভূমে করিব শয়ন, দলি অরাতিকুলে শানিত কৃপাণে ॥
"হরে কৃষ্ণ," "হরে কৃষ্ণ," "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" "হরে" "হরে,"
"হরে রাম," "হরে রাম," "রাম," "রাম," "হরে" "হরে॥"
"হরে মুরারে,""মধুকৈটভারে,""গোপাল""গোবিন্দ""মুকুন্দ""শৌরে"।
("জয় গোবিন্দ" "জয় গোবিন্দ" বলিয়া তৈল কটাহে প্রবেশ।)

কুবলয়া। (চমকিতভাবে উঠিয়া)
পশিল যেন কাণে বাঁশরীর তান,
এস এস হে বাঁশরীবয়ান।

(কুবলয়ার গীত)

বাঁশরী বাজায়ে, গোপিনী মজায়ে, কত খেলা খেলিলে মুরারি।
কালিন্দীর জল, করিলে নির্ম্মল, কালীয় নাগে দমন করি।
ছাড়ি কুল মজান বেশে, ভক্তি বশে কি প্রেম রসে,
সেবিছ তুমি গুড়াকেশে, সারথী বেশে হে চক্রধারি।
পশিয়ে প্রহ্লাদ অনলে, ডেকেছিল "হরি" ব'লে,
যেন কুহকীর কুহক বলে, তাপে শমে'ছলে, হে ত্রিতাপ হারি।
সুধন্বা পড়িল তপ্ত তৈলে, স্মরি তব পদ কমলে,
রাখ তাকে এ অকুলে, নিয়ে কোলে, হে অকুল কাণ্ডারি।
আমি পতিহীনা বালা, বুঝি না তব প্রেমখেলা,
ভজি খালি এই নামমালা, জুড়াও সুধন্বার জ্বালা,
দোহাই নামের তোমারি।

(তৈল কটাহে হরিনামের মালা নিক্ষেপ)

সুধন্বা। কে শমিল তাপ! আরতো দহন জ্বালা নাই। তবে কি গোবিন্দ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন? রণক্ষেত্রে পাবো আমি কৃষ্ণ দরশন?

(পুরোহিত সহ রাজার প্রবেশ)

সকলে। "কুমার সুধন্বা জীবিত আছে", "সুধন্বা জীবিত আছে" ধন্য কুবলয়ার "নাম সাধনা ব্রত"।

শঙ্খ। বোধ হয় তৈল নহে উত্তপ্ত
কার্য্যমত,
আন একটা নারিকেল ফল
লই পরীক্ষা একবার।

(একজন লোকের বহির্গমন ও নারিকেল আনিয়া পুরোহিতের হস্তে প্রদান। পুরোহিত কর্ত্তৃক তৈল পাত্রে নিক্ষেপ ও নারিকেল ফল ফাটিয়া শঙ্খের গাত্র দাহন)

(স্বগতঃ) উঃ যথার্থ বিষ্ণুতেজ
রক্ষিছে সুধন্বার জীবন,
ব্রাহ্মণ্য গর্ব্বে হইয়ে গর্ব্বিত,
হিংসে ছিলাম বৈষ্ণবের প্রাণ?
হয়েছে মহাপাতক সঞ্চয়,
ধৌত করি এবে
তৈল পাত্রে ফেলি আপনায়।

(সুধন্বার হস্ত ধারণ)

(প্রকাশ্যে) উঠ উঠ মতিমান,

বৈষ্ণব প্রধান,
ক্ষম অপরাধ ব্রাহ্মণের,
দিতেছি নিজ প্রাণ
বিনিময়ে তোমার।

(শঙ্খের তৈল পাত্রে পতন)

রাজা। কাষ্ঠ পুত্তলিকা প্রায়
দেখিছ কি দাঁড়ায়ে সকলে ?
শীঘ্র তোল ব্রাহ্মণেরে সবে মিলে,
ব্রহ্মহত্যা কর নিবারণ।

(পুরোহিতকে উত্তোলন)

শঙ্খ। মহাপুণ্যবান রাজা তুমি!
লভেছ এহেন বৈষ্ণব সন্তান।
পাণ্ডবীয় চমূ সমুচয়
সুধন্বা একা করিবে পরাজয়,
ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা নাহি হবে
কহিনু নিশ্চয়।

কুবলয়া। ভাই সুধন্বা!
ব্রাহ্মণ দানিছে অভয়,
অবহেলে হবে রণ জয়।
সাধ দেখিতে কৃষ্ণার্জ্জুনে
আন' বাঁধি সসম্মানে।
যাই জননীকে জানাই
বারতা সকল,

তোমা হ'তে দেখিব সবে
নারায়ণ ভকত বৎসল।

(কুবলয়ার প্রস্থান)

রাজা। শুন বীর পুত্র যুগল।
বরিলাম তোমাদের সেনাপতি পদে।
সাবধানে করিবে সমর।
পাণ্ডবের যুদ্ধ নীতি
অতীব জটিল,
আর কালের কুটিল যন্ত্রী
আছে তার সারথী ও সমর মন্ত্রী,
কৌরব সেনানীগণ
ধরাশায়ী যার কৌশলে
কিন্তু কি কাজ ছলে বলে,
জিন যুদ্ধ বাহুবলে,
অখ্যাতি না রহে ধরাতলে।
আন বাঁধি সেই কাল পুরুষে
মহিষী সহ তারে হেরিব হরষে।

সুধন্বা ও সুরথ। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।
মন্ত্রী। কিন্তু অবস্থা মত ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

(সুধন্বা ও সুরথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সুধন্বা। দেখ ভাই সুরথ।
চতুরঙ্গ শত্রুসেনা
ঘেরেছে দুর্গের চারিপথ।

করি উন্মুক্ত উত্তর দ্বার
ভেটিবে সবে একে একে।
পিতার সাহায্য হেতু,
রহ তুমি দুর্গ মধ্যে,
পশ্চিম দ্বার মুখে,
যাবৎ না দেখ মোরে
অতিক্রমিতে পশ্চিম দ্বার
বহির্দ্দিক হ'তে।
দেখিলে দুজনারে দুর্গের বাহিরে,
বিপক্ষ সেনানীগণ করিবে যতন
প্রবেশিতে দুর্গ মাঝে,
বৃদ্ধরাজা একা হবেনা সমর্থ
রোধিতে সে বিপুল বাহিনী।

সুরথ। আটজন সুদক্ষ সেনানী—
রয়েছে চারিদিকে চারিভাগে,
আক্রমন করে যদি একযোগে,
কে রক্ষিবে পৃষ্ঠদেশ তোমার।

সুধন্বা। সম্ভব, হবেনা হেন অন্যায় সমর।
বুঝি যদি হেন দুর্ব্বুদ্ধি,
ভেটিব সংবাদ
হবে সহজে কার্য্য সিদ্ধি।
বাহিরি সদল বলে,
অতর্কিত আক্রমণে

বা যে কোন কৌশলে
বিনাশিবে শত্রুগণে।
"সরলে সারল্যং
শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"

সুরথ। যদি সংবাদ না পৌঁছে সময়েতে।

সুধন্বা। ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যমুনা সঙ্গম স্থান।

(সন্ন্যাসবেশে লুব্ধক, অলক্ষে নন্দীর অবস্থান)

লুব্ধক। এইতো গঙ্গাযমুনা মিলন স্থান—
হংস, সারস, বক, কারণ্ডব
পক্ষি অগনন—
কেহ বা জলে দিতেছে সন্তরণ
কেহ বা স্থলে সুখে করে বিচরণ।
লুব্ধক নহে আর সে লুব্ধক এখন,
বধিবে তাদিকে অকারণ;

নাহি স্কন্ধে ধনু, পৃষ্ঠদেশে তুণ
হাতে তীক্ষ্ণ বাণ।
এখন হাতে কমণ্ডলু তার
স্কন্ধে মৃগচর্ম্মাসন ;
হা—হা, কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।
কিসে হ'লো তার ?
সুমতির তীব্র তিরস্কার
ফিরাইছে মূরতি তাহার,
এখন কেবল বাহ্যিক আকার।
চাহে নীচ পাপীমন তার
করিতে হরণ
সুমতির সতীত্ব রতন,
ধিক শতোধিক তার
এ পাপ জীবন।
কিন্তু কি আশায় সে—
ছেড়েছে দেশ, সবযুর তীর,
মাখে গায়ে ছাইমাটি
আর গঙ্গা নীর ;
কেনবা সে সেজেছে ফকির ?
ফকিরের বেশ তার মাত্র ফিকির,
না বধি প্রাণে, কেমনে গ্রাসিবে রুধির।
না—আর না—মন করি স্থির।

(পরিক্রমণ)

আহা কি দৃশ্য অনুপম ?
কৃষ্ণ সলিল নদী যমুনার
মিলিতে শুভ্রকায়া গঙ্গা সহ
বেড়েছে চিক্কণ বালুকাভূমি
আধ মেখলা আকারে ;
যেন কৃষ্ণ কালবরণ
বাঁকায়ে ক্ষীণ কটিখানি
প্রসারিছে বাহু—
বেড়িতে হাস্যময়ী রাধারে।
আসিছে তীরে কল্লোল ধ্বনি
মৃদুমন্দ সমীরে,
মনে হয় যেন কৃষ্ণ রাধা রবে
বাঁশরী ঝঙ্কারে।
"কৃষ্ণ" নাম সারমন্ত্র
জাগিল প্রাণে,
স্থান মাহাত্ম্য গুণে।
আনিব বশে গর্ব্বিতা সুমতিরে
এই মন্ত্র জোরে।
ওঃ ঘৃণিত চণ্ডাল বলি
দিল গালি মোরে ?   (পরিক্রমণ)
আয়ান ঘোষ রমণী রাধা গোপিনীরে,
বাজায়ে বেণু, ডাকিল কাণু কাননে,
রমণের আশে ;

পরনারী সুমতি সুন্দরী হরণে,
আমিই বা
হব পাপী কিসে ?
না—না—
কৃষ্ণ বাজাল বেণু
ধেনুগণতরে,
শুনি পঞ্চশর বিদ্ধা গোপী
গেল অভিসারে।
এ সমস্যার মীমাংসা
করিব কেমনে,
"কৃষ্ণ" নাম স্মরি এখন
বসি যোগাসনে। (চক্ষু মুদিয়া উপবেশন)

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। পুণ্য তোয়া গঙ্গা-যমুনা,
ভারতের দুটী নদী প্রধানা
মিলিতা এস্থানে।
যেন শান্তশীলা হাস্যমুখী ভামিনী দুজনা
নিরতা কহিতে ঐশ প্রেম কথা
একে অপরের কাণে।
হেরি এই দৃশ্য মনোলোভা,
জাগিল প্রাণে হর-হরি মিলন আভা।
মদন বিনাশী যোগীবর শিবে,
ছলিবারে নারায়ণ যবে

সাজিলেন মোহিনী রূপসী,
বামদেব হ'য়ে কামদেব
তারে বেড়িতে অভিলাষী ;
শ্রীহরি হাসি মৃদু হাসি
হরিলেন রজোভাব শিবের
আলিঙ্গনে তুষি,
তামসীর তম নাশি
যেন বিকাশিল শশী।
হ'ল আধ অঙ্গ হর, আধ অঙ্গ হরি,
গঙ্গোদকে প্রেম যমুনা তেমতি
ঢালিছে প্রেমবারি ;
মরি কি অপরূপ মিলন-মাধুরী।
আজি দেখি হর হ'ল হরির অরি ;
ভ্রাতা যেন তুষিবারে নিজ নারী
সোদরে ভাবিল তার বিষম বৈরি,
দেবখেলা কি লোকলীলা বুঝিতে না পারি।
এবে স্নানাহ্নিক করি সমাপন,
উদ্দেশে পুজি দেব বৃষভবাহন,
আবরি ছুটী নদীর মিলন স্থান
ঘন কুজ্ঝটিকায়,
শিবের আদেশ মত, রহি
গরুড়ের আগমন আশায়।

(নন্দীর ত্রিশূলহস্তে গঙ্গাতীরে উপবেশন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল (ভদ্রাবতীপুরী উত্তর দিকস্থ দুর্গদ্বার)

সুধন্ব', বৃষকেতু ও অর্জ্জুন।

সুধন্বা। কি নাম তোমার বীর,
শিক্ষা কার কাছে,
এসেছ করিতে সংগ্রাম
তুরঙ্গম হেতু পাণ্ডবের সাথে
ভদ্রাবতী পুরে।
ছাড় পথ, ভেটিব অর্জ্জুনে।

বৃষকেতু। বৃষকেতু নাম মোর,
পিতা—কর্ণ মহাবীর,
শিক্ষা—অস্ত্রমুখে হবে প্রকাশ,
সাধ্য থাকে
লও করি পথ, অস্ত্রবলে।

সুধন্বা। মহা বিষ্ণুভক্ত তুমি—
শুনেছি, তোমার বাল্যকালে
ব্রাহ্মণ বেশী বিষ্ণুরে
করেছিলেন তুষ্ট, বীর দাতাকর্ণ,
তব সুকোমল তনু দানে।
শঙ্কিত আমি তেঁই হানিতে অস্ত্র
তব পবিত্র কায়।

বৃষকেতু। শঙ্কা যদি হয়
ফিরে দাও হয়,
বল গিয়ে পিতারে তব
করিতে প্রণয়,
মানি পরাজয় ধনঞ্জয় কাছে।

সুধন্বা। পিতা মানি লবে পরাজয়,
থাকিতে সুধন্বা সমরে দুর্জ্জয় ?
এত স্পর্দ্ধা নাহি সয় ;
তবে লও পরিচয়
অস্ত্রবলের আমার। (বৃষকেতুর যুদ্ধ ও পলায়ন)

অর্জ্জুন। পাণ্ডব সেনাগণ !
কর অবরোধ পথ।

সুধন্বা। বৃথা চেষ্টা বীর ধনঞ্জয় !
অনর্থক হবে বল ক্ষয়।
অসহায় পাণ্ডব সেনা,
যদুবীর কৃষ্ণ বিনা
কার সাধ্য রোধে গতি মোর।
দেখ, বধিলাম সারথী তোমার
করিনু বিরথী তোমায় এইক্ষণে।
(নিকটে অগ্রসর হইয়া)
শুন হে গাণ্ডীবধারি অর্জ্জুন !
কুরুক্ষেত্র রণজয়ী বীর বলি
আছে বড়ই গর্ব্ব তোমার,

কহ দেখি শুনি
কোন যুদ্ধ জিনিয়াছ ভূতলে
বিনা কৃষ্ণ সহায়ে ?
সোদর ভ্রাতা তব, কর্ণ মহাবীরে
প্রহারিলে অস্ত্র নিদারুণ
অস্ত্রহীন রথহীন যখন ;
বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দেবে,
অস্ত্র গুরু, ব্রাহ্মণ দ্রোণে
পাড়িয়াছ কপট সমরে।
নাহি ভয়—দানিনু অভয়,
বিরথী তোমারে
করিব না অস্ত্রাঘাত।
ছিলে রাজ্যহীন বনবাসী যখন
বলেছিলে রাজা দুর্য্যোধনে,
হবে তুষ্ঠ পাণ্ডবগণ
পেলে গ্রাম পঞ্চখানা
পঞ্চভ্রাতার বসতির তরে।
হয়ে জয়ী কুরুক্ষেত্র রণে
পাণ্ডবগণ, অধীশ্বর এবে
হস্তিনা নগরে।
পাণ্ডবের রাজ্য তৃষা
মিটিল না তবু—
পাইলে চন্দ্র হাতে

চাহে মানব সূর্য্য ধরিতে,
ভাবে ভবে রবে চিরদিন
হবেনা মরণ কোন কালে।
ভগবান কৃষ্ণ সখা যার
কি হেতু এত লোভ তার
নশ্বর রাজ্য ধনে ?
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় আশে,
দস্যুপ্রায় ফিরিছ দেশে দেশে,
বিধ্বংসি ভারতের রাজকুল
দেশ দিতেছ ছারখার,
অশ্বমেধ যজ্ঞ ভাণ মাত্র তার।
এবে মানি পরাভব
যাও ফিরে নিজদেশ হস্তিনানগরে,
থাকে যদি আরও রণসাধ
মিটাব তা আমি অচিরে,
আন ডাকি তব সারথী গোবিন্দেরে।
তিষ্ঠ ক্ষণকাল—
দমি অন্য সেনানীগণে
আসিতেছি ফিরে
শত্রুশূন্য করি ভদ্রাবতী পুরী। (সুধন্বার প্রস্থান)

অর্জ্জুন। (স্বগতঃ)
গেল কোথা মোর সে বল বিক্রম,
রক্ষিতে নিজ সারথী হইনু অক্ষম।

যুঝি দেবরাজ সনে
হুতাশনের করালাম তৃপ্তি সাধন :
তুষ্টিলাভ করি অগ্নিদেব
দিল গাণ্ডীব হেন বিচিত্র শরাসন।
কিরাতরূপী দেবদেব চন্দ্রভালে
তুষিলাম মল্লযুদ্ধে বাহুবলে।
তুষ্ট পশুপতি
দিলেন মোরে অস্ত্র পাশুপত,
হয়েছে আর মহাস্ত্র কত করতলগত।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, পাঞ্চাল নগরে,
উত্তর গোগৃহ রক্ষাকালে বিরাট রাজপুরে,
বিমুখিলাম একা
কৌরবের অসংখ্য যোধগণে,
নিপাতিলাম ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ মহাশূরে
কুরুক্ষেত্র সমরে,
হ'য়েছিল এসব অসাধ্য সাধন
কৃষ্ণের কৃপাবলে,
লই শরণ এবে
তাঁর চরণ কমলে।
(প্রকাশ্যে) "হে গোবিন্দ, গোপীনাথ, গোপী প্রাণ বল্লভ,
হে মুরারি, মুরহর মুকুন্দ মাধব,
কোথা কংসারি, কৃপাময় কৃষ্ণ কেশব,
বিপদের ঘোরে ডাকে তোমা পার্থ পাণ্ডব।

বিরথী সুধন্বা-করে, পেনু অপমান,
এস সখা রথে, রাখ অর্জ্জুনের মান" ।
(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রণস্থলের অপরাপর পার্শ্ব ।

দুর্গের পূর্ব্ব দ্বার ।

(সুধন্বা, সাত্যকি ও সুবেগ)

সুধন্বা । (স্বগতঃ) দেখিতেছি—
অপূর্ব্ব সৈন্য বিন্যাস পদ্ধতি,
প্রতিভাগে দুই দুই সেনাপতি ।
(প্রকাশ্যে) ডুবাব আজ পাণ্ডবের খ্যাতি,
আগুবাড়ি দেহরণ
কে আছ দলপতি ।

সাত্যকি । অর্জ্জুনের প্রিয় শিষ্য, নাম সাত্যকি,
মৃগশিশু আগত কি হেতু সিংহের কবলে
পতঙ্গ প্রায় হবে দগ্ধ মম শরানলে ।
সুবেগ কর রক্ষা পদাতিক দলে ।

সুধন্বা । মাত্র তোমার মনের আবেগ
কে সহিবে মম রণ বেগ ?
করিব না সেনার দুর্গতি ।
শুন, শুন, সুবেগ সাত্যকি,

একালে কর আক্রমণ দুজনে
দেখি তোমরা কেমন ধানুকি।
(সাত্যকি ও সুবেগের যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন)

দক্ষিণ দ্বার

(সুধন্বা, প্রদ্যুম্ন ও যুবনাশ্ব)

সুধন্বা। কোন জন নায়ক, কিবা জান যুদ্ধনীতি,
দেখাও পরাক্রম যুঝি সুধন্বা সংহতি।

উত্তর। কৃষ্ণের নন্দন প্রদ্যুম্ন আর যুবনাশ্ব ভূপতি।
বালক, দেখাও কত ধর শক্তি,
শিশু সহ রণে কিবা হবে প্রীতি।

সুধন্বা! ওহে নারীর হৃদয়, কৃষ্ণের তনয়!
রণভূমে কি আর দেখাব প্রণয়,
বালক সুধন্বা বড় কঠিন হৃদয়,
লও তবে একবার বলের পরিচয়।
(প্রদ্যুম্নের যুদ্ধ ও পলায়ন যুবনাশ্বের অগ্রসর)
হে মহামানি, যুবনাশ্ব নৃপতি,
কব পলায়ন অশ্বগতি।
এই দুর্দ্ধর্ষ বালকের রণে
ঘটিবে লাঞ্ছনা পাবেনা নিষ্কৃতি
অনর্থক হবে অশেষ দুর্গতি।

(যুবনাশ্বের যুদ্ধ ও পলায়ন।)

পশ্চিম দ্বার।

সুধন্বা। বিলুপ্তপ্রায় পাণ্ডব গরিমা
হও অগ্রসর, অবশিষ্ট নায়ক যে জনা।

কৃতবর্ম্মা। বালক? বৃথা এ অস্ফালন,
অচিরে হেরিবে শমন ভবন।

সুধন্বা। কে তুমি, দেহ পরিচয়, সহেনা বিলম্ব।

কৃতবর্ম্মা। বীর কৃতবর্ম্মা নাম মোর.
সাথে দৈত্য অনুশাল্ব।

সুধন্বা। শুন কৃতবর্ম্মা,
হীন কর্ম্মা তুমি অতি,
'বীর' বলি না সম্ভাষ আপনায়।
দ্রোণপুত্র নৃশংস অশ্বথামা যখন,
পঞ্চপাণ্ডব ভাবি—
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র করিল হনন,
দ্রৌণি সহায়ে, নিশীথ সময়ে
চৌর সম পশেছিলে পাণ্ডব শিবিরে।
সশস্ত্র দাঁড়ায়ে দ্বার মুখে,
বধেছিলে অকাতরে
সুপ্তোত্থিত প্রাণভয়ে পলায়মানা যোধগণে।
ভেবে দেখ মনে,
কি বীভৎস কর্ম্ম করেছিলে তুমি।
এসেছ এবে বীভৎসুর বন্ধু সাজি,
আগুলিতে পাণ্ডবের যজ্ঞ বাজী,

আনিয়াছ সাথে দৈত্য একজনে
ধিক্ তোমার ঐ ঘৃণিত জীবনে।
দেখি কত ধূর্ত্ততা খেল রণে।

(কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ ও পলায়ন
অনুশাল্বের অগ্রসর যুদ্ধ ও পলায়ন)
(সুধন্বার প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণভূমি নিকটস্থ বনভূমি।

জনৈক পাণ্ডব সৈন্য, জনৈক যাদব সৈন্য।

(পাণ্ডবসৈন্যের তরবারির বাঁটের উপর গণ্ডস্থল রাখিয়া উপবেশন
যাদবসৈন্যের আগমন)

যাঃ সৈন্য। কি দাদা, হেতিয়ারে মাথা ঠেকিয়ে এই বনের
ধারে ব'সে কি ভাবচ্ বল দেখি?

পাঃ সৈন্য। তোমাদের দিকটার কি ভাব বল দেখি?

যাঃ সৈন্য। কি আর সে বল্‌বো, দাদা,
দেখচো তো পায়ে এক পা কাদা,
ডিঙ্গিয়ে এসে যত খানা ডোবা
নামটা রেখেছি বজায় ভূতের বাবা।

পাঃ সৈন্য। সে আবার কি রকম?

যাঃ সৈন্য। একদম বেদম।

যণ্ড মার্কণ্ডো সর্দ্দার দুটো দাড়াল রুকে,
আর আমরা সব দাড়ানু এই বুকটা ঠুকে,
(তথাকরণ)
ছোড়াটা দু চার পা বাড়াল,
আর ঝড়ে যেন কদমফুল ছেটকাল,
ধেনুকে মারলো কসে একটা চাপ্,
সর্দ্দার দুটো ছাড়্লো ডাক বাপ্-বাপ্,
দে রড় দে রড় করে দিলে লম্বা,
দেখে শুনে সব হনু হতবম্বা
এই ডাক্ ছেড়ে হাম্বা-হাম্বা, (তথাকরণ)
উঠি তো পড়ি করে এখানে লম্বা।
ছোঁড়াটা দেখতে বেশ নধর কচি
পেটে কিন্তু গজ গজে লড়াইএর বিচি ।

পাঃ নৈন্য । আমিও সেই কথাটা বসে বসে ভাবচি
একেই বলে বারহাত কাঁকুড়ে তের হাত বিচি ।
দাড়ানু সবাই মিলে ঝাক বেঁধে
যেমন পুকুরের সব বেঙাচি,
ছোঁড়াটা ছাড়লে তীর একটা
ছুটলো যেন কেউটে সাপের হাঁচি,
রথ চালনদারের গর্দ্দানটা দিলে ঝুড়ে
যেন কাটলে টিকি দিয়ে একটা কাঁচি,
সর্দ্দার ছাড়চে ডাক, এস কেষ্ট রথে
তবে যদি এ যাত্রা বাঁচি ।

যাঃ সৈন্য। তারপর ?

পাঃ সৈন্য। বইলো লড়াইয়ের ঝড়
তেরাসে উঠলো গায়ে শিড়-শিড়ি
আর ঝপ করে মারলুম হাঁমাগুড়ি
(তথাকরণ)
আর মুড়োমুড়ি এইখানে পাড়ি।

যাঃ সৈন্য। রথখানা বুঝি আর চল্‌লো না ?

পাঃ সৈন্য। বোধ হয় এবার দেশমুখে রওনা।

যাঃ সৈন্য। আমাদের পাওনা থোওনা।

পাঃ সৈন্য। সে কথা আর ছেড়ে দাওনা।

যাঃ দৈন্য। তা একটা মতলব ভেঁজে দেখলে হয়না ?

পাঃ সৈন্য। মাথাটা একবার খেলিয়ে দেখনা।

যাঃ সৈন্য। সর্দ্দার অর্জ্জুন যেসা পাকা লড়নদার
ভদ্রাদিদি, জরু তার তেসা পাকা চালনদার
খুব হুঁসিয়ার দাদা, খুব হুঁসিয়ার
এসব বড় ঘরের কথা যেন না হয় পেরচার।

পাঃ সৈন্য। সুভদ্রাঠাকরুণ রথ চালনদার
তুমি কি করে জানলে।

যাঃ সৈন্য। ভদ্রাদিদি গেল নাইতে যমুনার জলে,
অর্জ্জুনকে দেখে পথে, পড়লো দিদি ঢ'লে
মনটী বুঝে অর্জ্জুন, তারে রথে নিলে তুলে।
তা শুনে নাঙ্গল দাদা রাগে গেল জ্বলে !
(তথাকরণ)

'মার' 'মার' 'ধর' 'ধর' করে ছুটনু সকলে
দেখনু গিয়ে, ভদ্রাদিদি ঘোড়া চালালে
ধেনুক হাতে অর্জ্জুন, তার কাছে আড়ালে।
খানিকটা খুব লড়াই, চল্‌লো দুদলে,
মুরলীধর দাদা এসে, লড়াই থামালে,
হুলুধ্বনি গেল পড়ে, মেয়ে মহলে
বল্লে সবাই, ভদ্রার বর গেছে মিলে।
খুব হুঁসিয়ার দাদা, খুব হুঁসিয়ার
বড় ঘরের কথা এ সব যেন না হয় পেরচার।
যোদ্ধা তা দাদা এই তো সব শুনলে মতলবটা এই
যদি ভদ্রাদিদিকে আনিয়ে বসিয়ে দাও রথে,
দিদিরাণীর চাঁদপানা মুখ দেখে
ছোঁড়াটার হাতের তীর ধেনুক থেকে যাবে হাতে
আর আমরা হেতিয়ার চালাব দু হাতে।

(সুধন্বার প্রবেশ)

সুধন্বা। (স্বগতঃ) যেন সৈন্য কোলাহল শুনিনু এই বন প্রান্তে। শত্রুসৈন্য কি গ্রামে প্রবেশ করবার চেষ্টা করচে। (সৈন্যদ্বয়কে দেখিয়া)
(প্রকাশ্যে) কারা তোরা। শত্রু সেনা। গ্রামের মধ্যে ঢুকে লুটপাট করবার মতলব আঁটচিস বুঝি?

যাঃ সৈন্য। না—হ্যাঁ—কে খোকা বাবা। এই হেতিয়ার ফেল্লুম। ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করোনা, বাবা।

সুধন্বা। না, তোমাদের ভয় নেই। তোমরা কি বলাবলি করছিলে বল।

যাঃ সৈন্য। (পাণ্ডব সৈন্যকে দেখাইয়া) এই ওদের সর্দ্দার অর্জ্জুনের রথ চালনদার সাবাড় হয়েছে লড়াই আর চলবেনা, দেশে রওনা হতে হবে বলছিল আর কিছু না, খোকাবাবা, তেমন আর কিছু না।

(ভয়ে কম্প)

সুধন্বা। (স্বগতঃ)

তবে কি এ অধম দর্শন পাবে না, দয়াময় ?

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা। তোমাদের ভয় নেই। একটা কাজ করতে পার যদি (গলায় মুক্ত হার দেখাইয়া) এই পুরস্কার পাবে। অর্জ্জুনের রথে আর কোন সারথী এয়েছে কি না এই খবরটা দিতে পার ? আমি এখানে একটু বিশ্রাম করি ;

যাঃ সৈন্য। এখনি আমরা এনে দিচ্চি। (পাঃ সৈন্য প্রতি) দাদা চলে এসনা আধাআধি হবে এখন।

সুধন্বা। দেখো যেন বিশ্বাস হারাইও না।

যাঃ সৈন্য। তোমার ব্যাটার দিব্বি, কখনই না।

(উভয় সৈন্যের প্রস্থান)

সুধন্বা। স্মরি যাঁর সুধামাখা নাম

তৈল দহন হ'তে পেনু পরিত্রাণ,

স্মরি যাঁর গুণগ্রাম,

যুগে যুগে মনুর সন্তান

কেহ করে ফল ফুল দান,
কেহ দেয় আত্মবলিদান,
সেই পূর্ণব্রহ্ম পরম চৈতন্য
কৃষ্ণরূপে অবনীতে অবতীর্ণ।
হেরে সেই পরাৎপর সারাৎসারে
ত্যজিলে এই পঞ্চভূতাত্মক কলেবরে
ছিঁড়িব কালের কঠোর শাসন ডোরে
হবেনা ফিরিতে আর এ ঘোর সংসারে। (পরিক্রমণ)
কই, দুজনার একজনা তো এলনা ফিরে ?
ওঃ। বুঝিনু হে গুণ-সিন্ধু, না দানিলে কৃপাবিন্দু
তোমার পথের মিলেনা কোন বন্ধু।
দেখা দাও দয়াময়, দীনশরণ দীনবন্ধো। (প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকাপুরী

শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী ও গরুড়।

রুক্মিণী। হে দ্বারকানাথ। পাণ্ডবের সখ্যতা রাখ্‌তে বহুদিন হস্তিনাপুরে কাটিয়ে এসেছিলে। আমরা সব পুরনারী তোমার বিরহে কাতর হয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখন তোমায় পেয়ে যেন সবাই পুনর্জ্জীবন লাভ করেছি। নিজে অস্ত্র না ধরে কেমন করে ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণাদি মহারথীগণের বিনাশ

সাধন করেছিলে, গল্পচ্ছলে সকলকে সে কথা বলেছিলে। কিন্তু আমাদের প্রিয়তম ভাগিনেয় অভিমন্যুর মৃত্যু কথা এতাবৎ গোপন রেখেছিলে। প্রাণের "অভি" নাই এই দুসংবাদ শুনে পুরনারী সবাই হা হাকার করচে আর তোমার কালভয় বারণ 'কৃষ্ণনামে' ধিক্কার দিচ্চে। আহা হা, অভির চাঁদমুখখানি যেন চক্ষের উপর ভাস্‌চে (ক্রন্দন)। অভির মৃত্যুকথা কেনই বা গোপন রেখেছিলে আর কেনই বা অভিকে রক্ষে কর্‌লেনা জান্‌তে আমার বড় কৌতূহল হচ্চে ?

কৃষ্ণ। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুসংবাদ সহসা কখন কাকেও দিতে নাই। মৃত্যুসংবাদ কখন অজানিত থাকেনা, কোন না কোন সূত্রে পরে সকলেই শুনতে পায়। আর আগমন মাত্র যদি অভির দুঃসহ মৃত্যু সংবাদ দিতাম তাহলে আমার বহুদিন অদর্শনের পর আমার দর্শনজনিত সুখ লাভে সকলেই বঞ্চিত হ'তে। তাই বলি নাই। আর কলঙ্ক আমার সকল কালেই আছে। আমি কালের সৃষ্টিকর্ত্তা বটে কিন্তু কালের কর্ত্তৃত্ব কালের হাতেই রেখে দিয়েছি। কালের শাসনে বা কর্ম্মফলে সকল জীবকেই সংসারে আস্‌তে হয় আর নিরূপিত কাল শেষ হলেই কালের বশে ইহলোক ত্যাগ করে। আমি তার দ্রষ্টা মাত্র। কালের বশে মনুষ্যগণ যে স্বল্পদিনের

জন্মে পৃথিবীতে, থাকে সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের হৃদয়ে সমুদ্রতরঙ্গ মত অগণিত বাসনা রাশির অনবরত উত্থান ও পতন হয়। এই সকল জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ অসংখ্য বাসনারাশির মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু প্রবলতম বাসনা থাকে, সেইটী মনুষ্য জীবনের মূল বাসনা। কেবল মহাপুরুষেরাই সেই মূল বাসনার সূক্ষ্ম গতিকে বুঝ্‌তে পাবে আর সেই মত কাজে জীবনকে চালিত করিতে যত্নবান হয়। অপরে ঐ সূক্ষ্ম বাসনার গতিকে বুঝে উঠতে না পেরে, অন্যান্য বাসনার বশবর্ত্তী হয়ে স্রোতের কুটার ন্যায় চালিত হয় আর জীবনে উন্নতি বা অবনতির ফলে খ্যাতি বা অখ্যাতি রেখে ইহধাম ত্যাগ করে। ফলে পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে সংসারে আস্‌তে হয়। এবিষয়ে আরও সূক্ষ্ম তত্ত্ব তোমাকে সময়ান্তরে বুঝিয়ে দেবো। অভিমন্যুর হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম প্রবলতম বাসনা ছিল—"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর" নাম রেখে ইহলোক ত্যাগ ক'রবে। অভিমন্যুর সেই বাসনার তীব্র বেগ ধীর বৃদ্ধ মহারথ দ্রোণের হৃদয় মধ্যে ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। উহার ফলে বৃদ্ধ দ্রোণের ক্রোধভাব দুর্য্যোধনাদি ক্রূর যোদ্ধাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হ'য়ে অন্যায় যুদ্ধে সপ্তরথীর দ্বারা অভিমন্যুর মৃত্যু সংঘটন করেছিল, সপ্তরথীর দ্বারা

নিহত হওয়াই অতীব বীরত্বের পরিচয়। ঐ সূক্ষ্ম প্রবলতম বাসনার বলে বা ফলে মানবগণ আপন আপন কার্য্য সাধন ক'রে লয়। উহার শক্তি এত প্রবল যে আমার উহাকে রোধ করবার ক্ষমতা নাই। সেই জন্য "আমার ভাগিনেয়" এই ব্যবহারিক সম্বন্ধ ধ'রে অভিকে রক্ষা করতে গেলে সক্ষম হতাম্ না। ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণাদি শূরগণ আমাকে (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে) চক্ষের সাম্‌নে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেহত্যাগ কর্‌বে এই সূক্ষ্মতম বাসনা লয়ে সংসারে জন্ম গ্রহণ করেছিল। তাই অর্জ্জুনের রথের সারথী হ'য়ে অর্জ্জুনের হাতে তাদের নিধন কার্য্য শেষ কর্‌তে হয়েছিল। অর্জ্জুন সেই কাজের নিমিত্ত মাত্র। অর্জ্জুনের শক্তিতে তাদের মৃত্যু সাধন হয় নাই। সাধারণ লোকে এই নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ কর্‌তে অক্ষম। সেই কারণে আমাকে কালের কর্ত্তা, সর্ব্ব কার্য্যের কর্ত্তা ভেবে শোকে দুঃখে আমারই উপর সতত দোষারোপ ক'রে থাকে। আর তাই ক'রে তারা তবে কিছু শান্তি পায়—আমার নামের এমনি মাহাত্ম্য। তা ছাড়া তাদের ক্ষণিক তৃপ্তিলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তোমার এ সম্বন্ধে যদি কোন সংশয় থাকে আর এক সময় বুঝিয়ে দেবো।

রুক্মিণী। ব্যস্ত হবার সম্প্রতি কি কোন কারণ আছে, প্রভু?

কৃষ্ণ। যুগ-যুগান্তরের আমার বিভূতির কথা তুমি জান। আমার নৃসিংহ মূর্ত্তির পূজা ক'রে ভদ্রাবতীপুরে হংসধ্বজ রাজার মহিষী সুধন্বা আর সুরথ নামে দুই মহা বলবান পুত্র লাভ করেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণাদির ন্যায় তাদেরও প্রাণের সূক্ষ্মতম প্রবল বাসনা—আমাকে সম্মুখে দেখে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। আমার তেজাংশে তাদের জন্ম। সুধন্বা অর্জ্জুনকে বিরথী করেচে। প্রিয় সখা অর্জ্জুন কাতর হ'য়ে আমাকে স্মরণ কর্‌চে। আমাকে এক্ষণে ভদ্রাবতীপুরে অর্জ্জুনের রথে গিয়ে অবস্থান কর্‌তে হবে। আমি গরুড়কে আহ্বান কর্‌চি। তুমি এখন অন্য কক্ষে যাও।

(রুক্মিণীর প্রস্থান)

হে বিনতানন্দন মহাবল গরুড়!
শীঘ্র এস।

(গরুড়ের আগমন)

গরুড়। মর্ত্তভূমে সহসা কি হেতু আহ্বান, প্রভো? দাস উপস্থিত।

কৃষ্ণ। বিশেষ প্রয়োজন হয়েচে। আমায় স্কন্ধে বহন ক'রে ভদ্রাবতীপুরে অর্জ্জুনের রথে রেখে আসবে চল।

গরুড়। যথা আজ্ঞা, প্রভো।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

অর্জ্জুন, সাত্যকি প্রভৃতি সেনানীগণ।

(অর্জ্জুন নয়ন মুদিত করিয়া অবস্থিত)

(সাত্যকি, সুবেগ, প্রদ্যুম্ন, যুবনাশ্ব, কৃতবর্ম্মা ও অনুশাল্বের প্রবেশ)

সাত্যকি। শিক্ষামত বাণ করিনু সন্ধান,
নিমিষে সুধন্বা করিল খান খান,
কেতকী কুসুম কায় হয়েছি সকলে ;
যেমন প্রলয়ের ঝড় করে লণ্ড ভণ্ড
কদলী বৃক্ষের দল
তেমনি পাণ্ডব সেনাদল হয়েছে ছিন্ন ভিন্ন
সুধন্বার শরজালে।

প্রদ্যুম্ন। বুঝিয়া কর বিহিত বীর ধনঞ্জয়
সুধন্বা একা সবারে করিল পরাজয়।

কৃতবর্ম্মা। দেখেছিলাম, আর্জ্জুনির বিক্রম
কুরুক্ষেত্র সমরে,
তাহ'তে নৈপুণ্য অধিক সুধন্বা ধরে,
"সুধন্বা" যোগ্যনাম দিয়াছে তাহারে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও গীত)

দেখ সখে, দেখ চেয়ে, এসেছি রথে।
রথে মাম্ বামনম্ দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

রথোপরি উঠে পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিনাদ,
শুনি যে ধ্বনি, কৌরব বাহিনী গণিল প্রমাদ।
ঘুচাও বিষাদ, লও হে প্রসাদ, দেহ অশ্বল্গা হাতে।
রথ নেমির নির্ঘোষে, সখা, নিনাদিত ত্রিভুবন,
বিপুচয় পেয়ে ভয়, করে দূরে পলায়ন ;
ভেদ করি সপ্ততালে, উঠে ধ্বনি তালে তালে,
দিগন্ত ব্যাপিয়া ধ্বনি ছুটিছে বিমান পথে॥

(সুধন্বার প্রত্যাগমন ও শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুনের রথে দেখিয়া)

সুধন্বা। ধন্য ধন্য হে পার্থ,
হ'লাম কৃতার্থ,
দেখিলাম জগন্নাথে
রথেতে তোমার।
তোমা সম ভক্ত নাহি ত্রিভুবনে,
আর না নিন্দিব তোমায়,
বাজিবে গোবিন্দের প্রাণে।

অর্জ্জুন। বাখানি বীরত্ব, সুধন্বা, তোমার।
বালক ভাবি'
উপেক্ষায় করেছিলাম রণ,
নাহিক নিস্তার আর মোর হাতে।
করিনু প্রতিজ্ঞা—
তিনবাণে লব তব শির।

সুধন্বা। বৃথা গর্ব্ব হে কিরীটি !
কর নাই উপেক্ষা আমারে।

মনোরজ্জু সঁপিলে যাঁর শ্রীপদে
দশাশ্বযুক্ত দেহরথ চলে অবাধে
রয়েছিলে অপেক্ষায়
সেই সারথ্যোত্তম গোবিন্দের।
শুন বীর ধনঞ্জয়—
ছিল বীর এক, সমযোদ্ধা মম,
অভিমন্যু, পুত্র তব,
দেখ নাই বীরত্ব তাহার,
কিরূপে যুঝিল একা
সাতজন মহারথী সনে।
হয়েছ অষ্ট রথী একত্র সমবেত,
কৃষ্ণ যদি করেন অনুমোদন
সবে এক কালে কর আক্রমণ,
একা আমি বিমুখিব সবারে
কিম্বা
পাড়িব কাটি, অৰ্দ্ধপথে,
তিন বাণ তব একটি শরেতে
নিশ্চয় কহিনু আমি,
কৃষ্ণের সাক্ষাতে।

কৃষ্ণ। রাজা হংসধ্বজপুত্র মহাবলবান,
কেন সখা করিলে প্রতিজ্ঞা এমন ভীষণ,
অসম্ভব, সুধন্বার পরাজয়।

অর্জ্জুন। যাঁর ইচ্ছায় হয়, সৃষ্টি, স্থিতি লয়,

পঙ্গুর করে গিরি উল্লঙ্ঘন,
যাঁর কৃপাবলে, গগনে রবি শশী জ্বলে,
ঘন ঘোরনাদে সিন্ধু উল্লাসে উথলে,
হ'লে কৃপা তাঁর, কিছু নহে অসম্ভব ভূতলে ;
অসম্ভব হবে সম্ভব তোমার কৃপায়।

(যুদ্ধ)

সুধন্বা। এই দেখ বীর ধনঞ্জয়,
বীরগর্ব্ব তব হ'লো ক্ষয়,
পাড়িলাম কাটি ভূতলে
তিনবাণ তব একটি শরেতে।

(অর্জ্জুনের অধোবদনে অবস্থান)

কৃষ্ণ! সখা! না হও বিষন্ন বদন,
কর বৈষ্ণবাস্ত্র সন্ধান,
ভূপাতিত ভগ্নবাণ কর উত্তোলন,
ঐ ভগ্নবাণ করিবে সুধন্বার নিধন।

(অর্জ্জুনের তথাকরণ)

সুধন্বা। হা পিতঃ, নারিলাম করিতে তব বাসনা পূরণ।
হা কৃষ্ণ করুণাময়, দেখা দাও নারায়ণ!

(পতন ও মৃত্যু)

কৃষ্ণ। সুধন্বার তুল্য বলী, ভ্রাতা তার সুরথ,
শুন শুন বীরভাগ সব,
স্ব স্ব স্থানে গিয়া কর অবরোধ পথ।

(পাণ্ডব সেনানীগণের প্রস্থান)

শুন, গরুড় মহাবল,
সুধন্বা মহারথ
ছিল পরম ভক্ত মোর,
লও তুলি রণভূমি হ'তে
ছিন্ন মস্তক তার,
করগিয়া নিক্ষেপ প্রয়াগ-তীর্থে,
গঙ্গাজলে।

(সুধন্বার মুণ্ড লইয়া গরুড়ের প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুরথের সহিত পাণ্ডব সেনানীগণের যুদ্ধ।

পশ্চিমদ্বার।

সুরথ। (স্বগতঃ)

এই তো হেরিনু, সব বিপক্ষ সৈন্য
হ'ল ছিন্ন ভিন্ন
সুধন্বার শরাঘাতে,
পুনঃ আসি মিলিছে চারিভিতে।
চিত মোর বড়ই অস্থির,
সুধন্বা কি পড়িল বিপদে!
না, আর না, হইনু বাহির।

(প্রকাশ্যে) ভদ্রাবতীর সেনাগণ?
কর উন্মুক্ত দুর্গদ্বার,

বীরদাপে প্রবল প্রতাপে
কর আক্রমণ অরিকুলে।
"আরে আরে দুর্ব্বৃত্ত পাণ্ডবের দল
সিংহশিশু নাহি ডরে ফেরুপালে।
নিষ্কোসিত অসি এই কর দরশন,
ইহাতে সবার মাথা ছেদিব এখন।"

(কৃতবর্ম্মা ও অনুশাল্বের যুদ্ধ ও পলায়ন)

দক্ষিণ দ্বার।

প্রদ্যুম্ন ও যুবনাশ্বের যুদ্ধ ও পলায়ন)

পূর্ব্বদ্বার।

(সাত্যকি ও সুবেগের যুদ্ধ ও পলায়ন)

উত্তর দ্বার।

(সুরথ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন)

সুরথ। (স্বগতঃ) পাণ্ডবের তিনটী ব্যূহ
ভেদিনু একে একে,
সুধন্বার সহ মিলিবার আশে।
ভদ্রাবতী সেনার হ্রাস কিন্তু
দেখি যে ক্রমেতে,
যত্ন মম বুঝি হ'লো বিফল,
উঠিছে প্রাণে ত্রাস,
সুধন্বা কি হারাল প্রাণ
শত্রুর করেতে ?

অর্জ্জুন। যাও চলি, বালক, রণস্থল হ'তে,
সুধন্বার সমগতি হবে রে তোমার।

সুরথ। পাষণ্ড? বধেছ বুঝি অসহায় ভ্রাতারে আমার?
আজ রথ সহ ডুবাব তোমায় সাগরের জলে।

(অর্জ্জুনের রথকে বেষ্টন)

কৃষ্ণ। সুধন্বা হতে বলবান সুরথ
দহিক বলে,
সখা, দিওনা অবসর!
পুনঃ কর বৈষ্ণবাস্ত্রের অবতার,
এখনি কাটিয়া পাড় মস্তক উহার।

(অর্জ্জুনের তথাকরণ সুরথের পতন ও মৃত্যু)

সুরথ। হা কৃষ্ণ করুণাময়, দেখা দাও এসময়।

অর্জ্জুন। ক্ষত্র ধর্ম্ম বড়ই নিষ্ঠুর,
বধিলাম এখনি দুটী বালবীর।
কহ কৃষ্ণ, কহ নারায়ণ
আরও কত এ হেন কঠোর কাজে
নিয়োজিবে এ অধমে?

কৃষ্ণ। কাল পূর্ণ হলে
কেহ না রহে ধরাধামে।
মায়ায় রচিত জগৎ, কেহ নহে কার,
সব শূন্য, শূন্যময় জগৎ সংসার।
সখা! কর শোক সম্বরণ,
চল যাই পদব্রজে

ভদ্রাবতী পুরী মাঝে,
মিষ্ট ভাষে করি তুষ্ট
পুত্রহারা রাজা হংসধ্বজে।
দ্বারকায় ফিরিব সত্বর,
পথমাঝে আছে কাজ গুরুতর।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রয়াগ-তীর্থ গঙ্গা যমুনা সঙ্গম স্থল।

(নন্দীর ও সন্ন্যাসীবেশী লুব্ধকের চক্ষু মুদিত করিয়া দুই কোণে অবস্থান)

(গরুড়ের প্রবেশ)

গরুড়। (স্বগতঃ) বিশ্বম্ভর মূরতি হৃষিকেশে
পৃষ্ঠদেশে বহি অনায়াসে,
ক্ষুদ্র এই ছিন্ন নরশির
হতেছে বোধ সুমেরু সমান ভার।
বিমানপথ হারা, নামিনু নদীতীর স্থান
সঠিক হ'লোনা নিরূপণ
গঙ্গা যমুনা মিলন স্থান।
বড়ই ক্লান্ত আমি এবে,
লই বিশ্রাম ক্ষণেকের তরে
এই গঙ্গা নদী তীরে।

(সুধন্বার ছিন্ন মুণ্ড ভূতলে স্থাপন ও নন্দীর উত্থান)

নন্দী। কি হে পক্ষিরাজ, গরুড় ভায়া যে ?
বলি, স্বর্গথেকে একেবারে হঠাৎ মর্ত্তধামে
অবতরণের কারণটা কি ?

গরুড়। গিয়েছিলাম বহুদূরে,
ভদ্রাবতীপুরে, হংসধ্বজ রাজ নগরে,
আনিতে ঐ ছিন্ন শির
রাজকুমার সুধন্বার।
প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আদেশ—
ফেলিতে হবে ঐ মুণ্ড গঙ্গাজলে
যমুনাসঙ্গমস্থলে।

নন্দী। তা বেশ।
অমন ক'রে ব'সে কেন গঙ্গার তীরে,
গঙ্গাকে প্রভু তোমার, পা থেকে ফেল্‌লেন দূরে,
প্রভু "শিব" আমার রাখলেন তাঁরে শিরে ধ'রে।
তোমার প্রভুর লীলা খেলা, যমুনার তীরে আর নীরে,
এতকাছে গঙ্গা,তবু এলেন না একবার,যমুনার পারে।
এখন বুঝি পাঠালেন অনুচরে
আগের সত্ত্ব বজায় করবার তরে।
শিবানুচর আমি, দিব না তোমারে
থাক্‌তে ব'সে এই গঙ্গার ধারে,
যাও জানাও গিয়ে তোমার প্রভুরে।

গরুড়। আরে—খালি বল্‌চো রে—রে,
আছে বুঝি তোমায় ভূতে ধ'রে,

ক্লান্ত আমি এবে, নইলে
ক'র্তাম্ তোমায় নেজেগোবরে
আর ভূত ছাড়াতাম্ এক থাবড়ে।

নন্দী। বটে ? অণ্ডজ পক্ষীজাতির এত বল ?

গরুড়। কুল যার নাই, সেই তো অন্তজ,
পক্ষীজাতি বলি ঘৃণা যদি হয়,
"ভূত জাতি" "শিবদাস" ছাড়া আছে কিবা আর
দিতে তোমার কুলের পরিচয়।
সবে জানে—কশ্যপের পুত্র আমি
জনম বিনতাউদরে।
দাসীত্ব পণে, ছিল বাঁধা মাতা বিনতা,
নাগমাতা বিমাতা কদ্রুর সকাশে।
মাতার দাসীত্ব মোচনের আশে
গিয়েছিনু স্বর্গে, সুধা আনিবার তরে।
দেবাসুর সনে বাধিল সমর
একা পরাজিনু সবে, ছিল না দোসর,
বিস্ময় মানিল হরি হরে।
দেখি মোর বল, দেবতা সকল
দিল মোর নাম গরুড় "মহাবল"।
অকারণ করিলে কোন্দল
দিব সমুচিত প্রতিফল ;
বেড়িয়া তোমায় এই পক্ষ যুগলে
করিব নিক্ষেপ সাগরের জলে।

নন্দী স্ব স্থানে সবাই প্রবল।
এটা ভূমিতল, নহে নভোমণ্ডল,
পক্ষী ভায়া, কেমনে দেখাবে বল।

গরুড়। আঃ, বাড়ালে বড়ই গণ্ডগোল,
দেখা যাক তবে, কার কত বল।
তবে রে বর্ব্বর ?

(নন্দীকে আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ ও পরে বেগ সংগ্রহের জন্য শূন্যে উড্ডীয়ন ও নন্দীর সুধন্বার মুণ্ড লইয়া প্রস্থান)

নন্দী। হয়েছে উদ্দেশ্য সিদ্ধি মম।
এই মুণ্ড লয়ে করিনু প্রস্থান,
গরুড় ভায়া, এখন
মনের সুখে করহ বিশ্রাম। (নন্দীর প্রস্থান)

গরুড়। বুঝিলাম এতক্ষণে শিব দূতের ছল,
ছিন্ন মুণ্ড তরে বাধাল কোন্দল।
সাধুজনে কয়—
অজ্ঞাত কুলশীলে ক'রো না প্রত্যয়,
আর পতনের আগে হয়
আত্মগরিমা উদয়।
ওঃ, তাই নন্দী হাতে পেনু অপমান,
কি দিব উত্তর, নারায়ণ সুধাবেন যখন।
হে প্রয়াগবাসীগণ ?
রাখ শুনে সর্ব্বজন,

শিব দূত নন্দী বাধালে দ্বন্দ্ব অকারণ
বলে পারিবেনা ভাবি, শেষে,
মুণ্ড লয়ে করিল পলায়ন ;
দিও সাক্ষ্য সবে, বিনয় আমার ·
যদি মোরে দোষেন, জনার্দ্দন।
আর রাখিও স্মরণ,
"প্রয়াগ"* আজ হতে হ'লো
মহাতীর্থ স্থান ভারত মাঝারে।
সুধন্বার ছিন্ন মুণ্ডস্পৃষ্ট স্থান
হলো আজি হ'তে বৈকুণ্ঠ সমান,
মহাপাপী আসিয়ে এস্থানে
করে যদি মস্তক মুণ্ডন আর গঙ্গা স্নান,
সঞ্চিত পাপরাশি হবে দূর
হবে সর্ব্ব কামনা পূরণ
দেহান্তে যাবে গোলোক ধাম
"শ্রীহরির ভবন"।

(গরুড়ের প্রস্থান)

প্রয়াগে মস্তকের কেশ মুণ্ডন ও গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম স্থলে স্নান "হিন্দুদের এই প্রাচীন প্রথা অবলম্বনে মহাভারতের (কাশীরাম দাস প্রণীত) প্রয়াগ মাহাত্ম্য উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধ সংলগ্ন করিয়া এই নাটক প্রণীত হইল। ইহাতে যদি কোন ত্রুটি বা দোষ দৃষ্ট হয়, সুধী পাঠক পাঠিকাগণ নিজ গুণে উপেক্ষা করিয়া লইবেন। নাট্যকারের দোষ সর্ব্বদা মার্জ্জনীয়"। বিনীত গ্রন্থকার।

(নাগরিকগণের প্রবেশ ও গীত)

হরিনামে বড়ই সুধা, ক্ষুধা তৃষ্ণা পালায় দুরে।
ঐ নামে মায়ের অসি, হয়ে বাঁশী "রাধা" "রাধা" রব ধরে ॥
ঐ নামে মনের মসি, পড়ে খসি,
হাসি হাসি প্রাণটা করে।
ঐ নামে গৃহবাসি, হয়ে উদাসী,
গঙ্গাবাসী হয় অচিরে ॥
ঐ নামের এমনি শক্তি, আনে ভক্তি,
দানে মুক্তি, যারে তারে।
ঐ নামেব জোরে প্রয়াগবাসী, শিবের কাশী,
বারাণসীর, রয় উপরে ॥

(নাগরিকগণের প্রস্থান)

সন্ন্যাসী বেশী লুব্ধকের উত্থান ও উক্তি। ছিনু ব্যাধ সরযূতীর বাসী,
সহসা কোথা হ'তে সুমতি আসি
দেখায়ে দেবতাবাঞ্ছিত রূপরাশি
ছাড়ালো দেশ, সাজালো সন্ন্যাসী।
জাগিল দুরাশা হৃদে
তপোবলে হয়ে বলীয়ান
ভূঞ্জিব তার রূপ নিরূপম।
ছিনু ব'সে এস্থানে যোগীজনার ভাণে
বিচিত্র দেবলীলা প্রত্যক্ষ করিনু নয়নে।
কিন্তু এখনও ভোগে রত মন
পশুযোনি ছিল বুঝি মোর পূর্ব্ব জনম।

ভোগবাসনা না করিলে উৎপাটন
যোগাসনে কি কভু, মিলে কৃষ্ণ দরশন ?
গঙ্গাসলিলে স্নান করি এবার
ভোগ বাসনা মিটাতে হই অগ্রসর।

(গঙ্গায় অবগাহন)

হে কৃষ্ণ, যেন পাই অতঃপর
সুমতির পতি সদৃশ রূপ মনোহর।

(তীরে উঠিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রাবতীপুরী।

রাজসভা।

রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদগণ

রাজা। হা বৎস, সুধন্বা সুরথ !
হা বীর কেশরী যুগল !
আরতো পাবনা দেখিতে
তোমাদের মুখ নিরমল।
ছিন্ন হলো বাহুবল
কে আর আনিবে বাঁধি কৃষ্ণার্জ্জুনে !
সম্মুখ সমরে পড়ি গেছ চলি স্বর্গপুরে,
কোথা সে স্বর্গ ধাম, কিবা পথ তার
দাও বলে অভাগা পিতারে।

উঃ, মন্ত্রি ? কি জ্বালা পুত্র শোকানলের,
শত বৃশ্চিক দংশন, কিছু নহে এর কাছে,
কিসে এ জ্বালা হবে সুশীতল।
ভদ্রাবতী যোধগণ, কে আছ কোথা,
সাজ সাজ ত্বরা করি,
সবে নানা অস্ত্র ধরি
চল, করি আক্রমণ অরিদলে,
চল, আনি বাঁধি কৃষ্ণার্জ্জুনে।
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলরে মুখে,
কৃপাণ কর রে হাতে,
(আমার) সুধন্বা সুরথ গেছে চলি যে পথে
চল সবে যাই সেই পথে।
কৃষ্ণেরে রাখিব বাঁধি নৃসিংহ মন্দিরে,
জিষ্ণুরে করিব দ্বারী মন্দির দুয়ারে,
কিম্বা ত্যজিব প্রাণ অর্জ্জুনের করে,
ঘুচে যদি তবে এ জ্বালা। (পরিক্রমণ)

(কোটালের প্রবেশ)

কোটাল। উপনীত দ্বারে দুই শত্রু পক্ষীয় বীর,
নিরস্ত্র এসেছে তারা, চাহে রাজদরশন।
সভাসদগণ। রাজা পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায়,
কহ মন্ত্রিবর, দৌবারিক কি দিবে উত্তর।
মন্ত্রী। রাজা! ত্যজ উগ্রমূর্ত্তি,
যুগল বাহু হয়েছে ছিন্ন,

শাখাহীন স্কন্দ তুমি এবে,
হতাবশিষ্ট ভদ্রাবতী সেনা, নগণ্য তারা
যাদব পাণ্ডব মিলিত সৈন্যদল কাছে।
নিরস্ত্র এসেছে দুটী বীর,
চাহে করিতে সন্ধি তোমা সনে।
বিজিত তুমি, দেখ বুঝি,
কি মহৎ প্রাণ পাণ্ডবের।
রাজ্যের কুশল আশে,
প্রজার মঙ্গল তরে,
লও যুক্তি মোর।
বৈরিভাব কর পরিহার,
হ'য়ে নিরস্ত্র যাও পদব্রজে
আগুবাড়ি আন গিয়া অভ্যাগতজনে।
কহ সভাসদগণ
কি যুক্তি তোমাদের ?

সভাসদগণ। শত্রু হলে প্রবল, মিত্রতাই মঙ্গল।

(রাজার বহির্গমন ও কৃষ্ণার্জ্জুনকে লইয়া প্রত্যাগমন)

কৃষ্ণ। নরনাথ !
শুনিলাম ছিল সাধ তোমার
বাঁধিতে আমা দুজনায়।
এসেছি হ'য়ে অতিথি দুয়ারে,
এনেছি সাথে, তব পুত্রহন্তা অর্জ্জুনেরে।

বিহিত কার্য্য কর সমাধান, যাহা অভিরুচি।
জ্ঞানবান তুমি রাজা
কি বুঝাব বল;
সমভাব পুত্র হন্তার তব,
অভিমন্যু শোকে আকুল হৃদয় তার
আরও সন্তাপিত সে বধি তব পুত্রগণে,
এসেছে করিতে মিলন।
ক্ষত্র ধর্ম্ম বড়ই ভীষণ,
নিজে করে রোদন তবু কাঁদায় অপরে।
রাজকুমারগণ, পালি ক্ষত্র ধর্ম্ম,
সাধিয়া বীরের কর্ম্ম, গেছে চলে স্বর্গপুরে,
ক্ষত্রিয় তুমি, এতশোক সাজেনা তোমারে।
পুণ্যবান তুমি রাজা, পুণ্যবতী মহিষী তোমার
লভেছিলে তোমরা হেন গুণী পুত্র দুটী।
সুধন্বা ছিল বড় প্রিয় মোর
পবিত্র ছিন্ন শির তার ফেলাইয়াছি গঙ্গানীরে,
গঙ্গাযমুনা মিলন স্থলে;
"প্রয়াগ" হয়েছে মহাতীর্থ ভূতলে
সুধন্বার অঙ্গ পরশে।
ত্যজ রোষ, ভুলি শোক
কর মিত্রতা পাণ্ডবের সনে।

(অর্জ্জুনের হস্ত রাজার হস্তে স্থাপন)

রাজা। মানব নহে সক্ষম বুঝিবারে লীলা তব।

নমো নমো নারায়ণ
ব্রহ্ম সনাতন,
সংসারের সার তুমি
অনাদি কারণ।
নমো মৎস্যরূপ ধারণ
তব আদি অবতার।
নমো কূর্ম্ম নমস্তে বামন,
নমো নরসিংহাকার।
নমো ক্ষত্র কুলান্তক
পরশুরাম ভৃগুপতি।
জয় রাবণসংহারক
রাম রঘুপতি।
নমো যুগলাকার
কৃষ্ণ রামহলধর,
নমো পরাৎপর সারাৎসার
ভাবি কল্কি অবতার।
কৃষ্ণরূপ তব দেখিবারে ছিল বড় সাধ,
পাণ্ডবের সনে সেই হেতু করিনু বিবাদ ;
দয়াল প্রভু, নিজগুণে ক্ষম অপরাধ,
আতিথ্য গ্রহণে এবে ঘুচাও অবসাদ।
কৃষ্ণার্জ্জুন অভেদ আত্মা নর নারায়ণ,
পুত্রশোক যাই ভুলি, দোঁহে দেহ আলিঙ্গন।

(রাজার কৃষ্ণার্জ্জুনকে বাহুদ্বারা বেষ্টন)

(মহিষী ও কুবলয়ার প্রবেশ)

মহিষী। বহুভাগ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়
আজ ভদ্রাবতীপুরে।
কহ, জগন্নাথ, কি দোষে দোষী অভাগিনী,
পুত্রহারা কেন করিলে আমারে।
বুদ্ধিহীনা নারী আমি, বুঝিতে নারি লীলা তোমার,
কোন গুণে বেঁধেছে তোমায় পাণ্ডুপুত্রগণ,
পৃথিবীর ভূপতিবৃন্দ কিবা করেছে অপরাধ ?
আবির্ভাব যেখানে তোমার,
বামাকুল আকুল নয়ন জলে।
কাঁদায়েছ মাতায় শিশুকালে,
কৈশরে কাঁদালে প্রেয়সী রাধারে,
যে চাহে তোমায় সেই ভাসে নয়ন নীরে।
শোকাতুরা মোরা ভদ্রাবতীপুরনারী
করি তুষ্ট তোমারে ঢালি আঁখিবারি।
প্রণমি চরণে।
"হা বৎস, সুধন্বা সুরথ !
দে-রে, দে-রে, দেখায়ে পথ,
কোন পথে গেলে
এ অভাগিনী জননী তোদের
মিলিবে রে, তোদের সনে।

(মহিষীর কৃষ্ণ পদতলে পতন)

(কুবলয়ার গীত)

কি দিয়ে পূজিব নারী মোরা, কি আছে সম্বল বল।
যার যেটী প্রিয় হয়, তার সেটী কর ক্ষয়, তুমি বেশ দয়াময়
রাখ শুধু আঁখি জল।
পতিহারা করেছ মোরে, পুত্রহারা করিলে জননীরে,
কাঁদায়েছ আরও কত বামারে, যুগযুগান্তরে, হিসাব তার কে করবে বল।
পেলে অবলার আঁখি জল, চাওনা তুমি তুলসী দল,
ফিরে দাও শতদল, সাক্ষী তার, রাধা সনে তোমার যত ছল।
রোগ শোক দৈন্য জরা, সংসারটী রেখেছ ক'রে ভরা,
তোমার এমনি কৃপার ধারা, ছোটাবে অশ্রু ধারা,
আর বল্‌বে জীবের কর্ম্মফল।
দাগা দাও যখন প্রাণভরে, কাঁদলেও দেখনা একবার ফিরে,
কাণ রাখ বধির করে, চাপি দু করে, তুমি এমনি ভক্তবৎসল।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতট।

(বালক বেশী শ্রীকৃষ্ণ)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগতঃ) ঠেকিনু বিষম দায়,
কি করি উপায়।

ছাড়ি সব দেবালয়
ভক্তের হৃদয়কায় আমার আশ্রয়।
প্রহ্লাদের নিধন চিন্তা চিন্তি অনুক্ষণ,
প্রহ্লাদময় হয়েছিল হিরণ্যকশিপু জীবন,
প্রহ্লাদ হ'তে হ'লো তার ত্রাণ,
অন্তিমে আমার কোলে লভিল চির বিশ্রাম।
পতিগত প্রাণা সরলা সুমতি
রেখেছে আমার প্রতি অতি স্থির মতি।
সুমতির পতি ধনপতি
চাহে মোরে করিতে সন্ততি।
সুমতির মূরতি হৃদে করি স্থাপন
সুমতিময় হয়েছে লুব্ধকের প্রাণ।
একমুখী হয়েছে সবার মন,
রাখি কেমনে আমি তিনজনার মান।
ঐ যে সুমতির পতি ধনপতি, ঘুরি নানাস্থান
আসিছে এবে যমুনাতীরে
লয়ে সাথে তারে
হব উপনীত সুমতির দ্বারে।

(ধনপতির প্রবেশ)

ধনপতি। (স্বগতঃ) অপুত্রকের পুত্র তুমি নারায়ণ
ভাবি মনে—
ভ্রমিলাম দেশ দেশান্তর,
কত প্রান্তর ভূমি আর নগর।

আশা, ধ'রে তোমার যুগল করে,
ল'য়ে যাব ঘরে, বলিব সুমতিরে,
দেখ, এনেছি কেমন বালক বিমোহন,
পুত্ররূপে এরে করগো পালন,
করি নিত্য এর শ্রীমুখ দর্শন,
এস, ভবের দুঃখ জ্বালা করি নিবারণ।
কৃষ্ণ হয়েছেন রাজা দ্বারকায়,
যমুনার তটে দেখা মিলিবে কোথায় ?
জনশ্রুতি ভ্রমাত্মক—কভু নহে ঠিক।
দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা,
পাগল পারা ভ্রমিনু কতদিক।
ভুলিনু সুমতিরে, ত্যজিনু ধনজন,
সুমতি কি ভ্রান্তমতি বুঝিনু এখন।
জগতের পিতা যিনি—
সর্ব্বজীবে করেন পালন,
যোগী ঋষি মুনিগণ,
সদা যাঁর ধ্যানে নিমগণ,
সেই মুনি বাঞ্ছিত ধনে,
শ্রীবৎস লাঞ্ছনে,
হ'লো সাধ মোর
পুত্রভাবে করিতে পোষণ।
কি দুরাশা—কেন এ বাসনা,
কোথা সে সাধনা—পুরিবে কামনা

প্রাণের যাতনা হ'লো সার।
যমুনার জলধার খুঁজি আরবার,
যমুনা জীবনে জীবন মিলাব এবার,
শূন্য প্রাণে ঘরে ফিরিবনা আর। (পরিভ্রমণ)

(বালক বেশী শ্রীকৃষ্ণের গীত)

বহে সুমতিরূপ প্রেমনদী হৃদে তোমার, অন্তঃশিলা ফল্গুনদী মত।
তাতে উজান টানের টান ধরেছে, কেমনে মন করবে সংযত॥
নদীর ঢেউ কূলের দিকে ধায়, প্রেমের ঢেউ প্রতিকূলে বয়,
ডুবিয়ে তোলে হাঁপ ছাড়ায়, প্রেম তুফানের খেলা এই মত॥
চল ঘরে ফিরি, লাজ পরিহরি, আমায় আশু করি, ব'লে "হরি হরি",
এলে তো নানাদিক ফিরি, এখন সুমতি ধরি, হও গৃহ সুখে রত।
যে ভাবে আমার ভাবনা, দিই তারে জ্বালা যাতনা,
পুড়িয়ে করি খাঁটি সোণা, শেষে ভৃত্য অনুগত॥

ধনপতি। (স্বগতঃ) এই যে যমুনার কাল জলের অতি সন্নিকটে বেশ সুন্দর একটি ছেলে বৃক্ষমূলে ঠেসদিয়ে ব'সে গান করচে দেখ্‌চি! গানটীর বেশ ভাবতো, যেন আমার প্রাণের কথা টেনে বল্‌চে। (নিকটে অগ্রসর হইয়া) এটী কি সেই ভিখারী বালক! যার নামে আমার প্রাণটা কেমন হয়ে উঠ্‌লো আর বাড়ীথেকে বেরিয়ে পড়লুম। পাছে সুমতির কাছে ধরা পড়ি, সেই ভয়ে আর তখন ছেলেটীকে দেখ্‌তে যাবার সাহস করলুম না। সে তো ভিখারী বালক!

এই জলের ধারে ব'সে তার লাভ কি! এই জনশূন্য স্থানেই বা কি করতে আস্‌বে! তবে কি আমার প্রাণ যাকে চায় একি সেই বালক? সে যে নবঘন শ্যাম মূরতি, আর এযে দেখচি গৌরাকৃতি। প্রাণের মূর্ত্তির সঙ্গে এরতো মিল হচ্চে না। কিন্তু এ অতুলনীয় দেহ কান্তি, এ রূপজ্যোতিঃ কি কখন মানবে সম্ভব হয়! তবে কি কোন দেব কুমার, না কোন দেব মায়া আমাকে ছলনা কর্‌চে। যতই দেখচি ততই চেয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে, চোখ পাল্টাতে পার্‌চি না। গানের ভাবে বল্লে যেন, আমাকে ওর পেছু পেছু যেতে। এই যে আমায় দেখে উঠে চল্লো। একটু তাড়াতাড়ি ওর পেছু পেছু যাওয়া যাক্‌, দেখি অযোধ্যার পথের দিকে যায় কিনা? (প্রকাশ্যে) হরি, হরি, হরি! নারায়ণ! তবে কি দিক হারা হয়েই বেড়াতে হবে! পথ কি পাবো না! প্রাণের যাতনা থেকেই যাবে! দেখা কি পাবো না!

বালক। কে গো তুমি? আমার পেছু পেছু আস্‌চো? যেন কোন মনের দুঃখে ভগবানকে ডাক্‌চো? তোমার হয়েচে কি? তুমি বুঝি কোন বিদেশী লোক? ঘরে ফেরবার পথ ঠিক করতে না পেরে, ভগবানকে স্মরণ কর্‌চো? তার আর ভাবনা কি? আমি তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেবো এখন।

ধনপতি। (স্বগতঃ) কি মধুর কণ্ঠস্বর! এ সেই বালক না হ'য়ে যায় না। কোন কিছু বলা হবে না, দেখিনা নারায়ণের মনে কি আছে! স্বেচ্ছায় দয়া না করলে, চেষ্টায় খালি পাওয়া যায় না। আর একটু ভেবে দেখি। ওহো, এই বালকই যে সেই মহা-পুরুষ তাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) হা ভগবান, হা নারায়ণ!

বালক। বলি আমার কথার উত্তর দিলে না কেন? তোমার হয়েচে কি? স্পষ্ট বলেই ফেল না কেন? পথ হারিয়েচ? বেপথে এসে পড়েচ?

ধনপতি। বালক? আমি বেপথে এসেচি কি ঠিক পথে যাচ্চি তা এখনও বুঝতে পার্‌চি না। বোধহয় পথহারা হ'য়ে বেপথেই এসে থাকবো। প্রাণটা কিন্তু ঠিক সে কথা বল্‌চে না। আচ্ছা, বালক? বলদেখি আমার দেশ ভূঁই বাড়ী ঘর কোথা তুমি কি ক'রে চিনবে? আর আমি গৃহেতেই যে ফিরে যেতে ইচ্ছা করচি তাই বা কি ক'রে বুঝলে বল দেখি?

বালক। ওগো আমি ভিখারী মানুষ। অনেক মানুষের সঙ্গে আমায় মেশামেশি করতে হয় আর অনেক পথ ঘাট ঘুরতে হয় তবে কষ্টে সৃষ্টে আমার দিনকাটে। সেই জন্যে কোন একটু আভাস পেলেই আমি সব বুঝে নিতে পারি আর চিনে নিতে পারি। এই ধরনা, তোমার বাড়ী যদি পূর্ব্বদিকে হয় আর আমি

যদি পশ্চিম দিকে যাই, তুমিই আমায় দিকটা ঠিক ক'রে বলবে "এদিক নয় ওদিক" "এ পথ নয় ও পথ", আর তোমার বাড়ীর কাছে এলে তুমিই থেমে পড়্‌বে। তোমার কাজ তুমিই ক'রে নেবে। আমি সঙ্গে থাক্‌লে তোমার পথ শ্রমটা লাঘব হবে আর আমার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লে সঙ্গের সাথী এক জন আছে এই মনে করে একটু ভরসাও থাক্‌বে? তাই নয় কি? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তোমার বাড়ী ফের্‌বার পথ চেননা তো একলা এসেছিলে কেন? সঙ্গে নিয়ে আসবার নিয়ে যাবার কেউ কি তোমার আপনার লোক ছিল না?

ধনপতি। আমার বাড়ী বহুদূর কতদূরে এসে পড়েছি বুঝতে পাচ্চি না, বালক, অতদূর গেলে তোমার কষ্ট হবে না? (স্বগতঃ) আসবার সময় বুঝতে পারিনি যে ফির্‌তে গেলে সঙ্গী চাই আপনার লোক চাই। (প্রকাশ্যে) এইবার বোধহয় আপনার লোক পাব।

বালক। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াই কিনা, পথ চলা আমার অভ্যাস আছে। কষ্ট হবে কেন? আর ঘুর খেয়ে যদি কেউ শেষটা আমার সঙ্গ নিতে চায়, তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি। কেন না পরের উপকার কর্‌লে মনটায় বড় আহ্লাদ হয়। তুমিই বলনা কেন, আহ্লাদ হয় কি না? তবে আমার একটা দোষ আছে· বেশী কথা কাটাকাটি আমি

পছন্দ করি না চুপ চাপই ভালবাসি। আর আমার একটা রোগ আছে জান ? কেউ ঘুর খেয়ে আমার সঙ্গ নিয়ে আর অর্দ্ধেক পথে এইবার আপনি ঘর চিনে নেব মনে করে যদি আমায় ছেড়ে দেয় আমি তাকে এমন ঘোরফের রাস্তায় ফেলে দিই তার আর ঘোর কেটে ওঠে না। তাই দেখে আমার বেশ মজা হয় আর আমি বগল বাজিয়ে চলে যাই। অনেক কথা তোমার সঙ্গে ক'য়ে ফেল্‌লুম। এখন চুপচাপ আমার পেছু পেছু এস। আমার পেছু পেছু যাবে, না আমায় পেছু করে নেবে ?

ধনপতি। তোমাকে সামনে ক'রে পথ চলাই মঙ্গল। এতদিন তো পেছু করে ছিনু, পথও খুঁজে পাই নি। এখন দয়া ক'রে সামনে এসেছ যদি পথ পাই।

বালক। ওসব তুমি কি বল্‌চ। ওসব কথা আমি শুন্‌তে চাই না কেননা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না। চুপ্‌চাপ্‌ ক'রে আমার পেছু পেছু এস। নইলে এই আমি চল্লুম্। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যানগরী—ধনপতির গৃহ।

(সুমতি ও মালিনী)

(অন্দর মহল)

সুমতি। (স্বগতঃ) ফেরবার আশা তো আর দেখ্‌তে পাই না। মনকেও আর প্রবোধ দেওয়া চল্‌চে না।

প্রাণটা দিন দিন বড়ই অস্থির হয়ে উঠ্‌লো! এতকাল একসঙ্গে থাকা। এ অদর্শন দুঃখ কি ক'রে সহ্য করা যাবে। স্বামী বিনা নারীর গতি কি আছে। হে জগৎ স্বামী, যদি আমার স্বামী জীবিত থাকেন তাকে আনিয়ে দাও। কার আশায় গৃহবাসে থাক্‌বো। এ বিরহ যাতনা আর সহ্য হয় না।

(গীত)

কোথা গেলে, ব'লে না গেলে, কেননা এলে ফিরে।
হয়ে বিষাদিনী বিরহিণী, ভাসিতেছি আঁখি নীরে।
ধরে সুখে সহকার, ভার মাধবী লতিকার,
সহজ স্মৃতির ভার, লাগিল কি এতভার তোমারে।
না থাকিলে পুত্র, ভার্য্যা কি হয় না মিত্র
পুত্র কলত্র একত্র, মিলে কি সবাব এ সংসারে।
বল কি দোষ পাইয়ে, গেলে গো পলাইয়ে,
তাই ভাবিয়ে ভাবিয়ে, হনু ক্লান্ত বহিতে দেহভারে!
যেথা সেথা থাক, মনোসুখে থেকো
আমার এ দুঃখ, যেন পর্শিতে তোমায় না পারে।

(মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। বৌদিদি? দিন রাত্তির কেঁদে কেটে ভেবে ভেবে আর কি হবে বল। কতজায়গায় তো লোকজন পাঠালে! কেউ তো কোন খোঁজ খবর এনে দিতে পারলে না। মানুষের চেষ্টায় কোন কিছু হয় না

গো, যদি ভগবান দয়া করে আনিয়ে দেন তবেই হবে।

(ধনপতি বেশী লুব্ধকের প্রবেশ ও দ্বারে করাঘাত)

ধনপতি বেশী (স্বগতঃ)

লুব্ধক। যদি বুঝি তো ভিতরে যাব। নচেৎ অপেক্ষা করে একটু ধৈর্য্য ধরে সুযোগ খুঁজতে হবে।

মালিনী। কে গো ?

(দ্বার খুলিয়া লুব্ধককে দেখিয়া)

ওমা, এই যে দাদাবাবু গো ? চলুন চলুন ভিতরে চলুন। বৌদিদি আপনার জন্যে কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে রয়েচে। হ্যাঁগা অমন ক'রে কি চলে যেতে হয় ? হ্যাঁগা কোথায় গেস্‌লে ? বাণিজ্যি কর্‌তে ?

(চীৎকার করিয়া)

ওগো বৌ দিদি শিগ্গির এস। দাদাবাবু ফিরে এসেচেন্ গো আর কাঁদ্‌তে কাট্‌তে হবে না। ভগবানের দয়া হয়েচে। আহা আর কি সে বৌ দিদি আছে গা। সোণার গায়ে যেন একেবারে কালি ঢেলে দিয়েচে গো, কালি ঢেলে দিয়েচে।

সুমতি। (বাহিরে আসিতে আসিতে) ও মালিনি! কি বলচিস্, সত্যি, না রঙ্গ হচ্চে ?

মালিনী। নাগো, না—হাতে ধরে নে যাও না।

সুমতি। (সত্বর আসিয়া) একেবারে নিরুদ্দেশ কোন খোঁজ খবরটী নেই ? মানুষ মলো কি রইলো একবার

জানতেও ইচ্ছে হয় নি ? বাবা, পুরুষমানুষদের প্রাণটা কি কঠিন।

(ধনপতি) কি আর ক'র্‌বো বলনা। বাণিজ্যি ক'রে ফিরছিনু ;
লুব্ধক। পথে দস্যুরা সব জিনিষ পত্র লুটপাট করে নিলে, আমায় আট্‌কে রাখলে। কোনগতিকে তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসেচি। কি ক'রে আর খবর পাবে ? তা দেখ একটা কথাবলছিনু—অনেকদিন তোমায় না দেখার পর তোমায় দেখেই মনটা যেন কেমন কেমন হ'য়ে উঠ্‌লো। তুমি অত ব্যস্ত হচ্চো কেন ? একটু স্থির হয়ে আমার কাছে ব'সোনা। একটু রসালাপ করি।

সুমতি। সে আবার কি কথা ? আগে খাওয়া দাওয়া করবার উজ্জুক করে দিই। খাও দাও সুস্থ হও সেবা শুশ্রূষা করি। তারপর অন্য কথা। ভগবান যে তোমায় প্রাণে বাঁচিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দেছেন সেই পরম মঙ্গল। জিনিষ পত্তোর যাক্‌গে। তুমি বেঁচে থাকলে জিনিষের আর ভাবনাটা কি ? আর অভাবই বা কিসের আছে। (স্বগতঃ) "বাণিজ্যি করতে" কথাটা যেন কেমন কেমন ঠেক্‌লো। যখন চলে যায় বাণিজ্যি যাবার তো কোন সরঞ্জাম দেখিনি ? হঠাৎ উধাও হয়ে গেস্‌লো, তবে কি রকম হলো।

(পুনর্ব্বার দ্বারে শব্দ, বালক বেশী শ্রীকৃষ্ণ
ও ধনপতি সদাগরের প্রবেশ)

মালিনী। দাদাবাবু ফিরে এসেচে গো ? আর কাউকে তল্লাস করতে যেতে হবে না।

(বহির্বাটী)

বালক। বাড়ী এসেছ তো, তবে আমি এইবায় যাই।

ধনপতি। না—না—তা হবে না, তোমার মত আমাদের একটি ছেলে চাই।

(মালিনীর দ্বার খুলিয়া চীৎকার)

মালিনী। ওগো বৌদিদি ? শিগ্গির বাইরে এস গো বড়ই মুস্কিলের কথা। সেই গান গাওয়া ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আবার একজন কে অবিকল দাদাবাবু এসেচে, দেখবে এস গো, দেখবে এসো। ছেলেটা কোন মায়াবী না কে গো ? ওগো বৌদিদি শিগ্গির এস না গো। ওগো আমি কি চোখে ধাঁধা দেখচি নাকি গো। আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পারচি না গো। বৌদিদি শিগ্‌গির, গো খুব শিগ্‌গির। ভারি বিপদ গো ভারি বিপদ।

(দরজা আগুলিয়া অবস্থান)

ধনপতি। ও মালিনি অত চেঁচাচ্চিস কেন ? বাড়ীতে কিসের বিপদ, কি হয়েছে চল দেখিগে। দরজা ছাড়, পথ ছেড়েদে।

মালিনী। দাঁড়াও বাবু। আমি কিছু বুঝতে পারচি না। বৌ দিদি এসে যা হয় ব্যবস্থা করুক।

(সুমতির বহিরাগমন ও ধনপতি বেশী লুব্ধকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন)

সুমতি। ও মালিনি, চেঁচাচ্চিস কেন? কি হয়েচে? আবার তোর দাদাবাবু কে এল?

মালিনী। বলচি মাথা আর মুণ্ডু। নিজের চক্ষে দেখ, দুজন অবিকল এক রকম দাদাবাবু কি না? ছেলেটা ভেল্কি জানে, না কি গো?

ধনপতি। সুমতি আমায় চিন্‌তে পার্‌চ না? আবার কে ধনপতি জুট্‌লো?

(বিশেষ করে নিরীক্ষণ করিয়া)

সুমতি। ওঃ ভগবান! আবার একি বিপদে ফেল্‌লে নারায়ণ! দুজনার অবিকল একরকম চেহারাই তো বটে! একি কোন দেবতার ছলনা! আমায় পরীক্ষা কর্‌ছে। ও বাবাছেলেটি! আমায় বলে দাওনা বাবা—সাধু সন্ন্যাসীর ছেলেরা জ্যোতিষ টোতিস্ না জানলেও তো বলে দিতে পারে—দুজনার মধ্যে কে আমার প্রকৃত স্বামী। হা ভগবান! মনে জ্ঞানে আমিতো কখন কোন পাপ কাজ করিনি তবে আমায় কেন এত বিড়ম্বনা করচো। দুটী লোকের একরকম মুখের চেহারা

একই গড়ন পেটন একরকমই গলার আওয়াজ কখনওতো দেখিনি শুনিনি, জানিনি! আমি অবলা নারী, হে ভগবান, আমায় কলঙ্কিনী ক'রোনা। এ ঘোর বিপদ হ'তে মুক্তি দাও। হে দয়াময় হরি, হে জগচ্চিন্তামণি আমায় চিনিয়ে দাও আমার প্রকৃত স্বামী কোন জন ?

বালকের গীত।

চিনে—চিনে নাও সতি, কে তোমার পতি।
দুজনাই তোমার আশে, আছে চেয়ে আমা প্রতি।
যার খালি ভোগে মতি, সেকি হ'তে পারে পতি,
দুজনার এক মূরতি, সে কেবল কর্ম্ম সূত্রের গতি।
যাগ যজ্ঞ তপোদানে, ডাকি আনে অভিমানে,
যেবা ডাকে প্রাণপণে, ছাড়ি তাবে, নাই মোর সে শকতি।
আমা ছাড়া যে কর্ম্ম, ঠিক জেনো তা অকর্ম্ম
বুঝে এই সার মর্ম্ম, চিনে নাও নিজপতি, সুমতি।

মালিনী। বৌদিদি বুঝতে পার্‌লে না। আমি এবার ঠিক ঠাক বুঝে নিচি। তোমার মনে পড়ে, আমি বলে ছিনু, দাদাবাবু এই গান গাওয়া ছেলেটাকে খুঁজতে গেচে। এই দাদাবাবুই আসল দাদাবাবু। আর মনে পড়ে—সরযূনদীর ধারে একটা পাখীমারা ব্যাধ তোমার রূপ দেখে তোমায় ধরতে এসেছিল। ঐ (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) আগের দাদাবাবু সেই ব্যাধটা। পৈরাগে তপিস্তে করেছিল; সিদ্ধিলাভ

করেচে। তাই তোমার আসল দাদাবাবুর চেহারা ধ'রে তোমায় ভোগ কর্‌তে এসেচে। খুব সাবধান বৌদিদি, খুব সাবধান। বাবা বিধেতার নীলে বোঝা দায়,একটা দাদাবাবুর জাগায় ছুটো দাদাবাবু হয়। যাহ'ক পৈরাগের মাহিত্তির আচে।

স্নুমতি। (বালককে কোলে তুলে নিয়ে) বাবা, আর যাবে কোথা। তোমায় চিনিচি তুমি স্বয়ম্ শ্রীকৃষ্ণ (বালকের গাত্রাবরণ খুলিয়া দিয়া) ধরিচি এবার নিজবেশ দেখাও আমায় কলঙ্ক দায় হ'তে অব্যাহতি দাও। ধরিচি আর তো ছাড়চিনি।

শ্রীকৃষ্ণের গীত

পেলে ধরা আমার, এ জীবনে সাধনার বলে।
আছে তুইপতি সংযোগ তব ভালে, কি করবো কাঁদিলে।
ঘটেছে পরমাদ, হবে লোকাপবাদ
পাইবে বিষাদ, থাকিলে এ ধরাতলে।
দিতেছি মুক্তিপথ, বিমানে আসিছে রথ
যাও চলি অদৃশ্যত, স্বর্গধামে সবে মিলে।
মরতে যা দোষ, স্বরগে তা অদোষ
সব হয় নির্দ্দোষ, "নিজে দোষী" ভাবিতে পারিলে।

(ধনপতিবেশী) (অগ্রসর হইয়া)

লুব্ধক। হলো বুঝি এতদিনে সমস্যা পূরণ—
হে কৃষ্ণ, করুণাময়, প্রভু জনার্দ্দন
আচণ্ডালে দয়া তব পেনু নিদর্শন।

অধম ব্যাধের কুলে আমার জনম,
কুকাজে কেমনে আসিবে সরম,
যেতেছিনু জনম মত করিতে করম,
ওহে জ্ঞানময়, কৃপায় বুঝালে জ্ঞানের মরম।
সম্মোহিনী মায়া তব রমণী মূরতি
মদনে দহি তবু অস্থির দেব পশুপতি।
মানব দুর্ব্বল হৃদয় কিসে পাবে অব্যাহতি
তাতে শাস্ত্র-জ্ঞানহীন, আমি হীন জাতি ;
একমাত্র ভক্ত তব ধরে সে শকতি
আর কৃপায় তরাও যারে সে পায় নিস্কৃতি।
কৃপায় তোমার বুঝিলাম "রাধা" নামের মাধুরী
জাগাতে হ্লাদিনী শক্তি নরে, বাজালে 'রাধা'নামের বাঁশরী,
আ মরি, মরি, কত কৃপা তব নরোপরি শ্রীহরি।
ছাড়্‌রে-ছাড়্‌রে-নরপশুমন কামিনী আকিঞ্চন
দেখ চেয়ে, সতীনারীতে চৈতন্যময়ী বিরাজে কেমন।
সাধুসঙ্গে, সাধুচিন্তায় হয় সদগতি,
মা সুমতি।... সত্যই তুমি সুমতির প্রতিকৃতি,
অনুক্ষণ চিন্তি তোমা, মোর ঘুচিল দুর্গতি।
দেহ পদধূলি মাতঃ, অধমের মিনতি
পতির আত্মাভাবি, অবোধ তনয়ে ক্ষমা কর সতি,
আর কর আশীষ, যেন বিভুপদে থাকে মতি।
(কৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া) (সুমতির পদধুলি গ্রহণ)
চাহিনা-চাহিনা লভিতে ঐ অযাচিত মোক্ষপদ,

"কৃষ্ণ" নাম অবনীতে অতুল সম্পদ।
যেমন লুব্ধক ছিলাম থাকিব তেমনি লুব্ধক,
কিন্তু বধিবনা পক্ষী কোন সারস কিবা বক।
দাও বর প্রভু রূপ হ'ক পূর্ব্বের মতন
শরাসন লয়ে বনে বনে করি বিচরণ
আর ভ্রমেও ভুলিনা যেন ও রাঙা চরণ।

(শ্রীকৃষ্ণের পদ ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। "প্রয়াগে" করে স্নান পেলে দিব্যজ্ঞান
আর নহ ব্যাধ, তুমি হে নরশোভন।
পিতৃবৈরি নির্য্যাতনে, মেগেছিলে বরদান,
সময়মত পূর্ব্বজন্ম কথা তোমায় করাব স্মরণ।

(লুব্ধকের প্রস্থান)

মালিনী। হ্যাগা ও ছেলেটী, ও বাবাছেলেটী, আমার কি কোন গতি হবেনা বাবা।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি দেহান্তে স্বর্গে যাবে।

মালিনী। (চক্ষু মুদিত করিয়া) তাহলে ম'লে স্বগ্গ পাবোতো বাবা।

(শ্রীকৃষ্ণ, ধনপতি ও সুমতির প্রস্থান)

(চক্ষু মেলিয়া, কাহাকেও না দেখিয়া) সবাই কোথা গেল গো স্বগ্‌গে চলে গেল বুঝি। আহা, আগে জান্‌লে কি আর বার্‌ বের্‌তো. উপোস্‌ তিরেস ক'রে, দেহখানা পাত কর্‌তুম। তাই লোকে ব'লে গো সাধুসঙ্গে স্বগ্‌গ বাস। আহা, দাদা

বাবুর সঙ্গে একটু বেশী রকমের কোন কিছুর ভাব
যদি করতুম গো, তাহলে মরবার আগেই যে স্বর্গ
পেতুম গো। (নাকিসুরে কান্না) (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস ধাম।

শিব, দুর্গা, গঙ্গা ও গন্ধর্ব্ববালাগণ।

(শিব. দুর্গা আসীন, শিবের পশ্চাতে গঙ্গা দণ্ডায়মান)

(গন্ধর্ব্ববালাগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

চল যাই, নেচে নেচে, তালে তালে পা ফেলে।
লোকে এলে পূজ্‌লে হরে, মনোমত বর মেলে।
আছে তাল বেতাল, তারা বীণাপানি দুলাল
বেতাল হলে তাল, হবলো বেহাল সকলে।
সবার উন্মুখী যৌবন, জাগ্‌চে মদন আগুণ.
চাই প্রাণ মাতান ধন, নইলে প্রাণ যাবে জ্বলে।
আমরা সব ঝকঝকে, বর চাই টুকটুকে
হ'লে কাল কি ফিকে, চাইবো না লো মুখতুলে;
শঙ্কর হর মহেশ্বর, কৃপাময় করুণাকর
জুটাও বর মনোহর, ফুলচন্দন লও ভালে।

শিব। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

(গন্ধর্ব্ববালাগণের প্রস্থান)

কই—নন্দী কেন এল না ফিরে আজ অবধি? পাঠা
কি বৃষরাজকে লইতে সংবাদ? মনটা চঞ্চল হয়েছে
দুর্গা। এখান হ'তে যমুনা সঙ্গম স্থান বহুদূর। বৃদ্ধ বৃষ
কতদিনে সেস্থানে পৌঁছিবে? আর নন্দী যা

অন্যপথে আসে বৃষভই বা কি সংবাদ এনে দেবে।
ওই বুঝি নন্দী আস্‌চে।

(নন্দীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(গীত)

জয় দিগম্বর, পিণাকধর শশিশেখর, বিভূতি ভূষণ
জয় পরেশ মহেশ, গঙ্গেশ ভবেশ, ভবভয় হারণ।
জয় পতিত পাবন, মঙ্গল কারণ, সকল কলুষ নাশন।
জয় চরাচর পালক, সৃষ্টি স্থিতি লয় কারক, ত্রিলোচন।
মানবের মঙ্গল কারণ, করিলে তন্ত্র শাস্ত্র প্রণয়ন
রক্ষিতে শচীপতি, ওহে পশুপতি, করিলে দনুজ দলন।
আবার আয়ুর্ব্বেদ পরীক্ষা তরে, করিলে ধুতুরাদি বিষ ভক্ষণ,
না বুঝে সে সব, মানব দানব, তোমায় পাগল বলে অকারণ।

নন্দী। জয় শিব শঙ্কর হর, উমাপতি ত্রিপুরহর।
ত্রিশূল সহায়ে তব অপার শক্তি বলে
বিমুখিয়া বিষ্ণুদূত বৈনেতয়ে,
দাস এনেছে সুধন্বার ছিন্ন শির এই।

শিব। সাধু, সাধু, বীর নন্দিকেশর।
(দুর্গার প্রতি)
ওগো করাল বদনি, নৃমুণ্ডমালিনি,
রাখ গেঁথে সুধন্বার এই ছিন্নমুণ্ড
মুণ্ডমালায় গলদেশে তোমার,
মহেশে না দোষী কর আরবার।

দুর্গা। হরিভক্ত তুমি—
বিষ্ণুভক্ত সুধন্বার শির,
শোভিবে না ভাল আমার গলায়,
কণ্ঠদেশে তোমার কর ধারণ
দিতেছি গেঁথে ঐ হাড়মালায়।

গঙ্গা। কহ মহেশ্বর। কি করিলে আমার উপায়।
এখনও কি হবে থাক্‌তে মর্ত্তধামে।
শিব। বলেছি পূর্ব্বেতে তোমায়।
বিষ্ণুপদে উৎপত্তি তোমার
বিষ্ণুকিঙ্কর করেছে বিহিত তার।
প্রয়াগে, যমুনা সহ মিলন স্থানে
তীরভূমি তোমার
হয়েছে মহাতীর্থ—তীর্থরাজ-ভূতলে
বিষ্ণুদাস গরুড়ের বরে।
থাকি মর্ত্তধামে, কলিযুগাবধি,
মানবের দূরিতরাশি কর দূর,
কলির অন্তে
স্বস্থানে করিও প্রয়ান।

(শিব, দুর্গা ও গঙ্গার প্রস্থান)

নন্দী। পতিত পাবনি গঙ্গে, দুর্গতিনাশিনি দুর্গে,
শিব-হরিহর, পার্ব্বতী পরমেশ্বর—
হে ভারতবাসি—সবে এক ভাবি,
কোন একটি নাম সাধনে হও তৎপর।
সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম থাকিবে সবল,
হবেনা হীনবল কেহ কলিযুগে,
থাকিবে ভারতভুমে সবে কুশলে,
জগৎগুরু শিবের কৃপাবলে।

(নন্দীর প্রস্থান)

॥ যবনিকা পতন।